চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

সিস্টার
Sister masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 19 May, 2020 ■ আগরতলা, ১৯ মে ২০২০ ইং ■ ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা সংক্রমণের উৎস খুঁজতে

হু'র বার্ষিক বৈঠকে চিনের বিরুদ্ধে তদন্তের দাবি ভারত সহ ৬২টি দেশের

জেনেভা, ১৮ মে (হি.স.)।। করোনা সংক্রমণের উৎস খুঁজতে চিনের বিরুদ্ধে তদন্তের জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা(হু)-এর কাছে দাবি জানাল ভারত-সহ বিশ্বের ৬২টি দেশ। সোমবার বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বৃহত্তম বার্ষিক বৈঠকে এই দাবি জানানো হয়েছে। শুধু করোনাভাইরাসের সংক্রমণই নয়, পাশাপাশি এই মহামারী সম্পর্কে 'হু'-এর ভূমিকা নিয়েও স্বতন্ত্র তদন্তের আহ্বান জানানো হয়েছে।

করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকেই কাঠগড়ায় চিন। কারণ, সেদেশের উহান প্রদেশ থেকেই প্রথম সংক্রমণের খবর মেলে। আর এনিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু হয়েছে বলে দাবি করেছে অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা সহ বহু দেশ। যদিও বেজিংয়ের তরফে একাধিক বার ভাইরাসের সূত্র অন্য কোনও দেশে বলে দাবি করা হয়েছে। তবে সোমবার থেকেই শুরু হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ৭৩তম বার্ষিক সভা। এই বৈঠকের অংশীদার হচ্ছে ভারতও। এদিন ভিডিও কনফারেন্সের এই বৈঠকে দাবি করা হয়েছে, করোনাভাইরাস সংক্রমণের শিকড় ও তার যাত্রাপথ সম্পর্কে সবিস্তারে অনুসন্ধান করা হোক। এই প্রসঙ্গে করোনার আতুরঘর হিসেবে পরিচিত চিনের উহান শহরে তদন্তের গুরুত্ব অনেক। শুধু করোনাভাইরাসের সংক্রমণই নয়, পাশাপাশি এই মহামারী সম্পর্কে 'হু'-এর ভূমিকা নিয়েও স্বতন্ত্র তদন্তের আহ্বান জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে যে খসড়া প্রস্তাব তৈরি হয়েছে, তাতে করোনাভাইরাসের সংকটের বিষয়ে 'নিরপেক্ষ, স্বাধীন ও বিস্তারিত' তদন্তের আহ্বান জানানো হয়েছে।

করোনা ভাইরাসের উৎস নিয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং অস্ট্রেলিয়া প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ তদন্তের দাবি তুলেছে। এখন তারা বিশ্বের বাকি করোনা আক্রান্ত দেশের সমর্থন জোগাড় করতে শুরু করেছে। এই তদন্তের খসড়া প্রস্তাবে যেসব দেশ সমর্থন দিয়েছে তাঁদের মধ্যে ভারত ছাড়া অন্যান্য বড় দেশগুলির মধ্যে রয়েছে জাপান, ব্রিটেন, নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, ব্রাজিল এবং কানাডা।

বিশ্ব জুড়ে করোনার সংক্রমণের পরই এর উৎস নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। আমেরিকা বার বারই এই সংক্রমণের জন্য চিনকে দায়ী করেছে। শুধু তাই নয়, কী ভাবে এই সংক্রমণ ছড়াল, তা নিয়ে তদন্তের দাবিও তোলে তারা। সংক্রমণ ঠেকাতে ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি করোনাভাইরাস নিয়ে হু-র বিরুদ্ধে ভুল তথ্য দেওয়ার অভিযোগও তোলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। করোনাভাইরাস নিয়ে হু-র ভূমিকা কতটা নিরপেক্ষ ছিল, তা নিয়ে এ বার তদন্তের দাবি উঠল।

করোনাভাইরাস নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্তে হু-কে সামিল করার বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী মেরিস পেইন। তিনি বলেন, ''হু-কে করোনারভাইরাসের তদন্ত করতে দেওয়া অনেকটাই 'শিকারিকে শিকার বন্ধ করে বনাঞ্চলের দেখাশোনা করতে দেওয়ার' মতোই বিষয়।

গত বছরের নভেম্বরে করোনার সংক্রমণ শুরু হয় চিনের হুবেই প্রদেশে। ভরকেন্দ্র ছিল উহান। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু থেকে ২০৯২ জন পৌঁছলেন রাজ্যে প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে একজন

সোমবার আগরতলা স্টেশনে পৌঁছলেন চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু থেকে আসা রাজ্যের নাগরিকরা। ছবি নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু থেকে ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে ট্রেন পৌঁছলো আগরতলায়। ত্রিপুরার ১,২৩৭ জন নাগরিক মাসাধিককাল তামিলনাড়ুতে আটকে থাকার পর বাড়ি ফিরেছেন। তেমনি বেঙ্গালুরু থেকে ৮৫৫ জন ত্রিপুরায় ফিরেছেন। দুটি ট্রেনের যাত্রীদের মধ্যে ৫০৬ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে চেন্নাই থেকে আগত ট্রেনের ১ মহিলা করোনা পজিটিভ রোগীর সংস্পর্শে থাকার ফলে তাঁকে সিপার্ডের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। ওই মহিলার কামরায় তাঁর সাথের ৭ জনেরও নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

প্রসঙ্গত, ট্রেনে ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের অধিকাংশই চিকিৎসার জন্য তামিলনাড়ুতে গিয়েছিলেন। কর্ণাটক ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র এবং পর্যটক। সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহা জানিয়েছেন, চেন্নাই ও বেঙ্গালুরু ফেরত ত্রিপুরার নাগরিকদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাঁদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়ি রাখা ছিল। স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিক জানিয়েছেন, আগের তুলনায় আরও কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হচ্ছে। তাছাড়া, প্রতি পাঁচ জনে একজনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে।

লকডাউনে ত্রিপুরার প্রচুর নাগরিক বহিঃরাজ্যে আটকে পড়েছিলেন। তাঁদের ফিরিয়ে আনার জন্য ট্রেনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ চেন্নাই থেকে প্রথম ট্রেন ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে ফিরেছে। তার পর বেঙ্গালুরু থেকে আরেকটি ট্রেন ত্রিপুরার নাগরিকদের নিয়ে এসেছে। ত্রিপুরায় ফিরে প্রত্যেক নাগরিক ভীষণ আনন্দিত এবং উৎসাহিত দেখা গেছে।

জনৈক সঞ্জয় সাহা বলেন, চিকিৎসার জন্য চেন্নাই গিয়েছিলাম। কিন্তু লকডাউনে আটকে পড়ি। আজ দু মাস বাদে রাজ্যে ফিরেছি। তার জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং দুই সাংসদকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছেন।

একইভাবে ভেলোর থেকে চিকিৎসা করে ফিরেছেন বিশ্বজিৎ দাস। তিনি বলেন, দু মাস পর রাজ্যে ফিরেছি। চিকিৎসার জন্য তামিলনাড়ু গিয়ে আটকে পড়েছিলেন তিনিও। এখন নিজের রাজ্যে ফিরতে পেরে ভীষণ ভালো লাগছে।

এদিন স্বাস্থ্য আধিকারিক বলেন, চেন্নাই থেকে আগত যাত্রীদের প্রত্যেকের থার্মাল স্ক্রিনিং করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রতি ৫ জনে একজনের সোয়াব সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, আগের তুলনায় অনেক কঠোর সুরক্ষা ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্টেশনে পৌঁছানোর পর ট্রেনের কোনও বগিতে জানালা খোলা রাখতে দেওয়া হয়নি। প্রত্যেক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে নতুন করোনা আক্রান্ত দুই জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। মাঝে দুই দিন করোনা আক্রান্তের কোন খবর পাওয়া যায়নি। কিন্তু, করোনার প্রকোপ সহজেই থামছে না তা আজ আবরও প্রমাণিত হয়েছে। আজ দুইজনের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব ট্যুইট করে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

রাজ্যে বর্তমানে কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৬৯। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদেশ থেকে ১৬২ জন রাজ্যে ফিরতে চাইছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। বিদেশ থেকে ১৬২ জন নাগরিক রাজ্যে ফিরতে চায়। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই সংবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন এই ১৬২ জনের মধ্যে ইউক্রেন থেকে ২৫ জন, বাংলাদেশ থেকে ৮৩ জন, ওমান থেকে ১২ জন, রাশিয়া থেকে ৯ জন, আমেরিকা থেকে ৭ জন, নেপাল থেকে ৬ জন, কির্গিজস্তান থেকে ৫ জন, ইতালি থেকে ৩ জন, নিউজিল্যাণ্ড থেকে ২ জন, অস্ট্রেলিয়া থেকে ২ জন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিবিএসই'র দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর বাকি পরীক্ষার সূচি ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.)।। দীর্ঘ অপেক্ষার পর অবশেষ প্রকাশিত হল সিবিএসই দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার নয়া নির্ঘণ্ট। সোমবার টুইটারে কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ ও উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিয়াল এই নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেন।

সোমবার দুপুর একটা নাগাদ প্রথমে উত্তর-পূর্ব দিল্লির দশম শ্রেণির পরীক্ষার পুরো সময়সূচি প্রকাশ করেন পোখরিয়াল। ১ জুলাই থেকে টানা পরীক্ষা ১৫ জুলাই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনার উৎস সন্ধানে কমলপুর পরিদর্শন কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। রাজ্যে করোনা-র উৎস অনুসন্ধানে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দল আজ (সোমবার) ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমা পরিদর্শন করেছে। তিন সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল ধলাইঘাট বিওপি ঘুরে দেখেছে। এছাড়া সীমান্ত এলাকা পর্যবেক্ষণ করেছেন দলের সদস্যরা। ওই বিওপি-র এক জওয়ান করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন।

এদিন শিলং নেইগ্রিমস-এর কমিউনিটি মেডিসিন বিভাগের বিভাগীয় প্রধাণ ডা. জিএস মেধি, নেইগ্রিমস শিলঙের মেডিসিন বিভাগের অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডা. ভূপেন বর্মণ ও কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের আঞ্চলিক অধিকর্তা ডা. এসডি মজুমদার ধলাই জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অ্যাপলো কলই, মহকুমা স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অঞ্জন দাস, ডা. শুভাশিস দে,

মহকুমাশাসক সুশান্ত কুমার সরকারকে নিয়ে প্রথমে ধলাইঘাট বিওপি পরিদর্শনে যান।

সেখানে বিএসএফ আধিকারিকদের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন তাঁরা। পরবর্তী সময়ে তাঁরা কমলপুর মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। আজকের পরিদর্শন নিয়ে কেন্দ্রীয় বিশেষজ্ঞ দলের জনৈক সদস্য জানান, করোনা-র উৎস অনুসন্ধানে আমরা ত্রিপুরায় এসেছি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লকডাউন ৪.০ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। ভারত সরকার লকডাউন ৩১ মে পর্যন্ত বাড়িয়েছে। সেই মোতাবেক ত্রিপুরা সরকারও কেন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণ করেই বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

প্রসঙ্গত, কোভিড-১৯ মোকাবিলায় ন্যাশনাল এগজি-কিউটিভ কমিটি (এনইসি) লকডাউন পালনের জন্য ১৭ মে এক নির্দেশিকা জারি করেছে এবং রাজ্য সরকারকে নির্দেশিকার ৫ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'রেড', 'অরেঞ্জ' এবং 'গ্রিন' জোন চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছে। তেমনি ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুসারে আন্তঃ রাজ্য ও রাজ্যের অভ্যন্তরে যাত্রীবাহী যানবাহন এবং বাসের চলাচল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে বলেছে।

তাই ত্রিপুরা সরকার দুর্যোগ মোকাবিলা আইন ২০০৫ অনুযায়ী এ- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কলেজে ফলাফল নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। কলেজের ফলাফলে অসঙ্গতির অভিযোগ এনে ছাত্রছাত্রীরা আজ বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। তাঁদের সামাল দিতে পুলিশ নেমেছিল। পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে সরে আসেন। কিন্তু, উত্তরপত্র পুনরায় পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা না নেওয়া হলে ছাত্রছাত্রীরা বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

সোমবার এমবিবি এবং বিবিএমসি কলেজে চতুর্থ এবং পঞ্চম সেমিস্টারের ফলাফলে অসঙ্গতির প্রতিবাদে কলেজে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করেন ছাত্রছাত্রীরা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে কলেজ কর্তৃপক্ষ পুলিশে খবর দেন। ছাত্রছাত্রীরা অভিযোগ করেন, তাঁদেরকে অধ্যক্ষের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। এ-নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ দেখা দেয়। ক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা জানান, কিছুদিন পরেই তাঁদের চূড়ান্ত পর্যায়ের পরীক্ষা। অথচ চতুর্থ এবং পঞ্চম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দু'মাস ধরে মজুরি মিলছে না শ্রমিক বিক্ষোভ উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৮ মে।। ঠিকাদারের অধীনে কর্মরত সাড়ে সাতশো শ্রমিক লকডাউন চলাকালীন দু মাস ধরে মজুরি পাচ্ছেন না। ঠিকাদারি সংস্থাটি ওটিপিসি-র অধীনে কাজ করে।

আজ সোমবার গোমতি জেলার অন্তর্গত উদয়পুরের রাজনগরে ওটিপিসি-র এক আধিকারিকের বাসভবন ঘেরাও করেন শ্রমিকরা। তাঁদের অভিযোগ, লকডাউন চলাকালে মজুরির টাকা না পাওয়ায় তাঁরা অসহায় হয়ে পড়েছেন। তাঁদের পরিবারে অনাহার অর্ধাহার দেখা দিয়েছে। সবকিছু জেনেশুনেও কর্তৃপক্ষ কার্যকরী কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন না।

এদিন তাঁরা বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি না পেলে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে ওই আধিকারিক বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ সুস্থ হলেন আরও চার ছুটি ৮৯ জনকে, চিকিৎসাধীন ৭৬

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। করোনা-য় আক্রান্ত বিএসএফ জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্যরা ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছেন। আজ সোমবার সকালে দুজনকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়ার পর আরও দুজনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এদিন সকালে ছুটি দেওয়া হয়েছে দুই মহিলাকে। একজন ৮৪ বছরের এবং অপরজন ৬৪ বছর বয়সি। সবমিলিয়ে ত্রিপুরায় ৮৯ জন করোনা আক্রান্ত সুস্থ হয়েছেন। এদিকে, বুকে ব্যথা অনুভব হওয়ায় শহিদ ভগৎ সিং যুব আবাসে কোভিড কেয়ার সেন্টার থেকে এক বিএসএফ জওয়ানকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

ত্রিপুরায় ১৬৭ জন করোনা-য় আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। তাঁদের মধ্যে দুজন বহিঃরাজ্যে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এছাড়া একজন টিএসআর জওয়ান, দুজন ট্রাক চালক ও তিন জন সাধারণ নাগরিক ছাড়া বাকি সকলেই বিএসএফ জওয়ান ও তাদের পরিবারের সদস্য। নতুন চিকিৎসা নীতি অনুযায়ী ১০ দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর ছুটি দিতে হবে। সে অনুযায়ী এখন পর্যন্ত করোনা আক্রান্ত ৮৭ জন বিএসএফ জওয়ান ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ৭৬ জন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। এর মধ্যে চারজন সাধারণ নাগরিক।

জিবি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিক্যাল সুপার বলেন, আজ বিএসএফ পরিবারের দুই প্রবীণ সদস্যাকে সকালে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। এরপর আরও দুজনকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। গতকাল ২২ জনকে ছুটি দেওয়া হয়েছিল। তাঁর কথায়, ওই দুই মহিলার চিকিৎসাধীন ১০ দিন সমাপ্ত হয়ে গেছে। এখন বিএসএফ তাঁদের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখার ব্যবস্থা করবে। সন্ধ্যায় হাসপাতাল থেকে ছুটি পাওয়া বিএসএফ জওয়ানদেরও প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে রাখা হবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভয়ঙ্কর হতে পারে ঘূর্ণিঝড় আমফান, প্রধানমন্ত্রীর ডাকা পর্যালোচনা বৈঠকের পর জানাল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.)।। ঘূর্ণিঝড় আমফান মোকাবিলার সব রকম প্রস্তুতি খতিয়ে দেখলেন প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর । সোমবার সন্ধ্যায় এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকা রিভিউ মিটিংয়ের পর কেন্দ্র জানিয়েছে, আছড়ে পড়ার আগে তা সামান্য দুর্বল হতেও পারে ঘূর্ণিঝড় আমফান। তবে ঝড়ের তীব্রতা তার পরেও ভয়ঙ্কর হবে। সেই সঙ্গে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উপকূলবর্তী জেলাগুলোয়।

শক্তি বাড়িয়ে ক্রমশ ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে সুপার সাইক্লোন আমফান। এ ব্যাপারে সোমবার বিকেলে তাঁর সরকারি বাসভবনে রিভিউ মিটিং ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-সহ বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষ কর্তারা। জানা গিয়েছে, আবহাওয়া দফতরের কর্তারা প্রধানমন্ত্রীর সুপার সাইক্লোন আমফান একটু দুর্বল হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কিন্তু তা সামান্যই। ঝড়ের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন, এই ঘূর্ণিঝড়ের তীব্র প্রভাব পড়তে পারে উত্তর ওড়িশার কেন্দ্রপাড়া, ভদ্রক প্রধানমন্ত্রীকে তাঁরা এও জানিয়েছেন, ল্যান্ডফলের সময় দক্ষিণ ও উত্তর চব্বিশ পরগনায়

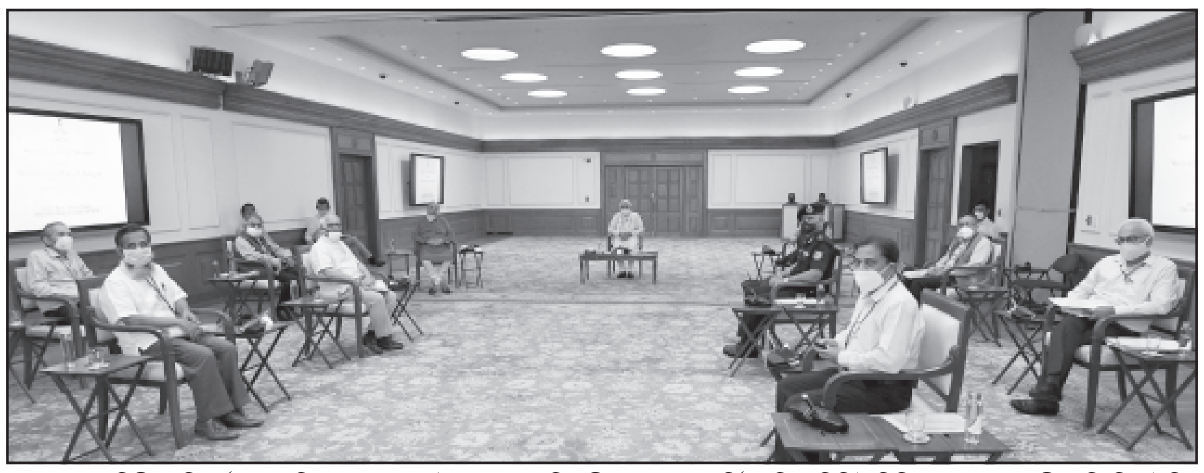

সোমবার নয়াদিল্লীতে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের আধিকারীকদের সাথে ঘূর্ণিঝড় নিয়ে রিভিউ মিটিং করেন প্রধানমন্ত্রী। ছবি-পিআইবি।

সামনে 'আমফান' নিয়ে একটি বিস্তারিত তুলে ধরেন।

আবহাওয়া দফতরের কর্তারা জানিয়েছেন, ল্যান্ডফলের আগে তীব্রতা তার পরেও ভয়ঙ্কর হবে। সেই সঙ্গে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উপকূলবর্তী জেলাগুলোয়।

আবহাওয়া দফতরের কর্তারা এবং বালাসোরে। পশ্চিমবঙ্গে পূর্ব মেদিনীপুর, দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং কলকাতায় তার প্রভাব পড়তে পারে। উপকূলে জলোচ্ছাস ৪ থেকে ৫ মিটার বাড়তে পারে। পূর্ব মেদিনীপুরে জলোচ্ছাস বাড়তে পারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু গৃহবধূর

বিশালগড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৮ মে।। শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিক ভাবে মৃত্যু গৃহবধূর। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন উত্তর ব্রজপুর এলাকায়। গৃহবধুর নাম পায়েল মোদক সাহা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, আজ থেকে সাত বছর আগে হাঁপানিয়া এলাকার পায়েল মোদকের সঙ্গে উত্তর ব্রজপুর এলাকার মিঠুন সাহার সামাজিক রীতি নীতি অনুসারে বিবাহ হয়। বিয়ের একবছর পর তাদের সংসারে একটি ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়। বিয়ের কয়েক বছর তাদের সাংসারিক জীবন ছিল খুবই ভালো। কিন্তু সেটা বোধহয় সারা জীবনের জন্য ছিল না। কারণ পায়েল মোদক সাহা দ্বিতীয় বার একটা পুত্র সন্তানের জন্ম দিলে কিছু মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে ওঠে এবং এর ফলে তাদের সংসারে নেমে আসে অন্ধকার। সাংসারিক জীবনে পায়েল মোদক বিভিন্ন মানসিক চাপে এবং অত্যাচারের অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। পায়েল মোদকের মায়ের বক্তব্য সাত বছর আগে বিয়ের সময় পণের জন্য একসময় বিয়ে ভাঙার চেষ্টা করে মিঠুন সাহার মা। তাদের কথা মতো বিয়েতে সোনার বালা না দেওয়ায় বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিয়েছিল।

সেসময় কিন্তু মেয়ের পরিবার মেয়েকে সুখী রাখতে সমস্ত আবদার মেনে ছেলের পরিবারকে খুশি করেছিল। কিন্তু সুখটা দীর্ঘদিনের ছিল না। আজ সকালে উত্তর ব্রজপুর নিজ বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা ২১৬ ■ ১৯ মে ২০২০ ইং ■ ৫ জ্যৈষ্ঠ ■ মঙ্গলবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ঘরে বাইরে বিপদ

চতুর্থ দফায় আরও চৌদ্দ দিন লকডাউনের সময়সীমা বাড়ানো হইয়াছে। লকডাউনের নতুন গাইডলাইনও ঘোষিত হইয়াছে। ভারতে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িয়া চলিয়াছে। করোনা সংক্রমণে চিনকে টপকাইয়া গেল ভারত। সেই সঙ্গে সংক্রমণের তালিকায় উঠিয়া আসিল বিশ্বের মধ্যে ১১ তম স্থানে। করোনায় আক্রান্ত হইয়াছে ৮৪ হাজার ৩৮ জন। শনিবারই এই সংখ্যাকে ছাপাইয়া গেল ভারত। ভারতে শনিবার ১১টা পর্য্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা ৯০ হাজার ৩৯৮। তবে ভারতে মৃত্যুর হার চিনের চাইতে কম। এই যখন করোনা আতংকে গভীর উদ্বেগ ও উৎকন্ঠায় তখন লকডাউন ৩১শে মে পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তবে, এই লকডাউনে অনেকটাই ছাড় দেওয়া হইবে বলিয়াই সংবাদ। লকডাউনে কড়াকড়ি কমিতে পারে গ্রীন জোন এলাকা। রেড জোন এলাকায় কোনও ছাড় নহে। আশা করা গিয়াছিল অন্তর্দেশীয় উড়ান চালু হইবে। না আন্তর্জাতিক ও অন্তর্দেশিয় উড়ান বন্ধই থাকিতেছে। বন্ধ থাকিতেছে মেট্রো সার্ভিস। বাস চলাচলের বিষয়টি রাজ্যের উপর ছাড়া হইয়াছে। স্কুল কলেজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকিবে। হোটেল রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকিবে। সিনেমা হল শপিং মহল ইত্যাদি বন্ধ থাকিবে। সব ধরনের ধর্মীয় সমাবেশ রাজনৈতিক জমায়েত বন্ধ থাকিবে। আন্তরাজ্য যাত্রীবাস ও গাড়ী চলাচল করিতে পারিবে। সর্বাধিক ৫০ জন অতিথিকে নিয়া বিবাহের অনুষ্ঠানের অনুমতি, শেষকৃত্যে থাকিতে পারেন সর্বাধিক ২০ জন। রিক্সা, অটোরিক্সা ট্যাক্সি চলাচলে অনুমতি। খুলিবে সেলুন। সোশ্যাল ডিস্টেন্স মানিয়া মেডিকেল ক্লিনিক খোলার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

লকডাউনে কিছু ক্ষেত্রে ছাড়া দেওয়ার বিষয়টিও এখন বিতর্ক আনিয়া দিয়াছে। কারণ ভারতে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিতেছে। এই ত্রিপুরায় করোনার থাবায় শুধু বিএসএফ জওয়ানই নহে সাধারণ নাগরিকও আক্রান্ত হইয়াছেন। লক্ষ্যণীয় ইহাই যে, বাজার হাট দোকান ইত্যাদিতে সামাজিক দূরত্ব অনেক ক্ষেত্রেই মানা হইতেছে না। চতুর্থ দফায় লকডাউনে যে ছাড় দেওয়া হইয়াছে সেখানে গরীব অংশের মানুষ, শ্রমিক দিনমজুর, কৃষক ছোট দোকানীরা তো বিধ্বস্ত। তাঁহাদের কোমড় তো ভাঙ্গিয়া তছনছ। লকডাউনের এই ছাড় কার্য্যত পরিস্থিতির গুনগত পরিবর্তন আনিবে মনে হয় না। কেন্দ্র ২০ লক্ষ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ ঘোষণা করিয়াছে। সেই প্যাকেজের সুফল মিলিতে তো সময় লাগিবে। তাছাড়া বেশীরভাগ ক্ষেত্রে ব্যাঙ্ক ঋণের সংস্থান রাখা হইয়াছে। থোক টাকা তো দেওয়া হইতেছে না। কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী দাবী করিয়াছেন গরীবদের হাতে নগদ টাকা দেওয়া হউক। যাহাতে তাহারা এই টাকায় সাময়িক বিপদ হইতে মুক্তি পাইতে পারে। রাহুল গান্ধীর দাবী কেন্দ্র পাত্তা দিবে মনে হয় না। আসলে, লকডাউনে যে ছাড়া দেওয়া হইয়াছে তাহাতে মানুষ স্বস্তি ফিরিয়া পাইবে কি করিয়া? কারণ, প্রতিনিয়ত করোনা আতংকে তাড়া করিতেছে। করোনা আক্রান্তের সংখ্যা তো বাড়িয়াই চলিতেছে। যদি করোনা নিয়ন্ত্রণে চলিয়া আসিত সেখানে লকডাউন শিথিলের ক্ষেত্রে শংকা তেমন থাকিত না। করোনার কল্যাণে গোটা বিশ্বই তছনছ। উন্নত দেশগুলিই যেখানে ঘাড় কাত করিয়া ফেলিয়াছে সেখানে উন্নয়নশীল দেশ ভারত কিভাবে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে আজ ইহা অনেক বেশী জরুরী। আর্থিক প্যাকেজ দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে হয়তো চাঙ্গা করিতে পারে। কিন্তু, করোনা আক্রমণের বিরুদ্ধে তো ভারতকেও অসহায় অবস্থায় দেখা যাইতেছে। লকডাউন ছাড় না দিয়াও উপায় নাই। আবার ছাড় দিলেও বিপদের হাতছানি। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে নতুন করিয়া ভাবিতে হইবে।

ঘরে ফিরে আসা দুই যুবকের শরীরে করোনা ধরা পড়ায় চাঞ্চল্য বসিরহাটে

বসিরহাট, ১৮ মে(হি,স) : বসিরহাট মহকুমা থেকে একই দিনে দুই যুবকের শরীরে ধরা পরল করোনা। দুজনই বাইরে থেকে ফিরেছে বলে জানা যায়। বসিরহাট মহাকুমার হাসনাবাদের আক্রান্ত দুই যুবককে পাঠানো হয় বারাসাত জি এন আর সি এইচ সেন্টার। বসিরহাট হাসনাবাদ ব্লকের ভেবিয়া ও বিশপুর এলাকা থেকে দুই যুবকের শরীরে ধরা পড়ে করোনা। জানা যায় ভেবিয়া পঞ্চায়েতের দক্ষিণ কোনানগর গ্রামের বাসিন্দা ওই যুবক কলকাতায় জল সাপ্লাইয়ের কাজে যুক্ত ছিলেন। গত এক সপ্তাহ আগে কলকাতা থেকে বাড়ি ফিরে আসেন তিনি। রবিবার রাতে তার শরীরে করোনা ধরা পড়েছে বলে জানতে পারেন। রাতেই হাসনাবাদ থানার পুলিশ ও স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা গ্রামে গিয়ে তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় বারাসাত জি এন আর সি এইচ সেন্টারে। একইসঙ্গে ওই যুবকের সংস্পর্শে আসা পরিবার ও তার সঙ্গী সহ মোট ১১ জনকে কোয়ারান্টিনে পাঠানো হয়েছে বলে জানান স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান অলিউল মন্ডল।একই রাতে হাসনাবাদ থানার বিশপুর এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় করোনা আক্রান্ত আরও এক যুবককে। জানা যায় পূর্ব মেদিনীপুরে দিনমজুরের কাজ করতেন ওই যুবক। গত ১২ মে সেখান থেকে বাড়ি ফিরে আসেন। এরপর তার শরীরে কোভিড নাইন্টিন পজেটিভ ধরা পড়ায় রবিবার রাতে তাকে উদ্ধার করে হাসনাবাদ থানার পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। দুটি এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ বলে ঘোষণা করে নজরদারি চালানো হচ্ছে বলে জানা যায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

রাজ্যে ৩১ মে পর্যন্ত চলবে লকডাউন, মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা,১৭ মে (হি স): করোনা সংক্রমণ এড়াতে কেন্দ্রের নির্দেশে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে চতুর্থ দফার লকডাউন।রবিবার শেষ হয়েছে তৃতীয় দফার লকডাউন। আগামী ৩১ মে পর্যন্ত চলবে এমন টাই রবিবার ঘোষণা করে কেন্দ্রীয় সরকার। এরপরেই সোমবার নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক করে "রাজ্যে ৩১ মে পর্যন্ত চলবে লকডাউন" ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " কেন্দ্র গতকাল নিশ্চিত করেছে।তাই আমরাও ৩১ মে পর্যন্ত চতুর্থ দফার লকডাউন চালু রাখছি এখানে।আমি জানি এটা মারাত্মক কঠিন। কিন্তু আমি জানি আপনারাই পারেন, কেউ যাতে ষড়যন্ত্র করতে না পারে, অপপ্রচার করতে না পারে সেটা আপনারা নিশ্চিত করতে পারেন"। এর পরেই বিরোধীদলগুলোর প্রসঙ্গ টেনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলিকে বলব, এটা রাজনীতি করার সময় নয়। রাজনীতিতে উস্কানি দিলে তা কোভিডকেই উস্কানি দেওয়া হবে"।

গোয়ায় করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৩৬

পানাজি, ১৮ মে (হি. স.): একটা সময় করোনাকে কার্যত নির্মূল করে ফেলেছিল বিজেপি শাসিত গোয়া। মহারাষ্ট্রের এই ছোট্ট প্রতিবেশী রাজ্যকে নিয়ে আশায় বুক বেঁধে ছিল প্রশাসনিক আমলারা। এমনকি দু সপ্তাহ আগেও গোয়াকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত হতে দেখা গিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা: হর্ষবর্ধনকে। কিন্তু মাত্র কয়েক দিনের মধ্যেই পুরো ছবিটা পাল্টে গিয়েছে। করোনা বিভীষিকায় ত্রস্ত গোয়া। নতুন করে আক্রান্ত ১০। রাজ্যের সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৬।
সোমবার গোয়ার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিশ্বজিৎ রানে জানিয়েছেন, আক্রান্তদের মধ্যে ৯ জন সদ্য ট্রেনে করে মুম্বই থেকে গোয়ায় রবিবার ফিরেছে। ভাস্কোতে তাদের কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে। বাকি একজন মহিলা নিজের গাড়িতে করে মুম্বই থেকে গোয়া এসেছে। সেখানে ট্রু নেট (রেপিড) পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের শরীরে করোনা র সংক্রমণ যে ছড়িয়ে করেছে, তা জানা গিয়েছে। বর্তমানের সকল আক্রান্তরাই মারগাও করোনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।উল্লেখ করা যেতে মুম্বই থেকে গোয়ায় ট্রেনে করে ফিরেছে ৪৫৬ জন যাত্রী।

ফের মুখে হাসি ফুটবে কৃষকদের

আর কে সিনহা

আমাদের দেশে বহু পুরানো প্রচলিত একটি কথা রয়েছে। "উত্তম খেতি মধ্যম বান, নিকৃষ্ট চাকরি ভিখ নিদান"। এই কথার অর্থ হল সবচেয়ে ভালো কাজ অথবা পেশা হল কৃষি এবং দ্বিতীয়টি হল ব্যবসা। চাকরিকে নিকৃষ্ট আখ্যা দেওয়া হয়, যা ভিক্ষা চাওয়ার সমতুল্য। কিন্তু, বিগত ৭০ বছরে বিদেশিদের নকল করে আমাদের দেশের পরিস্থিতি বদলে দেওয়া হয়েছে। এখন নিকৃষ্ট চাকরিকেই সবথেকে ভালো পেশা মনে করা হয় এবং তারপরই ব্যবসা। বর্তমানে সবথেকে নিকৃষ্ট মনে করা হয় কৃষিকে। বিগত ৭০ বছরে পরিবর্তিত এই পরিস্থিতিকে ফিরিয়ে আনার জন্যই "আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প"-র মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কৃষক, পশুপালক এবং মৎস্যজীবীদের জন্য এক লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ ঘোষণা করেছেন। অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামান সাংবাদিক সম্মেলনে এই বিষয়ে বিষদে ব্যাখ্যা করেছেন, এখন মনে হচ্ছে ৭০ বছর পর কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তিত হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে কৃষকদের সবচেয়ে বড় দু"টি সমস্যা ছিল-প্রথম সমস্যাটি হ"ল ইন্দিরা গান্ধীর সময়কালে, গোটা দেশে কৃষি উৎপাদন বাজার কমিটি গঠিত হয়েছিল।

এই বাজার কমিটিগুলি অবশ্যই ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত হয়েছিল, কিন্তু এখন দুর্নীতি শুরু হয়ে গিয়েছে। সকল কৃষকের জন্য তাদের কৃষি পণ্য কৃষি উতাদন বাজার কমিটির বাজারে বিক্রি করা বৈধ করা হয়েছিল। এখানে কেনা-বেচার কাজ কমই ছিল। তবে রসিদ কাটানোর ও ঘুষ নেওয়ার কাজ অবিরাম চলছে। এইভাবে, এই কৃষি উৎপাদন বাজার সমিতিগুলি দুর্নীতির আড্ডায় পরিণত হয়েছিল। কারণ, এটি সম্ভব নয় যে কৃষকরা একটি এলাকায় বা মহকুমায় যা কিছু উতাদন করছেন তা পুরো বিক্রি করে দেবেন। মূলত এটি একটি ভুল পরিকল্পনা ছিল। তবে, গত পঞ্চাশ বছর ধরে এমনটাই চলছে।

কৃষকরা রসিদও কাটাতেন এবং সেখানকার আধিকারিকদের ঘুষ দিতেন যাতে তারা ভাল দামে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারেন। এতে কৃষকরা তাদের পণ্য বিক্রি করার আগেই লোকসানের সম্মুখীন হতেন। রাঁচি থেকে ডাল্টনগঞ্জের সড়কে, মান্ডর থেকে চানহ অথবা কুড়ু পর্যন্ত পঞ্চাশ কিলোমিটার রাস্তায় সাতসকালে শতাধিক ট্রাক দেখতে পাওয়া যাবে এবং দরিদ্র আদিবাসী কৃষকরা তাঁদের বস্তা নিয়ে আসেন এবং রাস্তার পাশে তাদের ফল এবং সবজি বিক্রি করেন।

যে টমেটো মহানগরে বিক্রি করলে ৫০ টাকা প্রতি কেজি দাম পাওয়া যাবে, দরিদ্র কৃষকরা ২৫ পয়সা অথবা ৫০ পয়সা কিলো দরে ট্রাকওয়ালাদের কাছে বিক্রি করবে, যারা এগুলি সরাসরি কলকাতার বাজারে নিয়ে যাবে এবং ব্যয়বহুল দামে বিক্রি করবে।

এখন বাজার সমিতি থেকে প্রাপ্তি নেওয়া অথবা আধিকারিকদের ঘুষ দেওয়া এই ব্যবসায়ীদের কাজ। একদিক থেকে কৃষকরাও খুশি ছিলেন যে তাদের বাজার কমিটিতে যেতে হয়নি। তাঁরা বাড়ি থেকে রাস্তার পাশে এসেছিল, কম দামে হলেও তাদের পণ্য বিক্রি তো হয়েছে। কিন্তু, কখনও কখনও এমনও হয় যেমন মূলো, টমেটো, গাজর, পালং শাক অথবা ঢেড়শ এক-দু"দিনে পচন ধরে যায় এমন কোনও সব্জি যদি বাজারে প্রচুর আসে, তাহলে ওই সমস্ত সব্জির দাম কমে যায়, কৃষকরা মনে করেন এত কম দামে বিক্রি করবই না। কিন্তু, বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও সমস্যা হয়।

তাই দরিদ্র কৃষকরা রাস্তায় ফেলে রেখেই চলে যান। সকাল ৬টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ট্রাকের ভিড় থাকে। সব্জি বিক্রি-কেনার উন্মাদনা থাকে। দুপুরের পর সড়কের পাশে দাঁড়িয়ে শাকসবজি খেতে থাকে পশুরা। দালাল, কৃষি বাজারের অত্যাচার এবং ঘুষখোরদের কারণে কৃষকদের এই করুণ পরিস্থিতি ছিল।

একইভাবে বিহারের সমস্তিপুরে তামাকের প্রচুর চাষ হয়। গোটা দেশে এখন থেকেই তামাক সরবরাহ করা হয়। এটা তো সম্ভব নয় উৎপাদিত তামাকের সেবন সমস্তিপুরেই হবে। এখানেও একইরকম দুর্নীতি হচ্ছে। মাখনা উত্তর বিহারের খুব ভালো পণ্য। বিহারের দারভাঙ্গা এবং মধুবনীতে উৎপাদিত হয়। কিন্তু, মাখনা উৎপাদকরা খুব ভালো করে জানেন কৃষি উৎপাদন বাজার সমিতিতে যাওয়ার অর্থ হল ন্যায্য দাম পাওয়া যাবে না। তাই কেউ পাটনায়, কেউ কলকাতা অথবা দিল্লি-সহ অন্যত্র পাঠানোর চেষ্টা চালিয়ে যান। এতে তাঁরা সক্ষম নন, তাই দালাল অথবা ব্যবসায়ীর খপ্পরে পড়ে যান। যেহেতু তাঁরা ছোট উৎপাদক।

কেউ ১০ কুইন্টাল কেউ আবার ২০ কুইন্টাল মাখনা উৎপাদন করেছিল। ট্রাক ভাড়া করে ১০ কুইন্টাল অথবা ২০ কুইন্টাল মাখনা নিয়ে কোথাও যেতে পারবেন না।

কৃষি বাজার কমিটিতে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁরা নিজেদের উৎপাদিত পণ্য দালালদের দিয়ে দেন, ফলে ব্যাপকভাবে কালোবাজারি হয়। এখন এই কৃষি উৎপাদন দেশের যে কোনও প্রান্তে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করার সুবিধা দেওয়া হয়েছে কৃষকদের। ফলে কৃষকরা উপকৃত হবেন। দ্বিতীয় প্রধান বিভাগ যা কৃষকদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল তা হল সরবরাহ বিভাগ। ১৯৫৫-র এসেনশিয়াল প্রোডাক্ট অ্যাক্টের আওতায় কৃষকদের কিছু অন্ন রাখার ছাড় দেওয়া হয়েছিল, তবে কিছু শস্যের ক্ষেত্রে ছাড় ছিল না। তাঁরা তেল, তেলবীজ, মসুর, পেঁয়াজ এবং আলু রাখতেই পারতেন না। অত্যন্ত অন্যায় ছিল। এখন কৃষক চাল এবং গম রাখবে, এবং অন্যান্য জিনিস রেখে সে যখন ভাল বাজার দাম পাবে, তখন সে বিক্রি করতে পারত না। অর্থাত তাতণিকভাবে ফসল উৎপাদন করুন এবং তাৎক্ষণিকভাবে বাজারে বিক্রি করুন, এর ফলে কৃষকদের অনেক সমস্যা হয়েছে। তাঁরা মনে করতেন, তেলবীজ ও ডাল উৎপাদন করে কোনও লাভ নেই।

কারণ, এই আইনের পরিদর্শক যে কোনও সময় এসে তাঁকে বিরক্ত করতে পারেন। এখন সরকার ঘোষণা করেছে, কৃষকদের যত পণ্য রয়েছে, তা ভুট্টা, গম, চাল বা যে কোনও ধরণের ডালই হোক না কেন, তেলবীজই হোক এই আইন থেকে বাদ থাকবে। এটি একটি বিশাল সুবিধা যা কৃষকদের সরবরাহ করা হয়েছে, যা কৃষকদের উপর সরবরাহ পরিদর্শকদের অত্যাচার বন্ধে সহায়তা করবে। অনেক সময় আমি আশ্চর্য্য হয়েছি, এই দেশের কৃষকদের বিষয়ে চিন্তা করতে এত সময় লেগে গেল? কেন ৭০ বছর সময় লেগে গেল। দেরিতে হলেও অবশেষে ভালো তো হয়েছে। এটা ভেবে নেওয়া যেতে পারে এই কৃতিত্ব মোদীজির প্রাপ্য ছিল, তাই দেরি হয়েছে। সরকারি ঘোষণায় এটি স্বীকার করা হয়েছে যে, কৃষকরা তাঁদের ব্যয়ের সঠিক মূল্য পাচ্ছেন না। এর মূল কারণ হ"ল ফসল কাটার পর ফসল প্রক্রিয়াজাতকরণ, রক্ষা করা, সংরক্ষণ এবং কোল্ড স্টোরেজ না থাকায় কৃষকরা সঠিক লাভ পাচ্ছেন না।

এজন্য সরকার এক লক্ষ কোটি টাকার এই প্যাকেজ ঘোষণা করেছে, আত্মনির্ভর ভারতের অভিযানের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। এক লক্ষ কোটি টাকার প্যাকেজ, যা সরকার ঘোষণা করেছে, এর ফলে গোটা দেশে কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত এমন মৌলিক অবকাঠামোগত সুবিধা বিকশিত করা হবে, যার ফলে কৃষি উতাদক কমিটির মাধ্যমে, কৃষকদের উৎপাদক সংঘের মাধ্যমে এবং কৃষি ক্ষেত্রে কর্মরত উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে কৃষিকে আরও সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

এই চেষ্টা করা হবে যাতে পুরো দেশের কৃষকরা তাদের নিজস্ব অঞ্চলে তাতণিক সুবিধা পেতে পারেন। গত সপ্তাহে জাতির উদ্দেশে ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, আমাদের স্থানীয়কে উৎসাহিত করতে হবে এবং স্থানীয়ের জন্য ভোকাল হতে হবে, অর্থাৎ স্থানীয় উৎপাদনের সমর্থনে উৎসাহিত হতে হবে।

যখন লোকালের জন্য সমগ্র সমাজ ভোকাল হবে, তখন লোকালকে গ্লোবালে উন্নীত করার রাস্তা উন্মুক্ত হবে। কারণ এই মুহূর্তে যত আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড রয়েছে, সেগুলি ছোট স্থানীয় উদ্যোক্তা দ্বারা শুরু হয়েছিল। সেখানকার সরকার এবং সমাজের সমর্থনের জন্যই গ্লোবালে উন্নীত হয়েছে। সুতরাং এই কাজের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা তাঁদের জন্য হবে যাঁরা ছোট উদ্যোক্তা, যাঁদের মাইক্রো ফুড এন্টারপ্রাইজ অথবা মাইক্রো ফুড এন্টারপ্রাইজ বলা হয়। কেউ মাখনা প্রস্তুত করছেন, কেউ ছাতু বানাচ্ছেন, কেউ ময়দা তৈরি করছেন, কেউ রান্না করার মশলা তৈরি করছেন, এমন সব শিল্পের জন্য ১০ হাজার কোটি টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর ফলে লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে এবং সমগ্র দেশে ছোট ছোট উদ্যোক্তা মাথা তুলে দাঁড়াবেন।

সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, দুই লক্ষ মাইক্রো ফুড প্রসেসিং ইউনিট অর্থাৎ খাদ্য পণ্য উদ্যোক্তারা এতে উপকৃত হবেন, যখন ২ লক্ষ উদ্যোক্তারা গ্যারান্টি ছাড়াই সস্তা সুদের হারে তাদের কাজ বাড়ানোর জন্য ১০ হাজার কোটি টাকা ঋণ পাবেন, নিশ্চিতভাবে প্রতি উদ্যোক্তা পাঁচ, সাত, দশ জনকে কর্মসংস্থান দেবেন এবং লক্ষ লক্ষ স্থানীয় কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে, যা শ্রমিকদের অন্যত্র যাওয়া বন্ধ করবে অথবা হ্রাস করবে।

সরকারের এই প্রকল্পে বলা হয়েছে যে, এই প্রকল্পের জন্য পৃথক পৃথক রাজ্যকে পৃথক পৃথক উৎপাদনের জন্য উৎসাহিত করা হবে, যেমন উত্তর প্রদেশে আম, বিহারে লিচু ও মাখনা, জম্মু ও কাশ্মীরে কেশর এবং পূর্বাঞ্চলের রাজ্যে বাঁশের মতো বিভিন্ন পণ্য উতাদন করতে উতাহিত করা হবে। এই প্রকল্পের অধীনে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন পণ্য নির্বাচন করা হবে এবং প্রচার হবে। আরও একটি বড় ঘোষণা যা করা হয়েছে তা হ"ল ২০ হাজার কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা, যা মৎস্যজীবীদের জন্য।

মৎস্য চাষের জন্য ২০ হাজার কোটি টাকা, যাতে সমুদ্রের উপকূলীয় অঞ্চলের মৎস্যজীবীরা বড় সুবিধা পান। তাঁরা সব ধরণের ছোট এবং বড় নৌকাগুলি কিনতে সক্ষম হবে যার উপরে সরকার ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করবে। উচ্চ ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জকে মাছ উৎপাদন দ্বীপ হিসাবে ঘোষণা করা হবে। এতে ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হবে এবং ৯ হাজার কোটি টাকার জন্য ছোট ছোট আশ্রয়কেন্দ্র তৈরিতে ব্যয় করা হবে, অর্থাৎ মৎস্যজীবীরা যেখান থেকে তাঁরা মাছ ধরতে যেতে পারবেন। বন্দরে মাছের জন্য হিমাগার সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। এর মাধ্যমে সরকার আশা করছে যে আগামী পাঁচ বছরে দেশে সাত মিলিয়ন টন মাছ উৎপাদন সম্ভব হবে, যা বিশাল রফতানির বাজার উন্মুক্ত করবে। মাছ উতাদন প্রায় পঁচিশ লক্ষ মানুষকে কর্মসংস্থান দেবে। বর্তমানে মাছের রফতানি বাজার যা এক লক্ষ কোটি টাকা সরাসরি প্রতি বছরে দ্বিগুণ হয়ে যাবে।

একটি বড় ঘোষণা করা হয়েছে যে, গবাদিপশু পালনকারীদের জন্য প্রায় ১৩,৩৪৩ কোটি টাকার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে মহিষ, গরু, ভেড়া, ছাগল, শূকরদের জন্য শতভাগ ভ্যাকসিনের ব্যবস্থা করা হবে, যা আজ সারাদেশে প্রায় ৫৩ কোটি। মনে করা হয়েছে এই প্রাণীগুলির পা থেকে মুখ পর্যন্ত বিভিন্ন রোগ হয়, সেই কারণে অসুস্থ হয়ে মারা যায়। এই ৫৩ কোটি পশুর মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র দেড় কোটি প্রাণীকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। কারণ গবাদি পশুপালকরা এই ভ্যাকসিনটির খরচ বহন করতে পারেন না, এখন সরকার ব্যয় বহন করবে এবং পুরো টিকা সরকার সরবরাহ করবে, যা পশুপালকদের জন্য অনেকটাই স্বস্তি। শুক্রবার যে একটি বড় ঘোষণা করা হয়েছিল তা ১৫ হাজার কোটি টাকার পশুপালন ইনফ্রাস্ট্রাকচার উন্নয়ন তহবিলের আকারে করা হয়েছিল। বলা হয়েছে যে এমন অনেক অঞ্চল রয়েছে যেখানে দুধ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে এবং যেখানে বেসরকারী উদ্যোক্তারাও দুগ্ধ খাতে বিনিয়োগ করতে চান।

তবে, এই জাতীয় অঞ্চলে, দুগ্ধজাত পণ্যগুলির প্রক্রিয়াকরণ এবং এর মূল্যতে ভ্যালু এডিশন এবং ক্যাটাল ফিডগুলির অবকাঠামো তৈরি না করা হলে এটি সম্ভব হবে না। এজন্য পশুপালন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্পে ১৫ হাজার কোটি টাকার ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতে তো ভেষজ উদ্ভিদ প্রচুর পরিমাণ রয়েছে, যা চিকিৎসার ক্ষেত্রে উপযোগী হতে পারে। এর জন্য জাতীয় উদ্ভিদ বোর্ডকে দশ কোটি হেক্টর জমিতে জৈব ঔষধি গাছ চাষ করতে বলা হয়েছে, এ জন্য দুই বছরে চার হাজার কোটি টাকা ব্যয় হবে, এতে কৃষকরা এবং জাতীয় মেডিক্যাল প্ল্যান্ট বোর্ডের প্রায় পাঁচ হাজার কোটি অতিরিক্ত আয় হবে এমনকি গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে এই ধরনের জৈব ঔষধি গাছগুলি চাষ করতে বলা হয়েছে। শুক্রবারের ঘোষণায় মৌমাছি পালন উন্নয়নের জন্য পাঁচশো কোটি টাকার প্রাবধান রাখা হয়েছে। মৌমাছি পালন এমন একটি কাজ যা ছোট কৃষকরাও করতে পারে। মহিলারাও এটি করতে পারেন, এজন্য মৌমাছি পালন কেন্দ্র বিকাশের পরিকল্পনা রয়েছে।

মধু সংগ্রহ, এর প্রক্রিয়াজাতকরণ, তার সঠিক বিপণন এবং বিভিন্ন ব্যবস্থা সহ মূল্য সংযোজন হলে কৃষকরা উপকৃত হতে পারবেন। এর স্বজ লক্ষ লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। ফল ও শাকসব্জী উতাদনকারী কৃষকদের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল, তাদের উৎপাদন যখন তৈরি হয় সেদিনই বাজারে যাওয়া দরকার অথবা হিমাগারে সংরক্ষণ করা উচিত।

এটা এতদিন হয়নি। পেঁপে, তরমুজ, যে কোনও শাকসব্জী পচে যেতে পারে, তা সুরক্ষিত রাখার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। সরকারও এর দিকে বিশেষ নজর দেয়নি। টমেটো, পেঁয়াজ এবং আলুর ক্ষেত্রেই তা সীমাবদ্ধ ছিল।

এখন সে সব দূরীভূত হওয়ার পথে। সমস্ত ফল, সবজি রক্ষা করার জন্য ৫০০ কোটি টাকার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। কৃষকরা এখন ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত হবেন।

এই ধরনের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সরকার কৃষকদের সুবিধার্থে ১ লক্ষ কোটির আর্থিক পুনরুজ্জীবন প্যাকেজ ঘোষণা করেছে। পৃথক পৃথক মন্ত্রক এখন এ বিষয়ে বিশদ পরিকল্পনা করবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কও ঋণ সম্পর্কিত গাইডলাইন তৈরি করবে, যাতে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কোন প্রকল্পের আওতায় ব্যাঙ্কগুলিকে ঋণের পরিমাণ দিতে হবে। সুদের হার কী হবে, প্রভৃতি। মোদী সরকারের এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। মনে হচ্ছে আমরা ধীরে ধীরে "উত্তম খেতি মধ্যম বান"-এর দিকে এগিয়ে চলছি।

(লেখক প্রবীণ সম্পাদক, কলামিস্ট এবং প্রাক্তন সাংসদ)

১৯ শের ভাষা আন্দোলন

মোহিত রায়

১৯৬১ সালে রবীন্দ্র শতবর্ষে একজন নারীসহ (কমলা ভট্টাচার্য) ১১ জন বাঙালি বাংলা ভাষার জন্য ভারতেই, আসামের শিলচরে শহীদ হয়েছিলেন এ কথা আজকের পশ্চিমবঙ্গ জানেই না। সাধারণতঃ পশ্চিমবঙ্গের বাংলা সাহিত্য বা ভাষাচর্চার জগৎ ১৯শে মে সম্পর্কে একেবারেই উদাসীন, এমনকি নিয়মিত বাংলা সাহিত্য-লিটন ম্যাগাজিন করেন এমন বেশীরভাগ মানুষই একবারে ১৯শে মে ব্যাপারটি কি তা বুঝেই উঠতে পারেন না। এইশহীদদের নামে কোথাও কোন স্মৃতিবেদী নেই, কোনও রাস্তা কোনও উদ্যান কিছুই নেই। সম্প্রতি যে ১৯শে মে-র কথা কিছু বলা শুরু হয়েছে তা খুব সম্মানজনক নয় কারণ তা বলা হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের ২১শে ফেব্রুয়ারির লেজুড় হিসেবে।

এভাবে ১৯শে মে নিয়ে আলোচনা শুরু যেআদৌ ভদ্রজনসম্মত নয় তা জেনেও শুরু করা হল। ভাষা শহীদদের নামে যে কর্মকান্ড পশ্চিমবঙ্গে শুরু করা হয়েছে তার শহীদেরা হলেন পূর্বপাকিস্তানের ২১শে ফেব্রুয়ারি ৪ জন। গড় শিক্ষিত বাঙালি ভাষা-শহীদ বলতে এই শহীদদের নাম জানেন। কলকাতার কেন্দ্রস্থলে কার্জন পার্কে ভাষাশহীদদের নামে তাই বিশাল কবর-সম কালো বেদী করা হয়েছে। কলকাতা ও মফঃস্বলের বিভিন্ন শহরে ২১শে ফেব্রুয়ারীর ছোটবড় ঢাকার শহীদবেদীর অনুকরণে বেদী দেখতে পাওয়া যাবে। সম্প্রতি মুখরক্ষার জন্য দু-একটি ১৯শে মে-ও উদযাপন শুরু হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষার আবেগকে ব্যবহার করে ভারত-বিরোধী মৌলবাদী শক্তিরাও খুব সক্রিয়। এঁরা বাংলা ভাষার নাম করে গণতান্ত্রিক পশ্চিমবঙ্গ ও ইসলামি বাংলাদেশের পার্থক্য ঘুচিয়ে পশ্চিমবঙ্গকে ভারত থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশ বানাতে পারলে খুশী হন। তাই বাংলা ভাষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লেখিকা তসলিমা নাসরিনকে বাংলাদেশ থেকে বিতাড়ন, পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুর ও শিলিগুড়িতে ইসলামি মৌলবাদীদের চাপে তসলিমার অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা, তসলিমাকেভারতীয় নাগরিকত্ব না দেওয়া বা তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়া জারী — এসবের বিরুদ্ধে কখনও এই বাংলাভাষাপ্রেমীদের কিছু করতে দেখা যায় না বরং এঁদের অনেকেই এসব কাজকে সমর্থন করেন। পশ্চিমবঙ্গের কবিরা প্যালেস্তাইন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে কবিতা লিখলেও ১৯শে মে'র শহীদদের নিয়ে কবিতা লেখেন না।

পশ্চিমবঙ্গের কোনও ঐতিহাসিক ১৯শে মের ভাষা আন্দোলন নিয়ে কোনও গবেষণা করেন নি, কোনও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ এই গবেষণায় সময় নষ্ট করেনি। একমাত্র বিস্তৃত ইতিহাস লিখেছেন শিলাচরের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রী সুবীর কর (বরাক উপত্যকার ভাষা সংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৯৯)। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় লিখছেন 'কিন্তু স্বাধীন ভারতে বাংলাভাষার জন্য আত্মাহুতি দানের এইগৌরব আজ পশ্চিমবঙ্গে যথাযথ মর্যাদা লাভ করে না — এ কি শুধু বিস্মৃতি, উপেক্ষা, অজ্ঞতা, উন্নাসিকতা নাঅন্য কিছু'। করিমগঞ্জের শ্রী দিলীপকান্তি লস্কর অনেক অসুবিধায় পাহাড় পেরিয়ে তাঁর সম্পাদনায় ২০০২-এ প্রকাশ করেছেন 'উনিশে মে'র ইতিহাস'। তিনিও এই একই কথা জানিয়েছেন তাঁর গ্রন্থের প্রাককথনে, লিখছেন '১৯-এর ইতিহাস রচনায় ঐতিহাসিকদের কেউ এগিয়ে আসেননি, যাঁরা এসেছেন তাঁরা বিভিন্ন পেশায় সন্নিবিষ্টজন, তাঁরা সম্পূর্ণ স্বকীয়ভাবে এই মহা সংগ্রামের বিভিন্নদিক তুলে ধরেছেন। বিস্তৃত ইতিহাস যে দুজন লিখেছেনঃডঃ সুবীর কর, বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক, ডাঃ কানু আইচ চিকিৎসক'।

এবার জানা যাক কাছাড়ের ১৯শে মে'র ইতিহাস, অসমের বরাক উপত্যকার মানুষের ভাষা-সংগ্রামের কথা। শ্রীহট্ট ও কাছাড় — এই দুই অঞ্চল অসমের অন্তর্ভূর্ক্ত হয় ১৮৭২-এ। গোয়ালপাড়া জেলাও অন্তভুক্ত হয় আসামে। এগুলি সবই বাংলাভাষী অঞ্চল। ব্রিটিশ শাসনের সুবিধার্থে এইসব রদবদল করা হয়। অসমে খুব পরিষ্কার তিনটি অঞ্চল রয়েছে। অসমিয়াভাষী উত্তর আসামের কয়েকটি জেলা, বাংলাভাষী পূর্ব ও দক্ষিণের অংশ ও অন্যান্য পার্বত্য ভাষাভাষী বোরো, কারবি আংলং ইত্যাদি। অসম ব্রিটিশ শাসনে আসার পর১৮২৬-এ বাঙালীরা প্রশাসন ব্যবস্থা, পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দখল করেন। অসমের প্রশাসনিক ভাষা দীর্ঘদিন ছিল বাংলা। এসব কারণে অসমীয়াভাষীদের বাঙালী বিরোধিতা ছিল প্রবল। দেশভাগের সময় শ্রীহট্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে চলে গেল পূর্বপাকিস্তানে। শ্রীহট্ট এবং খুলনায় গণভোট হয়, কারণ এখানে হিন্দু ও মুসলমান জনসংখ্যা ছিল প্রায় সমান সমান। দুটি অঞ্চলেই গণ ভোটে যায় পূর্ব পাকিস্তানে — যদিও এই দুটি অঞ্চলের গণভোটও বিতর্কিত। খুলনাতে চলেছিল অবাধে দাঙ্গা, শ্রীহট্টে তিনলক্ষ চা-বাগান শ্রমিককে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। মাত্র ৫৫ হাজার ভোটের গরিষ্ঠতায় শ্রীহট্ট হয় পূর্ব পাকিস্তানের অংশ। অসমের অংশ হলেও শ্রীহট্ট বা কাছাড়ের মূল যোগাযোগ ছিল বাংলার সঙ্গেই। অসমিয়া নেতৃত্বএই বাঙালী অঞ্চলকে অসমে রাখতে রাজী ছিলনা, আসামের কংগ্রেস নেতারা শ্রীহট্টকে পাকিস্তানকে দিতে উদগ্রীব ছিলেন। এমনকি কাছাড়ের ভারত তথা অসম অর্ন্তভুক্তিও তাঁরা চাননি। কাছাড়ের আন্দোলনে দাবী ছিল বাংলাকেও অসমের সরকারীভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। অসমীয়া জনসংখ্যাও ভাষাকে প্রাধান্য দিতে প্রতিটি জনগণনার আগে অসমে বাঙালীদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা হয়। অসম যে একটি বহুভাষাভাষী অঞ্চল এবং সেখানে একটি নমনীয় ভাষানীতি গ্রহণের প্রয়োজন, এই সত্যটি অসমীয়া উগ্রজাতীয়তাবাদ বুঝতে চায় নি। ফলে অসম থেকে মনিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মেঘালয় রাজ্যগুলি আলাদা হয়ে গেছে। এমনকি অসমের মধ্যে বোড়োভাষী অঞ্চল, কারবি অঞ্চল পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল হয়ে গেছে। অসমে সবসময়ই দ্বিতীয় প্রধান ভাষা ছিল বাংলা।ব্যাপক বাংলাদেশী অনুপ্রবেশের ফলে এখন সম্ভবত বাংলাই অসমের প্রধান ভাষা। ১৯৬০ সালে অসমীয়া ভাষাকে একমাত্র রাজ্য ভাষা করবার প্রস্তাব সরকারিভাবে চালু করবার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর প্রতিবাদে সভাসমিতি শুরু হয়। আন্দোলনের দাবী ছিল বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাজ্যভাষা করে অন্যান্য অন-অসমীয়া ভাষাকে যোগ্য মর্যাদা দান।অন্যথা কাছাড় জেলাকেও স্বতন্ত্র প্রশাসনিক অঞ্চল ঘোষণা। কাছাড়ে তা এক গণআন্দোলনের রূপ নেয়।জুলাই মাসে করিমগঞ্জ ও শিলচরে বিশাল মিছিল ও সম্মেলন হয়। এর পরই সারা অসম জুড়ে বাঙালি-বিরোধী বিধ্বংসী দাঙ্গা শুরু হয়। এইসব দাঙ্গাই ছিল হিন্দু বাঙালির বিরুদ্ধে। ২৪ অক্টোবর অসম বিধানসভায় অসমীয়া সরকারি রাজভাষা হিসেবে গৃহীত হল।

১৯৬০ সাল জুড়েই ছিল অসমে বাংলা ভাষার জন্য আন্দোলন। কাছাড়ে গঠিত হলো গণসংগ্রাম পরিষদ।১৯৬১-র ১৪ এপ্রিল (১লা বৈশাখ) সংকল্প দিবস পালিত হলো। ১৯শে এপ্রিল করিমগঞ্জ থেকে পদযাত্রা শুরু হল ভাষা সেনানীদের, সারা মহকুমা ২২৫ মাইল অতিক্রম করে ২ মে শেষ হল আবার করিমগঞ্জেই। মনিপুরী, হিন্দুস্থানী সবার অংশগ্রহণ এই পদযাত্রাকে সফল করে তুলল। এ রকম পদযাত্রা হল শিলচর (২৪শে এপ্রিল — ২রা মে) ও হাইলাকান্দি (১০ট্টু ১৩মে) থেকেও। ১৮ মে ১৫ হাজার ছাত্রদের মিছিল হলো করিমগঞ্জে। ওই দিন শিলচরের নরসিংটোলা মাঠে হল বিশাল জনসভা, তারপর মশাল মিছিল। ১৯শে মে ডাক দেওয়া হল অসহযোগ আন্দোলনের।

১৯শে মে ভোর চারটের মধ্যেই হাজার হাজার সত্যাগ্রহী শিলচর রেল স্টেশন অবরোধ করে। সর্বত্র শুরু হল হরতাল।পুলিশ দফায় দফায় গ্রেফতার করেও অবরোধ মুক্ত করতে পারলো না। চলল লাঠি চার্জ, কাঁদানে গ্যাস। আহত সত্যাগ্রহীদের স্বেচ্ছাসেবকেরা রেডক্রসের রিলিফ কেন্দ্রে নিয়ে যেতে থাকলেন। দুপুর বেলায় সেনাবাহিনীকে ডাকা হলো। এরপর কোনও সতর্কবাণী ছাড়াই দুপুর ২-৩৫ মিনিটে স্টেশনের কাছে পুলিশ নিরস্ত্র সত্যাগ্রহীদের উপর গুলিবর্ষণ করে। এগারজন আত্মাহুতি দিলেন বাংলা ভাষার জন্য। এঁদের মধ্যে ন'জনই পূর্বপাকিস্তান থেকে বিতাড়িত উদ্বাস্তু।

কাছাড়, ত্রিপুরা ও পশ্চিমবঙ্গের বিপুল মানুষ এর প্রতিবাদে মুখর হন। কোলকাতায় ময়দান, সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জনসভা হয়। শিলং-এ হাজার হাজার খাসিয়া, গারো জনসাধারণ প্রতিবাদে সামিল হন। ২৯ শে মে শহীদ তর্পণ দিবসে সারা কাছাড়ে অরন্ধন পালিত হয়। কলংকের বিষয় যে ১৯ শে জুন হাইলাকান্দি শহরে ও মহকুমায় পাকিস্তানও ইসলামি সংগঠনের দ্বারা বাঙালি মুসলমানদের একাংশ এই ভাষা আন্দোলনের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক

ছয়ের পাতায়

সোমবার আগরতলায় জনবহুল এলাকাতে চুরি কান্ড ঘিরে জনমনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ছবি- নিজস্ব।

উধারবন্দের কোয়ারেন্টাইন সেন্টার পরিদর্শন কাছাড়ের জেলাশাসক জল্লির

শিলচর (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : কাছাড়ের জেলাশাসক কীর্তি জাল্লি আজ (সোমবার) জেলা উন্নয়ন কমিশনার (ডিডিসি) জেসিকা লালসিমকে সঙ্গে নিয়ে কোভিড-১৯ এর জন্য উধারবন্দ নেট্রিপ-এর সুবিধা অসুবিধাগুলি খতিয়ে দেখেছেন। সে সময় জেলাশাসক জল্লি উধারবন্দের সার্কল অফিসার জয়ন্ত চক্রবর্তী এবং কোয়ারেন্টাইন সেন্টারের নোডাল অফিসার, জলসম্পদ বিভাগের কার্যনির্বাহী অভিযন্তা অসিত দেবের সাথে বিশদ আলোচনা করেন। জেলাশাসক নেট্রিপ-এর কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে অবস্থানরতদের সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ শুনে সেখানে নিয়োজিত কর্মচারীরা সে সকল সমস্যার সম্মুখিন হচ্ছেন সে সব সম্পর্কে অবগত হন।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি নেট্রিপ-এর পুরো বাড়ি পরিদর্শন করে কোয়ারানটাইন সেন্টারে ভর্তি লোকদের পানীয় জলের সুবিধা, স্যানিটেশন এবং টয়লেটের সুবিধা অসুবিধাগুলি সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। তিনি ওই সেন্টারে অবস্থানকারী মানুষের সাথে বলে তাঁদের স্বাস্থ্যের অবস্থা, প্রদত্ত খাবারের মান সম্পর্কেও খোঁজখবর নেন। সব দেখে ওই কেন্দ্রে অতিরিক্ত শয্যা সরবরাহ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে মনে করেন জেলাশাসক। তিনি বলেন, বাইরে থেকে আগত লোকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রতি সাড়া দিয়ে এই কেন্দ্রকে ১০০ শয্যার ক্ষমতায় রূপান্তর করা খুব দরকার।

পরে বিকেলে জেলাশাসক জল্লি ডিডিসি জেসিকা লালসিমের সাথে শিলচরের সেন্ট্রাল রোডে হোটেল সেন্টার প্যালেস পরিদর্শন করেন, যা রবিবার কনটেনমেন্ট জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। গতকাল করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত স্বপন নায়েক চেন্নাই থেকে ফিরে এই হোটেলেই কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন। এই রোগীর টেস্ট পজিটিভ আসার পরিপ্রেক্ষিতে জেলাশাসক কীর্তি জাল্লি এই হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে জেলা প্রশাসনকে সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। করোনা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আছে বলে এ ব্যাপারে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য জেলার জনগণকে আহ্বান জানান তিনি। তিনি বলেন, কোনওভাবেই এই সংক্রমণের বহিরাগত বিস্তার নেই। যে সমস্ত যাত্রী কোভিড-১৯ পজিটিভ রোগীর সাথে যাতায়াত করেছিলেন তাঁরা সকলেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে রয়েছেন এবং প্রটোকল অনুযায়ী সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের নজরদারিও অব্যাহত রয়েছে। তাই জনসাধারণকে কোনও প্রকার বিচ্ছিন্নতায় আতঙ্কিত হওয়ার অবকাশ নেই বলে আশ্বস্ত করেছেন জেলাশাসক। তবে এ সম্পর্কে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে এবং লকডাউনের নিয়মগুলি মেনে চলতে হবে বলে আবারও জানান তিনি। উল্লেখ্য, অসমের রাজ্যপালের ১২ অনুচ্ছেদ এবং ২০২০-এর বিধিমালার ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে আসাম কোভিড-১৯ বিধি ২০২০। হোটেল সেন্টার প্যালেসের পরিধিতে নিম্নলিখিত ভৌগলিক সীমানার অভ্যন্তরের অঞ্চল যেখানে ব্যক্তিটি একান্তবাসে ছিলেন এর উত্তরে হোটেল দিব্যম, দক্ষিণে হোটেল স্বাগত, পূর্বে সেন্ট্রাল রোড এবং পশ্চিমে অরুণ কুমার চন্দ মার্কেট কমপ্লেক্সকে তাৎক্ষণিকভাবে সিল করা হয়েছে। ওই এলাকায় বিনা অনুমতিতে প্রবেশ এবং প্রস্থান করতে দেওয়া হচ্ছে না। উল্লিখিত অঞ্চলের বুক চিড়ে যানবাহন চলাচলও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এছাড়া, সামাজিক দূরত্বের জন্য বিধিবদ্ধ নির্দেশাবলীর কঠোর প্রয়োগ কার্যকর করতে জেলা প্রসাসন কঠোর অবস্থান নিয়েছে।

বহিঃরাজ্য থেকে হাফলঙে আগত ৫০ জনকে রাখা হয়েছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার

হাফলং (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : রাজ্যে দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। করোনা ভাইরাস সংক্রমিত রোগীর সংখ্যা ১০৬-এ পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে তিন জনের মৃত্যু ঘটেছে। এই ভাইরাসের ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ রেখে বহিঃরাজ্য যেমন, দিল্লি, নিউ জলপাইগুড়ি, কাটিহার, চেন্নাই থেকে ফিরে আসা ৫০ জনকে হাফলং জওহর নবোদয় বিদ্যালয়, শিক্ষা ভবন এবং হাফলং শহরের একটি হোটেলে কোয়ারিন্টাইন করে রাখা হয়েছে। এই ৫০ জনের মধ্যে প্রথম পর্যায়ে ১৪ জনের সোয়াব সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে বাকিদের সোয়াব সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হবে। এদিকে জেলা প্রশাসন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে জেলা সদর হাফলং, মহকুমা সদর মাইবাং, মাহুর, হারাঙ্গাজাওয়ে কোভিড-১৯ কেয়ার সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। এছাড়া ব্লক পর্যায়ে মনিটরিং দল ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। এই মনিটরিং দলকে ওই কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলিকে কর্মক্ষম করে তুলতে লাইন ডিপার্টমেন্টগুলির কাজ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া হাফলং শহরে ছয়টি লজকে কোয়ারিন্টাইন সেন্টার করে প্রশাসছে।বহিঃরাজ্য থেকে ফিরে আসাদের এ সব লজে কোয়ারিন্টাইন করে রাখা হবে। তাছাড়া ডিমা হাসাও জেলায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে ৬৩ জনের সোয়াব সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানোর পর ৩১ জনের কোভিড ১৯ রেজাল্ট নেগেটিভ এসেছে।এদিকে চেন্নাইয়ে কর্মরত ডিমা হাসাও জেলার ৫৩ জন যুবক যুবতী নিজের গৃহজেলায় ফিরতে না পেরে এখন এঁদের ঠাই হয়েছে রাস্তায়। তাই তাঁদের গৃহ জেলায় ফিরিয়ে আনতে এবার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে উত্তর কাছাড় পার্বত্য সিইএম দেবোলাল গারলোসা। সিইএম রিলিফ ফান্ড থেকে চেন্নাইয়ে আটকে পড়া ৫৩ জনকে ফিরিয়ে আনার জন্য সোমবার ১ লক্ষ ৬ হাজার টাকা দিয়েছেন।

সোমবার সকালে আগরতলায় ট্রিপার গাড়ির ধাক্কায় অন্য একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে জনমনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। ছবি- নিজস্ব।

আজ করিমগঞ্জে ভাষা শহিদ তর্পণের নানা আয়োজন

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : কোভিড-১৯ বা করোনা ভাইরাস মহামারিজনিত সংকটের মধ্যেও ভাষা সংস্কৃতি ভুলেনি বাঙালিরা। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মুখে মাস্ক পরে একাদশ শহিদ দিবস পালন করতে সীমান্ত শহর করিমগঞ্জে জোর প্রস্তুতি নিয়েছে নানা সংগঠন।

প্রতি বছরের মতো এবারও ১৯৬১ সালের ১৯ মে একাদশ ভাষা শহিদদের স্মরণ করতে চলেছে বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন করিমগঞ্জ জেলা সমিতি। করিমগঞ্জের শম্ভু সাগর উদ্যানে জাতীয় শহিদ বেদিতে এদিন সকাল আটটা থেকে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করা হবে। এদিন বিভিন্ন ব্যক্তি, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠন ছাড়াও নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রছাত্রী শিক্ষক শিক্ষিকারা শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধা জানাবেন সামাজিক দূরত্ব ও মাস্ক ব্যবহার করে। সেই সঙ্গে, আগামীকাল ১৯শে মে সন্ধ্যায় প্রতিটি নাগরিক নিজ নিজ বাসভবনে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আবেদন জানানো হয়েছে।

বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের করিমগঞ্জ শহর সমিতির সভানেত্রী সুলেখা দত্তচৌধুরী বলেন, করোনা মহামারির কারণে সরকারি নির্দেশে সমবেত অনুষ্ঠান এবার করা যাবে না। তাই এবার আমরা শুধু শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাবো, একই সঙ্গে সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলন করা হবে। ১৯শে মে শহিদদের শ্রদ্ধা জানাতে সকলের উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করেছেন সুলেখা দত্তচৌধুরী। বরাক উপত্যকা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের করিমগঞ্জ জেলা সমিতির সম্পাদক নিশিকান্ত ভট্টাচার্য বলেন, করোনা মহামারির জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে শহিদ দিবসের সব অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। তবে শহিদ বেদিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি ছাড়া সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্বলন করা হবে। তিনি বলেন, এবার যেহেতু করোনা ভাইরাসের আতঙ্ক, তাই শহিদ বেদিতে অনুষ্ঠান না করে গানে, কবিতা, আলোচনায় নিজ নিজ বাড়িতে শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করে তা সামাজিক প্রচার মাধ্যমে তুলে ধরতে বলা হয়েছে।

নিশিকান্ত ভট্টাচার্য বলেন, নিজ নিজ ঘর থেকে একাদশ শহিদকে শ্রদ্ধা জানানোর ব্যবস্থা করলে আমরা করোনার বিরুদ্ধে জয়ী হতে পারব। আজ এক সাফাই কার্যক্রমও অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করেছেন সুবীর রায়চৌধুরী, নিলজকান্তি দাস, অরূপ রায়, বরাকবঙ্গের শহর সমিতির ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক জয়দীপ চৌধুরী।

এদিকে আগামীকাল ১৯শে মে-র অনুষ্ঠান পৃথকভাবে পালন করতে যাচ্ছে বরাক উপত্যকা মাতৃ ভাষা সুরক্ষা সমিতিও। শহরের অরবিন্দ স্মরণিতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন সুরক্ষা সমিতির নির্মাল্য দাস।

করোনা মহামারীর মধ্যেও বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের অত্যাচার থেমে নেই

ঢাকা, ১৮ মে (হি. স.) : বাংলাদেশের সমুদ্র উপকুলবর্তী পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার পাখিমারা গ্রামের এক সংখ্যালঘু হিন্দু পরিবারের উপর ওই এলাকার প্রাক্তন এমপি আনোয়ার মিয়ার ভাই সুলতান মিয়ার লাঠিয়াল বাহিনীর আঘাতে তিন সংখ্যালঘু হিন্দু মহিলা গুরুতর আহত হয়েছে। ঘরে থাকা আসবাবপত্র থেকে শুরু করে সোনা দানা ও মূল্যবান সামগ্রীও লুটপাট হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেল। আহতদের উদ্ধার করে কলাপাড়া স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এখন সেখানেই চিকিৎসাধীন আহতরা। তারা বলেছেন জোর করে জমি দখল করতে এই হামলা ও লুটপাট করেছে সুলতান গ্রুপের প্রভাবশালী মহলটি।জেলার পুলিশ সুপারের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোস্তাফিজুর রহমান অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ১৪৩/১৪৮/৩২৫/৩২৩/৩০৭/৩৮০/৩৭৯/৪২৭/৩৫৪/৫০৬ ধারায় মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নাম্বার ১২ তারিখ ১৭।০৫।২০২০। এ-পর্যন্ত দুইজন আসামিকে হামলা এবং লুটপাটের অপরাধে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতার কৃতরা হলেন মো. মিজান মিয়া (৩৫) মোসাম্মৎ রুমা বেগম (২৪)। তারা উভয়ে পাখিমারা গ্রামের সুলতান গ্রুপের লাঠিয়াল। এজাহার ভুক্ত আসামিরা হলেন, মোঃ নিজাম মিয়া, আলাউদ্দিন মিয়া, জসীম মিয়া, কাবির গাজী, মোঃ রাজ্জাক সরদার, মসাম্মত লাইলা বেগম, মসাম্মত রুমা বেগম, ঝরনা বেগম, মোঃ আমিরুল ইসলাম।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহত বৃদ্ধা শোভারানী স্থানীয় সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, তার পুত্রবধূ তাপসী রানি (৩৫) এবং অন্য পুত্রবধূ মালতী রানী (২৮) কে সন্ত্রাসীরা দেহের বিভিন্ন অংশে ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। এই সময় তাঁর কানের এবং আলমিরাতে থাকা সোনার হার সহ প্রায় ৩ লক্ষ টাকা লুঠ করেন। মেরে ফেলার জন্য এই হামলা করা হয়েছে-, এই ঘটনার বিচার দাবি করেন তিনি।

বিশ্বে করোনায় মৃত ৩,১৩২৫১, আক্রান্তের সংখ্যা পৌঁছল ৪৬,৫০,৩৬৫জনে

ওয়াশিংটন, ১৮ মে (হি.স.): কোভিড-১৯, নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপ থামছেই না। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে সোমবার সমগ্র বিশ্বে মৃতের সংখ্যা ৩ লক্ষ ১৩ হাজার ২৫১-এ পৌঁছেছে। সংক্রমিত ৪৬,৫০,৩৬৫ জন।১৮ মে সকাল পর্যন্ত, জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৪.৬ মিলিয়নের বেশি। মৃতের সংখ্যা অন্ততপক্ষে ৩,১৩,২৫১জন। করোনামুক্ত হয়েছেন ১৬ লক্ষ ৯১ হাজার ৬১৩ জন। জোন্স হপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, করোনায় আক্রান্ত ও মৃতের নিরিখে শীর্ষে আমেরিকা।

কর্ণাটকের হুবলীতে খুলে গেল সেলুন

বেঙ্গালুরু, ১৮ মে (হি. স.) : কর্ণাটকের হুবলীতে সোমবার থেকে খুলে গেল নাপিতের দোকান ও সেলুন । পুরোপুরি সাবধানতা জারি রেখে সেখানে সেলুনের কাজ শুরু হয়েছে এমনটাই দাবি করা হয়েছে ।

১৮ মে সোমবার থেকে লকডাউনের চতুর্থ পর্ব শুরু হল। এই পর্বে লকডাউনের সময় ব্যবসা বাণিজ্য , শিল্প, ছোট দোকান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। সমস্ত কর্মচারীরা সবরকমের সাবধানতা বজায় রেখেই এই পরিষেবা দেওয়া শুরু করেছে বলে জানানো হয়েছে । সেলুন হোক বা নাপিতের দোকান সব জায়গাতেই যাঁরা পরিষেবা দেবেন এবং যাঁরা পরিষেবা নিতে আসবেন তাঁদের জন্য মাস্ক পরাটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে ।

অসমে ১০৬ জনে বৃদ্ধি কোভিড-১৯ আক্রান্তের সংখ্যা

গুয়াহাটি, ১৮ মে (হি.স.) : অসমে আরও চারজনের শরীরে কোভিড-১৯ পজিটিভ ধরা পড়েছে। এ নিয়ে রাজ্যে করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা ১০৬-এ গিয়ে পৌঁছেছে। আজই সকালে যোরহাট এবং নগাঁও জেলার দুজনকে করোনা-আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়েছিল। এর পর বিকেলের দিকে গোলাঘাটে দুই এবং কাছাড়ে দুজনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ হয়েছে বলে ধরা পড়েছে। রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা পর পর দুবার টুইট আপডেটে এই খবর দিয়েছেন। প্রথমে বিকেল ৩:২০ মিনিটে গোলাঘাটের খবর দেওয়ার পর দ্বিতীয় টুইটে কাছাড়ে আক্রান্তের খবর দিয়েছেন সন্ধ্যা ৬:৩৫ মিনিটে।

মন্ত্রী তাঁর টুইট আপডেটে রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে এই খবর দিয়ে জানিয়েছেন, রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৬০ জন কোভিড-১৯ আক্রান্ত চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যে সুস্থ ৪১ জনকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে। তিনজন মৃত্যুবরণ করেছেন এবং দুজন বহিঃ রাজ্যের ছিলেন। তাঁরা তাঁদের রাজ্যে চলে গেছেন। এদিকে নতুন আক্রান্ত চারজনের নাম ধাম এই খবর লেখা পর্যন্ত জানাননি মন্ত্রী।

গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে হোম কোয়ারেন্টাইন এক বাড়ি, করোনা-আতঙ্ক এলাকায়

গুয়াহাটি, ১৬ মে (হি.স.) : বিশ্বজুড়ে ত্রাস সৃষ্টিকারী করোনা ভাইরাসকে নিয়ে আতঙ্ক বাড়ছে গুয়াহাটি মহানগরেও। গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে এক বাড়িতে হোম কোয়ারেন্টাইনের নোটিশ সেঁটে দেওয়ার পর এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে করোনা আতঙ্ক দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, শিলিগুড়ি থেকে আগত একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে মালিগাঁওয়ে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে আটকে ছিলেন মালিগাঁওয়ের বিজি কলোনির নিলিমা মুখোপাধ্যায় ও তার দুই ছেলে। শুক্রবার তাঁরা ট্রেনে গুয়াহাটিতে এসে পৌঁছেছেন। বহিঃরাজ্য থেকে মালিগাঁওয়ে নিজের বাড়িতে আসার খবর পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে ওঠেন এলাকার মানুষ। তাঁরা বিষয়টি জানান গোশালা থানার পুলিশ ও কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসনকে।

খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুয়াহাটি পৌরনিগমের যুগ্ম কমিশনার পুলক মহন্ত, সার্কল অফিসার আদিত্য গগৈ ও স্বাস্থ্য বিভাগের এক দল। স্বাস্থ্য বিভাগের দলটি পরিবারের সব সদস্যের নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করে। বর্তমানে তাঁদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে জেলা প্রশাসন। বাড়ির সামনে সেঁটে দেওয়া হয়েছে 'কোভিড-১৯, ডু নট ভিজিট, হোম আন্ডার কোয়ারেন্টাইন' লেখা লাল রঙের নোটিশ। এদিকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এক সাফাই কর্মী মালিগাঁওয়ের বাসিন্দা লিটন দাস কলেজের হস্টেলের কনটেইনমেন্ট জোনে থাকার সময় রাতে পালিয়ে বাড়িতে চলে এসেছে। ফলে এলাকায় তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকার মানুষ গোশালা থানার পুলিশকে এর খবর দেন। খবর পেয়ে গোশালা পুলিশ স্বাস্থ্য বিভাগকে জানায়। এ পর স্বাস্থ্য বিভাগের লোক এসে লিটন দাসকে পুনরায় গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।

ফিতরার পরিমাণ ৫০ টাকা ঘোষণা উত্তরপূর্ব আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত সভাপতির

করিমগঞ্জ (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : এবারের ফিতরার পরিমাণ ৫০ টাকা ঘোষণা করলেন উত্তর পূর্বাঞ্চল আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সভাপতি তথা রাতাবাড়ি টাইটেল মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মওলানা আব্দুল জলিল নিজামি।

মওলানা আব্দুল জলিল বলেন, ফিতরা আসলে নতুন করে ঘোষণা করার কিছু নেই। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে বিশ্ব নবী হজরত মহম্মদ (সঃ) ফিতরার পরিমাণ নির্ধারণ করে গিয়েছেন ১,৬৩৩ গ্রাম আটার বাজার মূল্য। বর্তমানে আলেম উলামারা শুধু মাত্র ওই ১,৬৩৩ গ্রাম আটার বাজার মূল্য যাচাই করে ঘোষণা করেন। আমরাও যাচাই করে দেখেছি, বর্তমানে ১,৬৩৩ গ্রাম আটার বাজার মূল্য ৪৬.৯৯ টাকা। তাই জনগণের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য আমরা ৫০ টাকা হিসাবে তা ঘোষণা করেছি। ফিতরা প্রদানের বেলায় নিজ নিজ এলাকায় ১,৬৩৩ গ্রাম আটার বাজার মূল্য যাচাই করে নিতে আহ্বান জানান তিনি। বলেন, সব জায়গায় আটার বাজার মূল্য এক না-ও হতে পারে। আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের প্রতিটি আঞ্চলিক কমিটির কর্মকর্তারা এ ব্যাপারে জনগণকে যাচাই করে জানাবেন।

মওলানা আব্দুল জলিল নিজামি আরও বলেন, এবার রমজান মাসে প্রতিটি মসজিদ মহল্লায় তারাবির নামাজ সরকারি নীতি নির্দেশিকা অনুযায়ী তিন চার মুসল্লি আদায় করেছেন। আর এজন্য অনেকেই ইমামের বেতনও না দিতে পারেন। কিন্তু এমন করত বারণ করেছেন তিনি। প্রতি বছর রমজানে ইমামদের যে ভাবে হাদিয়া প্রদান করতেন এ বছরও করার অনুরোধ জানান মওলানা আব্দুল জলিল।

কারণ বেশির ভাগ মসজিদের ইমামরা গরিব দুস্থ পরিবারের। লকডাউনের ফলে সীমিত বেতনভোগী ইমামদের অনেক ভোগান্তির সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সভাপতি আব্দুল জলিল নিজামি আরও বলেন, যেহেতু লকডাউনের সময়সীমা আরও বেড়েছে, তাই পবিত্র শবেকদর ও জুমাতুল বিদার দিনেও সরকারি নীতি নির্দেশিকা মেনে মসজিদে ভিড় করবেন না। তাছাড়া ঈদ উপলক্ষে অযথা বাজারে জমায়েত হয়ে জাতিকে বদনাম না করারও আহ্বান জানান তিনি। বলেন, মসজিদে জুম্মার নামাজ, তারাবির নামাজ, শবেবরাত, শবেকদর উপলক্ষে যদি জমায়েত হতে পারিনি, তখন কেন-ই-বা বাজারহাটে অহেতুক জমায়েত হব।

মওলানা আব্দুল জলিল নিজামি বলেন, আমাদের পাপের জন্য আমরা আজ মসজিদে ইচ্ছা করলেও যেতে পারছি না। তাই আসন্ন শবেকদরের রাতে, জুমাতুল বিদার দিন বেশি করে নিজেদের কৃতকর্মের জন্য আল্লাহের দরবারে তৌবা করার আহ্বান জানান তিনি। সেই সঙ্গে করোনা নামক মহামারি থেকে বিশ্ববাসীকে নাজাত দেওয়ার জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান আহলে সুন্নত ওয়াল জামাতের সভাপতি মওলানা আব্দুল জলিল নিজামি।

সোমবার ডিএসওর উদ্যোগে আগরতলা শিক্ষা দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

মনটা বড্ড উতলা ক্যাটরিনা কাইফের

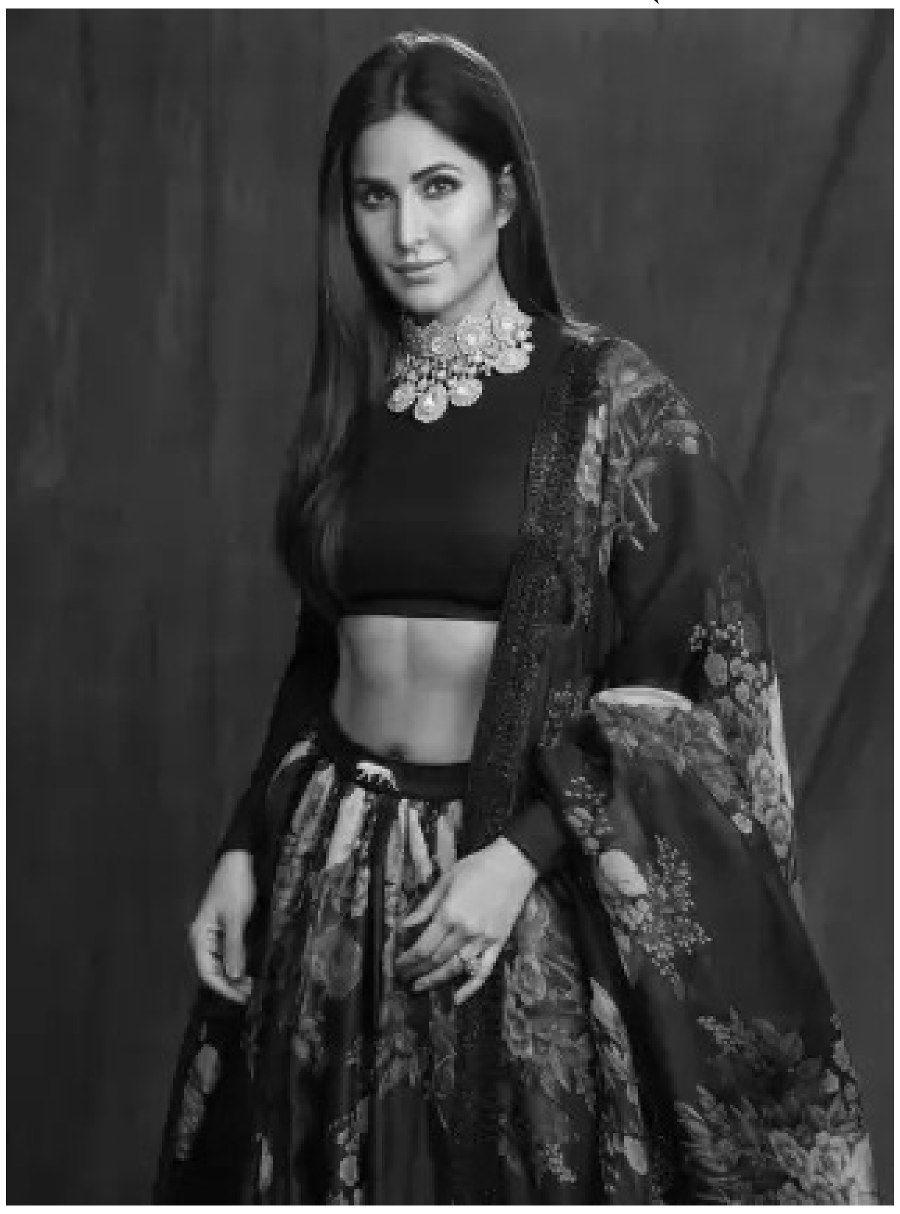

বোন ইসাবেলা কাইফের সঙ্গে লকডাউনে মুম্বাইয়ে আছেন বলিউড অভিনেত্রী ক্যাটরিনা কাইফ। ঘরে বসে নানা কাজ করছেন। রান্নাবান্না করা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, কত কী। সেসবের ভিডিও দিচ্ছেন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। শুধু তাই নয়, শারীরিক সৌন্দর্য ঠিক রাখতেও বাসায় বসেই শরীরচর্চা চলছে হরদম। এক দিনও মিস নয়। ওদিকে নিজের কসমেটিকস প্রতিষ্ঠান নিয়েও চলছে লাইভ। তবে একটা বিষয়কে খুব মিস করছেন ক্যাট। অনেক দিন হলো শুটিং সেটে যেতে পারছেন না এই অভিনেত্রী। শুটিং সেটে যাওয়ার জন্য মনটা বড্ড উতলা ক্যাটরিনা কাইফের।

এইচটি ক্যাফের সঙ্গে আড্ডায় ক্যাটরিনা কাইফ বলেন, ”অনেক দিন হলো শুটিং খুব মিস করছি। মাঝেমধ্যে আমি উদ্বিগ্ন হয়ে যাই সামনে কী আসছে, তা নিয়ে। কিন্তু আমি এটাও বুঝি, এই সময় বিশ্বে কী ঝুঁকির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে এবং এই মাহামারির সঙ্গে লড়াই করাই কত গুরুত্বপূর্ণ।”

কীভাবে ঘরে বসে সময় কাটাচ্ছেন তিনি? এমন প্রশ্নে ক্যাটরিনা কাইফ বলেন, ”আমি ব্যাপক এক পরিবর্তন দেখছি। আমি এখন ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকি। শরীরচর্চা করি। কিছু একটা দেখি। আমি প্রচুর পড়তে ভালোবাসি। আমি পড়ি। আমার কসমেটিকসের কাজ চলছে। সেখানে আমার কর্মীদের সঙ্গে সময় দিই। পাশাপাশি আমি সিনেমার পাণ্ডুলিপি পড়ছি। এভাবে নিজেকে ব্যস্ত রাখছি।”

কোহলির জন্য বল করছেন আনুশকা

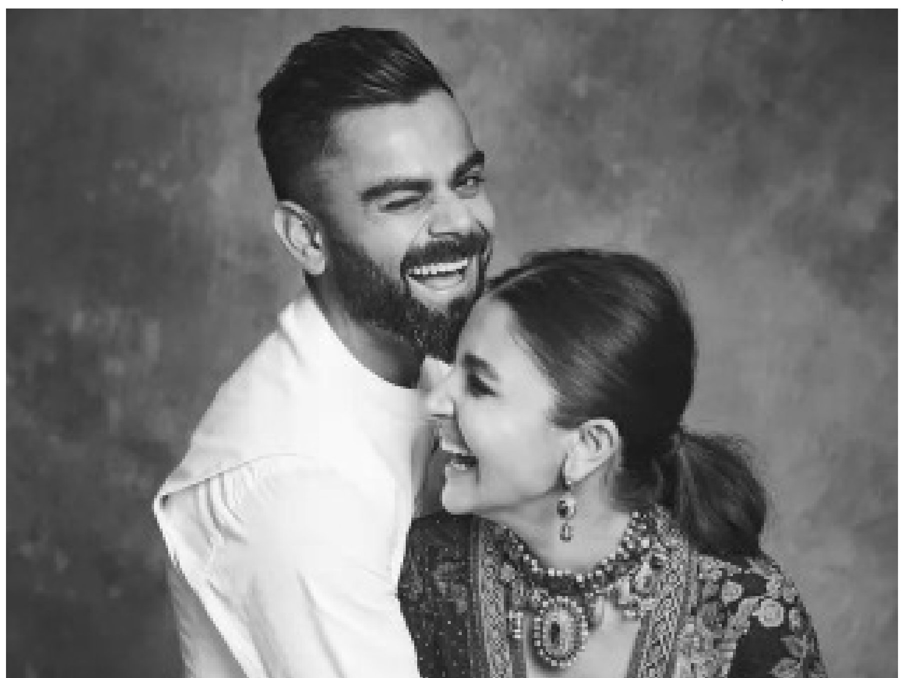

একটি ভিডিও লকডাউন অমান্য করে ভাইরাল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। কয়েক সেকেন্ডের সেই ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, ভবন চত্বরে বল করছেন বলিউড তারকা আনুশকা শর্মা। আর ব্যাট হাতে ভারতের জাতীয় ক্রিকেট দলের ক্যাপ্টেন বিরাট কোহলি। চার বা ছয় মারার জায়গা নেই। অল্প জায়গাতেই ব্যাটিং অনুশীলন করছেন কোহলি। ফিল্ডার তো কেউ নেই। ব্যাটিং করে নিজেই বল ছুড়ে দিচ্ছেন ৩২ বছর বয়সী ‘বোলার’ আনুশকার কাছে।

পাক্কা বোলারের মতোই ক্যাচ ধরছেন, বল করছেন আনুশকা। ফিল্মফেয়ার ভিডিওটি শেয়ার করে লিখেছে, ‘বিরাটের জীবনসঙ্গী নিশ্চিত করছেন, সে যেন লকডাউনেও ঠিকমতো ব্যাটিং অনুশীলন করে।’ আনুশকার ইনস্টাগ্রামে একবার ঢুঁ দিলেন আপনি বুঝে যাবেন, ভারতের জনপ্রিয় এই তারকা দম্পতি লকডাউনের শতভাগ সুফল নিচ্ছেন। তাঁরা একসঙ্গে দুর্দান্ত সময় কাটাচ্ছেন। কখনো আনুশকা বিরাটের চুল কেটে দিচ্ছেন। কখনোবা বাবা—মাকে সঙ্গে নিয়ে মনোপলি খেলছেন।

দুজন একসঙ্গে অনলাইনে একটা একাডেমির পঞ্চাশ হাজার ছাত্রের উদ্দেশে ভাষণও দিয়েছেন। আর কোহলিকে চার মারতে বলছেন আনুশকা, এই ভিডিও তো কেবল আনুশকার ইনস্টাগ্রামেই দেখা হয়েছে ১ কোটি ৬৩ লাখের বেশিবার নিশ্চিতভাবেই লকডাউনে কোয়ারেন্টিনে ঘরে বসে এই ভারতীয় ক্রিকেট অধিনায়কের মন পড়ে আছে ২২ গজের পিচে, মাঠে। তাই ‘কোহলি, এই কোহলি, কোহলি। চার মার না, কী করছিস! এই কোহলি, চার মার’এভাবেই কোহলিকে ‘খেলার মাঠের আবহে’ চার মারতে বলেছেন আনুশকা।আর নিজেদের ঘরে পাশে বসে থাকা কোহলি এমনভাবে আনুশকার দিকে তাকিয়েছেন, যেন মাথা খারাপ হয়ে গেছে আনুশকার। আর এবার জানা গেল, কেবল চার মারতে বলেই ক্ষান্ত দেননি, কোহলির জন্য বলও তুলে নিয়েছেন আনুশকা।এর আগে ক্রিকেট মাঠে ভরা গ্যালারিতে, শত শত তাক করা ক্যামেরার সামনে সেঞ্চুরির পর ব্যাটে উড়ন্ত চুমু এঁকে তা পাঠিয়েছেন গ্যালারিতে খেলা দেখতে আসা আনুশকার দিকে। কে জানে, বিশ্বসেরা বোলারদের বলে চার—ছক্কা হাঁকানো ৩১ বছর বয়সী ব্যাটসম্যানের কেমন লাগে বলিউড তারকার বলে ব্যাটিং করতে!

প্রিন্স হ্যারি-মেগানের প্রতিবেশী অ্যাডেলে

৩২ বছর বয়সী অ্যাডেলে আর প্রিন্স হ্যারি-মেগান মার্কেল দম্পতি এখন প্রতিবেশী। হাঁটাপথে তাঁদের দুজনের বাসার দূরত্ব ৫ মিনিট। দ্য মিরর-এর প্রতিবেদন অনুসারে, লকডাউনে এই তিনজনের বন্ধুত্ব বেশ জমে উঠেছে। লকডাউনে অ্যাডেলে প্রায়ই মেগানদের সম্প্রতি কেনা ১২৫ কোটি টাকা মূল্যের ৮ বেডরুমের মালিবু ম্যানশনের বাড়িতে যাচ্ছেন।

হ্যারি-মেগানের সন্তান আর্চি কোন স্কুলে পড়বে, সেটিও ঠিক করে দিয়েছেন অ্যাডেলে।মার্চের শেষের দিকে নতুন কেনা এই বাড়িতে উঠেই তাঁরা দেখা করেছেন পুরোনো বন্ধু অপরাহ উইনফ্রের সঙ্গে। অ্যাডেলেও নিয়মিত আড্ডা দিচ্ছেন, সময় কাটাচ্ছেন। রাজপরিবার ছেড়ে এসে মেগান মার্কেলের চোখ এখন হলিউডের দিকে। আর সঙ্গী হয়ে পাশে থাকবেন প্রিন্স হ্যারি।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্র্যামিজয়ী অ্যাডেলে তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে সময় কাটাতে খুবই ভালোবাসেন। বিশেষ করে মেগানদের সঙ্গে। চার বছর বয়সী আর্চি কোন স্কুলে পড়বে, সেটিও ঠিক করে দিয়েছেন। আর্চির জন্য এমন একটা স্কুল বেছে দিয়েছেন, যেখানে ভক্তরা তাঁদের বিরক্ত করতে পারবে না। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের বেভারলি হিলসের এই বাড়ি কেনার ক্ষেত্রেও পরামর্শ দিয়েছিলেন অ্যাডেলে। অন্যদিকে মেগানও অ্যাডেলেকে পছন্দ করেন। অ্যাডেলে যেভাবে তাঁর তারকা খ্যাতি বজায় রাখেন, তার প্রশংসা করেন মেগান।

দেশের প্রথম রিয়েল লাইফ ক্রাইমভিত্তিক ওয়েব সিরিজ আসছে বিঞ্জ-এ

মায়ের কণ্ঠ নকল করে বাড়ির কেয়ারটেকারকে বোকা বানিয়ে তুশি ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় কোনো এক জিমির সন্ধানে। সব তথ্য—উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পুলিশ বুঝতে পারে, স্ত্রীসহ নিহত পুলিশ কর্মকর্তার বড় মেয়ে তুশিকে পেলেই খুলবে অনেক রহস্যের জট। কিন্তু কেউ জানে না তুশি কোথায় আছে।পুলিশ ইন্টারোগেশনের সামনে তুশিকে খুবই শান্ত ধীরস্থির আর অবিচল দেখায়। যেন কিছুই ঘটেনি। বরং নানাভাবে সে পুলিশকে বোকা বানাতে থাকে। কী হয় তারপর? পুলিশ কি পারে রহস্যের জাল ভেদ করতে?এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হলে দেখতে হবে ওয়েব সিরিজ ‘১৪ই আগস্ট’। ওয়েব সিরিজটি দেখা যাবে শুধু অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম বিঞ্জে।বাংলাদেশের প্রথম রিয়েল লাইফ ক্রাইম---বেজড ওয়েব সিরিজ ‘১৪ই আগস্ট’। সিরিজটি নির্মিত হয়েছে সত্য ঘটনার অনুপ্রেরণায়।গুণী নির্মাতা শিহাব শাহীনের রচনা ও পরিচালনায় ওয়েব সিরিজটিতে অভিনয় করেছেন শহীদুজ্জামান সেলিম, তাসনুভা তিশা, মুনিরা মিঠু, শতাব্দী ওয়াদুদসহ অনেকে।

শিহাব শাহীন বলেন, ‘আমি ওয়েব সিরিজটি নিয়ে খুবই এক্সসাইটেড। আপনারা দেখে কী বলবেন, সেটি জানার জন্য আগ্রহ নিয়ে বসে আছি। এটি ২০১৩ সালে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক সত্য ঘটনার ওপরে বানানো ওয়েব সিরিজ। যে ঘটনাটি সে সময়কার পুরো সমাজকে থমকে দিয়েছিল। আপনারা সিরিজটি দেখলেই জানতে পারবেন যে আসল ঘটনা কী ঘটেছিল, কেন ঘটেছিল, কারা ছিল এর পেছনে, কীভাবে সব ঘটনা আস্তে আস্তে আনফোল্ড হয়েছিল। আমি আশা করি, “১৪ই আগস্ট” আপনাদের ভালো লাগবে।’

অনলাইন ভিডিও স্ট্রিমিং সার্ভিস বিঞ্জ চালু হচ্ছে ২১ মে থেকে। সেবাটির আওতায় গ্রাহকেরা উপভোগ করতে পারবেন ১৪০টির বেশি লাইভ এইচডি টিভি চ্যানেল, বিঞ্জ এক্সক্লুসিভ অরিজিনালস, ওয়েব সিরিজ, সর্বশেষ ওয়েব ফিল্মসহ তিন হাজারের বেশি লোকাল ও ইন্টারন্যাশনাল কন্টেন্ট।

করোনা থেকে সেরে উঠেছেন অস্কারজয়ী তারকার মেয়ে

অস্কারজয়ী হলিউড তারকা ম্যাট ডেমন চার সন্তানের বাবা। তাঁর বড় মেয়ে, প্রথম স্ত্রী লুসিয়ানার প্রথম পক্ষের ২১ বছর বয়সী অ্যালেক্সা। ২০০৫ সালে লুসিয়ানার সঙ্গে ম্যাটের যখন বিয়ে হয়, তখন অ্যালেক্সার বয়স মাত্র ছয়। অবশ্য এরও দুই বছর আগে থেকেই ম্যাট অ্যালেক্সাকে সন্তানের মতোই দেখেছেন। আর লুসিয়ানার সঙ্গে বিয়ের পর অ্যালেক্সাকে সন্তানের মতোই বড় করেছেন। সম্প্রতি ম্যাট জানান, অ্যালেক্সা করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। তবে এখন তিনি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছেন।

রেডিওতে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৯ বছর বয়সী ম্যাট বলেন, ”আমাদের বড় মেয়ে এখন কলেজে পড়ে। করোনা মহামারির একেবারের শুরুর দিকে, মার্চের শেষ দিকে ও আর ওর রুমমেটের কোভিড-১৯ ধরা পড়ে। তবে এখন ও কোভিড নেগেটিভ আর সম্পূর্ণ সুস্থ।

অ্যালেক্সা ছাড়াও ম্যাট ও লুসিয়ানার ঘরে ম্যাটের আরও তিন মেয়ে আছে। ইসাবেলা, জিয়া আর স্টেলার বয়স যথাক্রমে ১৩, ১১ ও ৯ বছর। বছরের শুরুতে দ্য লাস্ট ডুয়েল ছবির একেবারে শেষ ভাগের শুটিংয়ের জন্য ফ্রান্সে ছিলেন ম্যাট। সেখানেই করোনার জন্য শুটিং বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ম্যাট দীর্ঘদিন নিরাপদে থাকতে পরিবার নিয়ে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিনে চলে যান। সেটিই নাকি ম্যাটের দেখা সবচেয়ে সুন্দর জায়গা। শুধু পরিবার নয়, মেয়েদের শিক্ষকদেরও সঙ্গে নিয়ে সেখানে পাড়ি জমিয়েছেন। সেখানেই দীর্ঘদিন ধরে আছেন তাঁরা। অন্যদিকে অ্যালেক্সা আছেন নিউইয়র্কে।গুড উইল হান্টিং, সেভিং প্রাইভেট রায়ান, ডগমা, দ্য ওশানস ট্রিলোজি, বোর্ন সিরিজখ্যাত এই অভিনেতা আরও বলেন, ”এই দুঃসময় কবে ফুরোবে তার নেই ঠিক। তত দিনে কি মেয়েরা সব লেখাপড়া গুলিয়ে বসে থাকবে? এমনিতেই তো কম্পিউটারে থাকে। অনলাইনে লেখাপড়ার চেয়ে এটাই বোধ হয় ভালো বিকল্প। শিক্ষকদেরও সঙ্গে রাখা।”””করোনার সময়টা আমাদের মা---বাবাদের জন্য খুবই ভয়ংকর। আশা করি, শিগগিরই সব ঠিক হয়ে যাবে আর আমরা লস অ্যাঞ্জেলসে ফিরতে পারব। পরিবেশের জন্য এটা বেশ সুসময়। ইতিমধ্যে ১০ বছরের দূষণ কমিয়ে পরিবেশ ২০১০ সালের অবস্থায় ফিরে গেছে।” বলেও যোগ করেন ম্যাট ডেমন।

আলিয়ার ঘরেই রণবীর

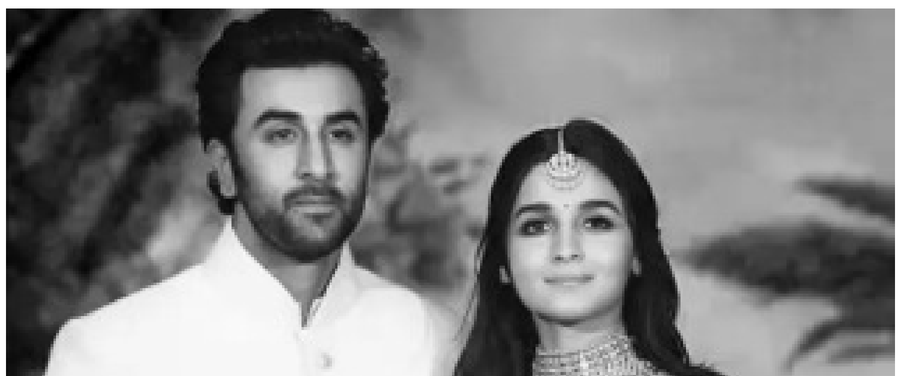

লকডাউনের শুরুর দিনগুলোতে আলিয়া ভাট রণবীর কাপুরের সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের একসঙ্গে পোষা কুকুর নিয়ে হাঁটার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে।এর মধ্যে রণবীরের বাবা ঋষি কাপুর অসুস্থ হলে রণবীর বাসায় চলে যান। আর আলিয়া রাস্তায় হেঁটে বাবাকে দেখতে যান। বাবার শরীর বেশি খারাপ শুনে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন রণবীর।

তারপর ৩০ এপ্রিল প্রায় দুই বছর বোনম্যারো ক্যানসারে ভুগে ৬৭ বছর বয়সে মারা যান ঋষি কাপুর। প্রেমিকের বাবার মৃত্যুতে পুরোটা সময় শোকে কাতর পরিবারের পাশে ছিলেন আলিয়া।

সব দায়িত্ব পালন করেছেন পুত্রবধূর মতোই। প্রার্থনা অনুষ্ঠানেও পাশাপাশি ছিলেন রণবীর আর আলিয়া। আর এখন শোনা যাচ্ছে, আবারও প্রেমিকার সঙ্গেই থাকছেন রণবীর। কথা ছিল, ঋষি কাপুর আরেকটু সুস্থ হলেই বাজবে রণবীর—আলিয়ার বিয়ের বাদ্য।

বছরের শুরুতে এই নিয়ে চলেছে নানা জল্পনা—কল্পনা। কিন্তু তার আগেই করোনা মহামারিতে ছেয়ে গেল বিশ্ব। শুরু হলো লকডাউন। আর এর মধ্যেই ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেন ঋষি কাপুর। দীর্ঘদিন ধরে রণবীর আর আলিয়া একসঙ্গে থাকেন।

ঋষি কাপুরের মৃত্যুর পর অনেকে ভেবেছিল যে রণবীর বোধ হয় এবার মায়ের সঙ্গে থাকবেন। মায়ের হাত শক্ত করে ধরবেন। কারণ, এই মুহূর্তে ছেলে রণবীরের সঙ্গ সবচেয়ে প্রয়োজন মা নিতু সিংয়ের।কিন্তু রণবীর আবারও নিজের মুম্বাইয়ের বাড়িতে আলিয়ার সঙ্গে থাকছেন। আর তাই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রলকারীরা রণবীরকে এ নিয়ে রীতিমতো তুলাধোনা করছেন। সমালোচনা আর কটু মন্তব্য চলছেই।তাঁরা বলছেন, এই দুঃখের সময়ে রণবীরের উচিত তাঁর মায়ের সঙ্গে থাকা। ছেলে হিসেবে মায়ের দুঃখ ভাগ করা উচিত। তবে এ ব্যাপারে রণবীরের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।অন্যদিকে আলিয়া ভাট লেখালেখির ওপর অনলাইনে কোর্স করছেন। বই পড়ছেন। নিয়ম করে ব্যায়াম করছেন। চুল কাটার ছবি দিয়ে লিখেছেন, তাঁর একজন ”মাল্টিট্যালেন্টেড” ভালোবাসার মানুষ নাকি চুল কেটে দিয়েছে।

সোমবার আগরতলা কংগ্রেস সদর কার্যালয়ে প্রয়াত মন্ত্রি সুধীর রঞ্জন মজুমদার এর জন্মবার্ষিকী পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিএনপির ক্রমাগত মিথ্যাচার ফৌজদারি অপরাধের শামিল : তথ্যমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৮।। বিএনপির ক্রমাগত মিথ্যাচার ফৌজদারি অপরাধের শামিল বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ। তিনি বলেন, বিএনপি মাঝেমধ্যে ঢাকা, কেরানীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে ফটোসেশন করে দুই-তিনশ মানুষেকে ত্রাণ দিতে গিয়ে বিষদগার করছে। যারা জেগেও ঘুমায়, তাদের ঘুম ভাঙানো যায় না। প্রকৃতপক্ষে সরকার যেভাবে এই পরিস্থিতিকে সামাল দিচ্ছে এতে বিএনপি প্রচণ্ড হতাশ।

সোমবার (১৮ মে) সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সংক্ষিপ্ত প্রেস ব্রিফিংয়ে বিএনপির সাম্প্রতিক নানা মন্তব্যের প্রতি সাংবাদিকরা তথ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি এ মন্তব্য করেন। 'বিএনপি, বিশেষ করে তাদের যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী যেভাবে মিথ্যাচার করছেন, তার এই মিথ্যাচার ফৌজদারি অপরাধের শামিল' উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড় হাছান বলেন, 'তার এই মিথ্যাচার নেশা না করেও নেশাগ্রস্ত মানুষ যেভাবে নেশায় বুঁদ হয়ে বকবক করে তার এই বক্তব্যগুলো ঠিক সেই রকম। আমি আশা করবো, ক্রমাগতভাবে এই মিথ্যাচারের রাজনীতি থেকে তারা বেরিয়ে আসবেন এবং এই রমজান মাসে দয়া করে এই মিথ্যাচারটা পরিহার করবেন।

ড় হাছান বলেন, করোনাদুর্যোগে মানুষের জীবনরক্ষায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। করোনার মধ্যে একজন মানুষও না খেয়ে মৃত্যুবরণ করেনি। ৬ কোটির বেশি মানুষ আজ সরকারের ত্রাণ ও সামাজিক সুরক্ষা বলয়ের আওতায়। পাশাপাশি আরো এক কোটির বেশি মানুষকে ত্রাণ দিয়েছে আওয়ামী লীগ। ত্রাণ কার্যক্রমে মানুষ খুশি।

করোনায় বাংলাদেশ ও বিদেশের তুলনা করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, বিশ্ব প্রেক্ষাপটের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, করোনা ভাইরাসের এই প্রাদুর্ভাব যখন শুরু হয়, ইউরোপ-আমেরিকার সুপার মার্কেটগুলোতে তখন পণ্য শেষ হয়ে গিয়েছিল। মানুষকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সুপার মার্কেটের সামনে পণ্য কেনার জন্য লাইন ধরে দাঁড়াতে হয়েছে। বহু সুপার মার্কেটে গিয়েও কোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য পাওয়া যায়নি।

ইউরোপ-আমেরিকায় শুরুতে মাস্কের সংকট ছিল, হোয়াইট হাউজের সামনে পিপিই'র জন্য বিক্ষোভ হয়েছে, আমেরিকার অন্য জায়গাও পিপিই'র জন্য বিক্ষোভ হয়েছে, কিন্তু আমাদের দেশে নিত্যপণ্যের বাজারে সেই পরিস্থিতি হয়নি উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, নিত্যপণ্য এবং মাস্কের কোনো ঘাটতি আমাদের দেশে হয়নি, স্বাস্থ্য বিভাগের পক্ষ থেকে লাখ লাখ পিপিই বিতরণ করা হয়েছে এবং কয়েক লাখ পিপিই মজুদ আছে, জানান ড় হাছান।

ত্রাণ বিতরণ অত্যন্ত স্বচ্ছভাবে হচ্ছে জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, দেশের ইতিহাসে বৃহত্তম ত্রাণ বিতরণে সব দলের মানুষকে আনা হয়েছে। যারা অন্য দল করে তারাও আছে, যারা আওয়ামী লীগকে গালি দেয় এমনকি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি বিষদগার করে, প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় তারাও এই ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় এসেছে। ৬৪ হাজারের বেশি স্থানীয় সরকার প্রতিনিধির মধ্যে দুর্নীতিতে ৫৫ জন অভিযুক্ত যা ০.০৮ শতাংশ অর্থাৎ ১ হাজারে ১ জনও নয়। ত্রাণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরকারের জিরো টলারেন্স নীতির ফলেই এরা শনাক্ত হয়েছে। অন্য কেউ নয়, সরকারি প্রশাসনই তাদের শনাক্ত করেছে, সরকারের পুলিশ এবং মন্ত্রণালয়ই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।

৫০ লাখ পরিবারকে এককালীন ২ হাজার ৫শ টাকা নগদ পৌঁছানোর কার্যক্রম সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরির অবকাশ নেই উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তিন স্তরের তথ্য-উপাত্ত যাচাই-বাছাই করে এটি সরাসরি গ্রহিতার কাছে যাচ্ছে, কোনো মাধ্যমে না। জাতীয় পরিচয়পত্র অথবা ভোটার আইডি নম্বর, নাম, ঠিকানা, বাবার নাম ও মোবাইল নম্বর না মিললে যাচ্ছে না। কেউ তালিকা দিলেই পাবেন, তা নয়, পর্যাপ্ত যাচাই-বাছাই করেই দেওয়া হচ্ছে।

করোনা দেখিয়ে দিল ভারতের দ্বৈত রূপ ড. বেদ প্রতাপ বৈদিক

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.): করোনার এই ৫৫ দিনের মধ্যে আমি দুটো ভারত স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। একটি ভারত সত্যি করোনার ছেড়ে দুর্ভোগের শিকার। অপরটি নিজের বাড়িতে লুকিয়ে টিভির পর্দায় করোনার ভয়াবহতা দেখে চলেছে। আপনি কি কখনও শুনেছেন যে আপনার নিকট আত্মীয় মারণ এই রোগে মারা গিয়েছে? আমি তো এখনও শুনিনি। আপনি কি শুনেছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মতো আমাদের নেতা, মন্ত্রীরা করোনায় আক্রান্ত হয়েছে? আমাদের সকল নেতা বাড়ির মধ্যে সুরক্ষিত রয়েছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা আমার আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে কেবল একটি সম্পন্ন পরিবারের এক সদস্য জানিয়েছে যে তাদের ওখানে তিনজন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম এটা কি করে হল। তখন তিনি বললেন হয়তো বাড়িতে কাজ করতে আসা পরিচারিকা, চালক, চৌকিদার থেকে এই রোগটি ছড়িয়েছে। তবে প্রকৃত পক্ষে করোনা আক্রান্ত কে? উত্তরটা হচ্ছে দ্বিতীয় স্তরে থাকা ভারত। এই দ্বিতীয় ভারতে কৃষক, শ্রমিক, গ্রামের দরিদ্র মানুষ রয়েছে। তারা চিন, ব্রিটেন বা আমেরিকা গিয়ে করোনা কি করে আনবে এ দেশে? তাদের কাছে তো দিল্লি ও মুম্বই থেকে বাড়ি ফেরারও টাকা নেই। করোনাকে যারা নিয়ে এসেছে তারা সমাজের প্রথম শ্রেণীতে বসবাসকারী মানুষ। তারা এক অন্য ভারতীয়।এদের কাছে ভারতটা ইন্ডিয়া। এদের সংখ্যা

ছয়ের পাতায়

অসমে কোভিড-১৯ আক্রান্তের মৃত্যু, নিহতের সংখ্যা তিন

গুয়াহাটি, ১৮ মে (হি. স.) : অসমে কোভিড-১৯ নোভেল করোনায় আক্রান্ত আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার বেলা ১১:১৫ মিনিটে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন বছর ৭১-এর জনৈক গোপীন্দ্রচন্দ্র মালাকার। তার বাড়ি নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া জেলায়। এ নিয়ে এক কিশোরী সহ করোনা সংক্রমিত তিনজনের মৃত্যু হয়েছে অসমে।আজ বেলা ১২:১৬ মিনিটে টুইট আপডেটে এই দুঃসংবাদ দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা। গোপীন্দ্রচন্দ্র মালাকারের মৃত্যুতে গভীর শোক ব্যক্ত করে টুইটে মন্ত্রী লিখেছেন, মূলত তিনি ক্যানসারের রোগী ছিলেন। গত ১২ মে অন্য ক্যানসার রোগীর বাসে মুম্বাই থেকে এসেছিলেন তিনি। এখানে আসার পর অন্য যাত্রীদের মতো গোপীন্দ্র মালাকারেরও সোয়াব টেস্ট করা হয়েছিল। ওই টেস্টে তাঁর শরীরে কোভিড-১৯-এর উপস্থিতি ধরা পড়লে তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়।শোক ব্যক্ত করে টুইটে মন্ত্রী ড় শর্মা আরও লিখেছেন, মৃত্যুর আগ-মুহূর্ত পর্যন্ত শ্বাসপ্রশ্বাস জনিত অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছেন তিনি। ডাক্তাররা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। প্রয়াত গোপীন্দ্রচন্দ্র মালাকারের শেষকৃত্য সম্পন্নের ব্যাপারে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিচ্ছেন জেলাশাসক।এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে অসমে প্রথম মৃত্যু বরণ করেছিলেন হাইলাকান্দি জেলার আলগপুর বিধানসভা এলাকার বড়জুরাই গ্রামের বাসিন্দা ফয়জুল হক বড়ভুইয়াঁ (৬৫)। তিনি গত ৯ এপ্রিল রাত ১টা ৫৪ মিনিটে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন।এর পর ৭ মে রাতে গুয়াহাটিতে বি বরুয়া ক্যানসার ইনস্টিটিউটে মারা গেছে ১৬ বছরের দীপিকা নাথ নামের এক কিশোরী। মূলত মারা যাওয়ার পর তার নমুনা পরীক্ষা হলে সে করোনা-আক্রান্ত বলে ধরা পড়েছিল।করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে তিনজন মৃত্যুবরণ করার পর রাজ্যে এখন সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৬ জনে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া সুস্থ হয়েছেন ৪১ জন। যোগ-বিয়োগ করে মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১০২। এর মধ্যে দুজন বহিঃ রাজ্যের। তাঁদের সোয়াব সংগ্রহ করার পর তাঁরা নিজেদের রাজ্যে চলে গেছেন। পরবর্তীতে সোয়াব টেস্টে তাঁরা করোনা-আক্রান্ত বলে রিপোর্ট আসে। সে অনুযায়ী তাঁদের রাজ্য প্রশাসনকে জানানো হয়েছে অসম থেকে।

করোনায় আক্রান্ত ওপো কারখানায় একাধিক কর্মী

নয়ডা, ১৮ মে (হি. স.) : এবার করোনার থাবা পড়ল মোবাইল প্রস্তুতকারক সংস্থা ওপোর কারখানায়। জানা যাচ্ছে গ্রেটার নয়ডার অফিসে কমপক্ষে ৬ জন কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন এই মারণ ভাইরাসে। রবিবার তাঁদের করোনা রিপোর্ট পজিটিভ আসার পরেই চাঞ্চল্য ছড়ায় কারখানায় আসা কর্মীদের মধ্যে। ইতিমধ্যেই সংক্রমিত ব্যক্তিদের হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে এবং বাকি কর্মীদের হোম কোয়ারেন্টিনে থাকার নির্দেশ দিয়েছে এই সংস্থা।সূত্রের খবর, মে মাসের প্রথমদিকেই কারখানা খুলেছিল। মূলত এখানে মোবাইল তৈরির যন্ত্রাংশ উৎপাদন হত। আর খোলার পরেই স্বাস্থ্যবিধি মেনে করোনা পরীক্ষা হয়েছিল এবং সেখানেই ৬ জনের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। যদিও প্রায় ৩ হাজার কর্মীর কোভিড পরীক্ষা হয়েছে এবং তাঁদের রিপোর্ট এখনও আসেনি। যদিও ওই ৬ কর্মী কিভাবে সংক্রমিত হয়েছেন সেই বিষয়ে এখনও কিছুই জানা যায়নি।সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়েছে আপাতত কারখানা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। সকলকে বাড়িতে বসে থাকতে বলা হয়েছে। আপাতত যাদের পরীক্ষা করা হয়েছে, তাঁদের কোভিড রিপোর্ট হাতে আসবে এবং সেই সঙ্গে কারখানা চত্বর স্যানেটাইজ করা হবে তারপর শ্রমিকদের কারখানায় আসার ছাড়পত্র দেবে বলে জানানো হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরে করোনায় আক্রান্ত পাঁচ চিকিৎসক

শ্রীনগর, ১৮ মে (হি. স.): করোনায় আক্রান্ত জম্মু ও কাশ্মীরের পাঁচজন চিকিৎসক। আক্রান্তদের মধ্যে চার জন চিকিৎসক করোনায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করছিলেন। মনে করা হচ্ছে কোনরকমে অসাবধানতার জেরেই চিকিৎসকরা মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে। সোমবার সকালে এই পাঁচ চিকিৎসকের লালারসের নমুনা রিপোর্ট আসে।রিপোর্টে করোনা পজিটিভ মেলে। শ্রীনগরের চেস্ট ডিজিজ হাসপাতালে সুপার ডা: নাভেদ শাহ জানিয়েছেন, বর্তমানে আক্রান্ত চিকিৎসকদের চিকিৎসা চলছে।

ছয়ের পাতায়

মরিয়নিতে দুটি নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার

মরিয়নি (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : উজান অসমের যোরহাট জেলার মরিয়নিতে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল (জেএমসিএইচ)-এর ফর্ম সাঁটা দুটি নবজাতকের মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। এ ঘটনায় চাঞ্চল্য এবং প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

মরিয়নি শহরের ১ নম্বর ওয়ার্ডে জ্যোতিনগরের কাছে ভোগদৈ নদীর পারে নবজাতক দুটির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। সোমবার সকালের দিকে কতিপয় পথচারীর নজরে পড়লে তাঁরা পুলিশে খবর দেন। এর কিছুক্ষণ পর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয়।

এভাবে দিনদুপুরে বেওয়ারিশ দুই শিশুর মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে এলাকার লোকজন উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। এই খবর লেখা পর্যন্ত কে বা কারা, কোথা থেকে মৃতদেহ দুটি এনে ফেলে দিয়ে গেছে তা জানা যায়নি। তবে বিস্ময়কর ঘটনা হল, নবজাতক দুটির শরীরে যোরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ফর্ম পাওয়া গেছে। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি বায়ুসেনা প্রধানের

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.): সন্ত্রাসবাদ প্রসঙ্গে পাকিস্তানকে কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন ভারতের বায়ুসেনা প্রধান আর কে এস ভাদোরিয়া। পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের কোনও জঙ্গি ঘাঁটি এবং লঞ্চপ্যাড ধ্বংস করার পরিস্থিতি দেখা দিল বায়ুসেনা ২৪ ঘন্টা তৈরি বলে সোমবার এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন তিনি। লাদাখে আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে চিনা হেলিকপ্টার অনুপ্রবেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে বায়ু সেনা প্রধান জানিয়েছেন, বিষয়টি একেবারেই হাল্কাভাবে নেওয়া হচ্ছে না। এমন ঘটনা ঘটলে গোটা পরিস্থিতির ওপর নিবিড়ভাবে নজর রাখা হয়। পুরোটা খতিয়ে দেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। যখনই আকাশসীমা লঙ্ঘন করার চেষ্টা হয়েছে, তৎক্ষণাৎ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বায়ুসেনা তরফে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, ৯ মে উত্তর সিকিমের নাকুলা সেক্টরে ভারতীয় ও চিনা সেনাদের মধ্যে হাতাহাতি হয় তখন লাদাখে আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ভারতে ঢুকে পড়ে চিনা হেলিকপ্টার। তৎক্ষণাৎ বায়ুসেনার যুদ্ধবিমান হেলিকপ্টারটিকে ধাওয়া করে।পিছু হটতে বাধ্য হয় চীনা হেলিকপ্টারটি। হান্ডওয়ারা কাণ্ডের পর সীমান্তে পাকিস্তানি বায়ুসেনার অতিসক্রিয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বায়ু সেনা প্রধান বলেন, যখনই আমাদের দেশে কোন সন্ত্রাসবাদি হামলা হবে। তখনই পাকিস্তানিদের কপালে চিন্তা ও উৎকণ্ঠার ভাঁজ বাড়বে।আর সেটা হওয়া উচিত। এই চিন্তা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে গেলে সন্ত্রাসবাদকে মদত দেওয়া বন্ধ করতে হবে পাকিস্তানকে।

শিলিগুড়ি শহরে মিলল ২ করোনা আক্রান্তের হদিশ

শিলিগুড়ি, ১৮ মে (হি. স.) : শিলিগুড়ি শহরে মিলল ২ করোনা আক্রান্তের হদিস। এরা দু'জনেই হোম কোয়ারান্টিনে ছিলেন। সোমবার তাঁদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। এমনটাই জানানো হয়েছে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের তরফে।

স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, আক্রান্তদের একজন পুরনিগমের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ডাঙ্গিপাড়ার বাসিন্দা। ওই ব্যক্তি এলাকায় ফল বিক্রি করতেন। প্রতিদিন শিলিগুড়ির নিয়ন্ত্রিত বাজারেও যেতেন। সম্প্রতি, তিনি বিহারে গিয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অপরজন ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের দেশবন্ধুপাড়ায় থাকেন। এই ব্যক্তি গত ১১ মে কলকাতা থেকে ফিরেছেন। তাঁরপরই তাঁর স্ক্রিনিং করা হয় এবং লালার নমুনা পরীক্ষার জন্য নেওয়া হয়েছিল। স্ক্রিনিংয়ের সময় শরীরে করোনার কোনও উপসর্গ না পাওয়ায় চিকিৎসকরা তাঁকে হোম কোয়ারান্টিনে থাকার পরামর্শ দেন। ওই লালার নমুনা পরীক্ষাতেই তাঁর শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে।

এদিন রিপোর্ট আসার পরই দু'জনকে বাড়ি থেকে নিয়ে যান স্বাস্থ্য দফতরের আধিকারিকরা। এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই বিষয়ে দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ প্রলয় আচার্য জানিয়েছেন, দুজনের শরীরে করোনার সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে। তাঁদের হিমাঞ্চল বিহারের কোভিড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিবারের লোকজনকেও কোয়ারান্টিন সেন্টারে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

পরিযায়ী শ্রমিক প্রসঙ্গে উত্তর প্রদেশ সরকারের বিরুদ্ধে সরব প্রিয়াঙ্কা

লখনউ, ১৮ মে (হি. স.): পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানো জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি উত্তরপ্রদেশ সরকার বলে দাবি করেছেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা।

সোমবার নিজের টুইট বার্তায় প্রিয়াঙ্কা লিখেছেন, বাড়ি ফেরার জন্য গাজিয়াবাদের রামলীলা ময়দানে অপেক্ষা করে রয়েছে বহু শ্রমিক। উত্তরপ্রদেশ সরকারের তরফ থেকে তাদের বাড়ি ফেরানোর জন্য কোন রকম ব্যবস্থা করা হয়নি। একমাস আগে থেকেই সচেতন হলে এই পরিস্থিতি বদলানো যেত।শ্রমিকেরাও এত দুর্ভোগের সম্মুখীন হত না।কংগ্রেস দলের তরফ থেকেও বাসের ব্যবস্থা করা হলে সেই বিষয়ে কোনো রকমের সহযোগিতা করেনি রাজ্য সরকার। উল্লেখ করা যেতে পারে দিনের শেষে পরিচয় শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর জন্য বিশেষ বাসের ব্যবস্থা করেছে উত্তরপ্রদেশের যোগী সরকার।

বাংলাদেশের মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরে ৭ নম্বর বিপদ সংকেত, কক্সবাজারে ৬

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৮।।বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড় আম্পান আরও ঘণীভূত হয়ে এগিয়ে আসছে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে সাগর খুবই বিক্ষুব্ধ জানিয়ে মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরে ৭ নম্বর বিপদ সংকেত এবং চট্টগ্রাম ও কক্সবাজার সমুদ্র বন্দরকে ৬ নম্বর বিপদ সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে।

সোমবার এক বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে আবহাওয়া অধিদপ্তর এসব তথ্য জানায়।এর আগে এসব সমুদ্র বন্দরকে ৪ নম্বর স্থানীয় হুঁশিয়ারি সংকেত দেওয়া হয়েছিল।বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, উপকূলীয় জেলা সাতক্ষীরা, খুলনা, বাগেরহাট, ঝালকাঠি, পিরোজপুর, বরগুনা, পটুয়াখালী, ভোলা, বরিশাল, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুর এবং তাদের অদূরবর্তী দ্বীপ ও চর ৭ নম্বর বিপদ সংকেতের আওতায় থাকবে।

বিকেল ৩টায় পায়রা সমুদ্র বন্দর থেকে ৯৭০ কিলোমিটার এবং মোংলা সমুদ্রবন্দর থেকে ৯৮৫ কি.মি. দক্ষিণ-দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছিল ঘূর্ণিঝড় আম্পান।এটি আজ ১৯ মে শেষরাত থেকে ২০ মে বিকেল/সন্ধ্যার মধ্যে বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।ঘূর্ণিঝড় কেন্দ্রের ৮৫ কিলোমিটারের মধ্যে বাতাসের একটানা সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় ২১০ কিলোমিটার। যা দমকা অথবা ঝড়ো হাওয়ার আকারে ২২০ কিলোমিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

উত্তর বঙ্গোপসাগর ও গভীর সাগরে অবস্থানরত সব মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারকে অতিসত্ত্বর নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে বলা হয়েছে এবং পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে করোনাভাইরাসে একদিনে মৃত্যু ২১ ও শনাক্ত ১৬০২

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৮।। বিশ্বব্যাপী মহামারি আকার ধারণ করা করোনাভাইরাসে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় রেকর্ড ২১ জনের মৃত্যু এবং ১৬০২ জন আক্রান্তের কথা জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।সোমবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কোভিড-১৯ সংক্রান্ত নিয়মিত অনলাইন স্বাস্থ্য বুলেটিনে অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) (বর্তমানে মহাপরিচালকের দায়িত্বে) ডা. নাসিমা সুলতানা এ তথ্য জানান।

গত ৮ মার্চ দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত প্রথম রোগীর খোঁজ মেলার পর দশ দিনের মাথায় প্রথম মৃত্যুর তথ্য আসার দশ সপ্তাহে কখনও এক দিনে এত নতুন রোগী আর এত বেশি মৃত্যু বাংলাদেশকে দেখতে হয়নি।ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৯ হাজারের বেশি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ৯ হাজার ৭৮৮টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এই কর্মকর্তা আরও জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ২১২ জন করোনা থেকে সুস্থ হওয়ায় মোট সুস্থ হয়েছেন ৪ হাজার ৫৮৫ জন।

এদিকে, করোনায় নতুন করে ১৬০২ জন শনাক্ত হওয়ায় আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ২৩ হাজার ৮৭০ জনে দাঁড়িয়েছে। আরও ২১ জনের মৃত্যুর মধ্যদিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৪৯ জনে।

বুধবারের মধ্যে দিল্লি থেকে অসমে স্বগৃহে ফিরছেন ৬৯ জন জামাতি

গুয়াহাটি, ১৮ মে (হি.স.) : খুব শীঘ্রই দিল্লি থেকে ৬৯ জন জামাতি অসমে ফিরে আসছেন। তিনটি বাসে করে গত শনিবার তাঁরা দিল্লি থেকে রওয়ানা হয়েছেন। মঙ্গল নয়-তো বুধবার তাঁরা গুয়াহাটি এসে পৌঁছবেন। দিল্লির সুলতানপুরী এলাকায় গত ৪৫ দিন ধরে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন অসমের ওই সকল জামাতিরা। তাদের শরীরে কোভিড-১৯ রয়েছে কিনা পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। ফলাফল নেগেটিভ এসেছে।

অসমের বিভিন্ন জেলার এই ৬৯ জন লোক প্রত্যেকেই দিল্লির নিজামউদ্দিন মরকজে অনুষ্ঠিত তবলিগ-ই জামাতে যোগ দিয়েছিলেন। ফইজল আব্বাস নামের এক ব্যক্তি তাঁদের অসমে ফিরে আসার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছেন বলে জানা গেছে। সংবাদ মাধ্যমকে আব্বাস জানিয়েছেন, প্রত্যেক জামাতিকে সব ধরনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার পরই দিল্লি সরকার তাঁদের অসমে ফিরে আসার অনুমতি দিয়েছে। তাঁর কথায়, কোয়ারেন্টাইনে থাকাকালীন রমজান মাস শুরু হওয়ার ফলে তাঁদের সকলের ইফতারের জন্য ফলমূল, পানীয় জল সরবরাহ করে যত্ন নিয়েছে দিল্লি সরকার।

উল্লেখ্য, দিল্লির নিজামউদ্দিন মরকজে অনুষ্ঠিত তবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণকারী একাংশ কোভিড-১৯ আক্রান্ত ছিলেন। তাঁদের শরীর থেকেই দেশে বেশিরভাগ মারণ এই ভাইরাসের সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে। মার্চে অনুষ্ঠিত তবলিগ-ই জামাতের অনুষ্ঠানে মালয়েশিয়া, সৌদি আরব সমেত করোনা আক্রান্ত বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিল। তার পর দেশ জুড়ে লকডাউন ঘোষণা করা হলে ওই পরিস্থিতিতে তাঁদের অধিকাংশ আত্মগোপন করেন। দেশে মহামারির সংক্রমণ আরও ছড়াতে শুরু করে। ইত্যবসরে তবলিগ-ই জামাতের প্রধান মৌলানা সাদ-এর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। সে থেকে এখনও পর্যন্ত গা ঢাকা দিয়ে আছে তবলিগ-ই জামাতের প্রধান মৌলানা সাদ।

আমফাম মোকাবিলায় ওডিশায় ও পশ্চিমবঙ্গে এনডিআরএফ এর ৩৭ দল মোতায়ন

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.): একে করোনায় রক্ষে নেই। দোসর আমফান। দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন। ৩১ মে পর্যন্ত এই লকডাউন বলবৎ থাকবে। কিন্তু তার মধ্যেই বঙ্গোপসাগর থেকে ভারতীয় ভূখণ্ডের দিকে ধেয়ে আসছে ঘূর্ণিঝড় আমফান। পরিস্থিতি মোকাবিলা করা ও সাধারণ মানুষকে উদ্ধার করার জন্য উপকূলবর্তী রাজ্য ওডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী ৩৭ টি দল মোতায়েন করা হয়েছে। এর মধ্যে সক্রিয় থাকবে ২০ টি দল ও স্ট্যান্ডবাই মোডে থাকবে ১৭ টি।সোমবার জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর ডিজি এস এন প্রধান জানিয়েছেন, ওডিশার সাতটি জেলা এবং পশ্চিমবঙ্গের ছয়টি জেলায় এই দল মোতায়েন থাকবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে শক্তি বাড়িয়ে ধেয়ে আসছে আমফান।এর জেরে ওডিশা এবং পশ্চিমবঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। এই দুই রাজ্যে জারি করা হয়েছে ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কতা। এছাড়াও সিকিম ও মেঘালয় বৃষ্টিপাত হবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

সোমবার সিআইটি এর এক প্রতিনিধি দল রাজ্য শ্রম দপ্তরে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি সিরাজ মন্ডলের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মনির হোসেন,ঢাকা,মে ১৮।। বাংলাদেশে করোনা ভাইরাসের কারণে সারাদেশে লকডাউনে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে জিবিকা নির্বাহ করার জন্য নারায়ণগঞ্জ- ৪ আসনের সংসদ সদস্য একেএম শামীম ওসমানের নির্দেশে নারায়ণগঞ্জ জেলার বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম মন্ডল তার নিজস্ব অর্থায়নে সিদ্ধিরগঞ্জ ৬নং ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার মধ্যভিত্ত, গরীব- দুঃখী, রিকশাচালক ও নিম্নআয়ের প্রায় ১৬ হাজার পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছেন।

জানা যায়, সিদ্ধিরগঞ্জের ০৬ নং ওয়ার্ডের মুনলাইট চৌরাস্তা, সোনামিয়া মার্কেট, গোদনাইল এসও, বার্মাশীল,নতুন বাজার, সুমিলপাড়া ও আদমজী বিহারী ক্যাম্প এলাকায় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। এ ব্যাপারে নাঃ গঞ্জ জেলার বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশনের সভাপতি ও সাবেক ৬নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর আলহাজ্ব সিরাজুল ইসলাম মন্ডল জানান, করোনা ভাইরাসের কারণে আমাদের দেশে সরকারী ছুটি ঘোষণা করায় গণপরিবহন বন্ধ এবং সকল কর্মজীবি মানুষকে যার যার বাড়ী ঘরে অবস্থান নেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।ফলে আমাদের গরীব দুঃখী ও নিম্নআয়ের মধ্যভিত্ত মানুষের আয় রোজগার বন্ধ হয়ে গেছে। আল্লাহআমাকে যতদিন বাঁচিয়ে রাখবে এই ওয়ার্ডের কোনো পরিবার না খেয়ে দিন কাটাতে হবে না। আমার যতটুকু সম্ভব আমি সাধ্যমত চেষ্টা করে যাবো। তাছাড়া অনেক পরিবার আছে যারা না খেয়ে থাকলেও বলবে না যে, আমি ও আমার পরিবারের সদস্যরা কিছুই খেতে পারে নাই, তাদের উদ্দেশ্য আমার বিশেষ অনুরোধ দয়া করে মুঠোফোনে আমার সাথে যোগাযোগ করলে খাদ্য সামগ্রী আপনার ঘরে পৌঁছে যাবে ইনশাআল্লাহ

তিনি বলেন, এভাবে যদি প্রত্যেকটি ব্যবসায়ী,বাড়ীর মালিক ও ধনী পরিবারগুলো সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় তাহলে খেটে খাওয়া মানুষদেরকে আর নাখেয়ে দিন কাটাতে হবে না। তাছাড়া সারা দেশে করোনাভাইরাসে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০ লাখ হতদরিদ্র পরিবারের মধ্যে আড়াই হাজার টাকা করে নগদ সহায়তা বিতরণ উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

তাই আমি নারায়ণগঞ্জ- ৪ আসনের সংসদ সদস্য জননেতা একেএম শামীম ওসমান এর পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুস্থতা কামনা করছি। কারন তার মতো দেশ প্রেমিক থাকলে এদেশ আরো উন্নতর দিকে এগিয়ে যাবে।

পাঁচগ্রামের ঠাণ্ডাপুরে ত্রিমুখী গাড়ি সংঘর্ষে হত এক, জখম দুই

পাঁচগ্রাম (অসম), ১৮ মে (হি.স.) : ত্রিমুখী গাড়ি সংঘর্ষে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। একই দুর্ঘটনায় জখম হয়েছে দুজন। দুর্ঘটনাটি সোমবার সকালে হাইলাকান্দি জেলার পাঁচগ্রাম এলাকার ঠাণ্ডাপুরে গ্যামন সেতুর নীচে সংঘটিত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, আজ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ পাঁচগ্রাম থেকে করিমগঞ্জ অভিমুখী এনএল ০১এল ০৪৭৫ নম্বরের একটি ট্রাকের সাথে বিপরীতমুখি এএস ১১ সিসি ৮২৩৫ নম্বরের একটি অটোভ্যান ম্যাজিক এবং একটি অ্যালটো গাড়ির সঙ্গে ত্রিমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে চিড়ে-চ্যাপটা হয়ে যায় ম্যাজিক অটোভ্যান। সজোরে ধাক্কা লাগায় ম্যাজিকের চালক বাড়ি কাছাড় জেলার কাটিগড়া এলাকার সিদ্ধিপুরের বাসিন্দা বিভাস দাস (৪৫) গুরুতরভাবে আহত হন। সংকটজনক অবস্থায় তাঁকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার সাথে সাথে খবর পেয়ে ছুটে যায় পাঁচগ্রাম পুলিশ। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। অটোভ্যানের চালক বিভাস দাসের। জীবনযুদ্ধে হার মেনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ তাঁর পরিবারের হাতে সমঝে দেয় পুলিশ। এর পর আজ রাতেই সিদ্ধিপুর গ্রামে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয় বিভাস দাসের। বিভাস রেখে গেছেন স্ত্রী, দুই ছেলে ও এক মেয়ে।

অপরদিকে অ্যাল্টো গাড়িতে ছিলেন গোবিন্দপুরের বিজয় চক্রবর্তীর দুই ছেলে নন্দু চক্রবর্তী ও আরও একজন। এদের বর্তমানে হাইলাকান্দি জেলার কালিনগর সরোজিনী হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে বলে জানা গেছে।

এদিকে ট্রাক ও ম্যাজিক দুটোকেই বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেছে পাঁচগ্রাম পুলিশ। উল্লেখ্য, পাঁচগ্রাম ও বদরপুরের দুটো স্ক্রিনিং পয়েন্ট পাশাপাশি থাকায় সবসময় ওই এলাকায় গাড়ির জ্যাম লেগেই থাকে। তাছাড়া বহিঃ রাজ্য থেকে আগত গাড়ির যাত্রীদের স্ক্রিনিং করার প্রয়াস চালিয়ে গেলেও পর্যাপ্ত জায়গার অভাবে যানজটের সৃষ্টি হয়।

১৯ শের ভাষা আন্দোলন

দুইয়ের পাতার পর

দাঙ্গা বাধায়।

কাছাড় জেলায় বাংলা ভাষা ব্যবহারের অধিকার স্বীকার করে নেওয়ায় এই আন্দোলনের অবসান ঘটে, যদিও বাকি অসমে বাংলা ভাষার ব্যবহারের বিষয়টি সমাধান হয়নি। আজকের অসম যখন অনুপ্রবেশের ফলে প্রায় বাংলাদেশের অংশ হতে চলেছে তখন এই ভাষার প্রশ্নটি আবার নতুন রূপে দেখা দিতে পারে যা অসমিয়া বা পশ্চিমবঙ্গবাসীদের কারুরই পক্ষে শুভ নাও হতে পারে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

হকার্স মার্কেট খুলে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, কটাক্ষ দিলীপের

কলকাতা, ১৮ মে (হি স): সোমবার নবান্ন থেকে বৈঠক করে হকার মার্কেটগুলি খোলার সিদ্ধান্ত জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপরই সাংবাদিক সম্মেলন করে " হকার্স মার্কেট খুলে মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে" বলে সুর চড়ালেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ।

এ ই প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, " আমরা জানি হকার্স মার্কেট ছোট জায়গার মধ্যে হয়। দোকানদার থাকে আর যদি কাস্টমার আসে তাহলে আর কোন সোশ্যাল ডিস্টেন্স থাকবে না।কষ্ট হচ্ছে সবার।সারা ভারতবর্ষে সবার হচ্ছে। তার জন্য কেন্দ্র সরকার সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে সমস্ত রকম সুবিধা দিয়েছে। না খেয়ে থাকার চেয়ে প্রাণ যাওয়া অনেক কষ্টকর।হকার্স মার্কেট খুললে সামাজিক দূরত্ব বজায় হবে না। হকার্স মার্কেট খোলার নেপথ্যে রয়েছে মমতার রাজনীতি।মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে"।

উল্লেখ্য এদিন মুখ্যমন্ত্রী নবান্নের জানান, " হকার্স মার্কেট কী হবে, সে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য একটি কমিটি গড়া হবে ২৭ তারিখের মধ্যে।পুলিশ ও পুরসভা জোড় ও বিজোড় সংখ্যা পাস দেবে। জোড়-বিজোড় তারিখের নিয়ম মেনে মার্কেট খুলবে।দোকানে দোকানদারদের গ্লাভস ও মাস্ক বাধ্যতামূলক"।

আরও ১২০ টি ট্রেন চাইব, পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৮ মে (হি স): সোমবার থেকে দেশজুড়ে শুরু হয়েছে চতুর্থ দফার লকডাউন। লকডাউনের জেরে বিভিন্ন প্রান্তে আটকে বহু পরিযায়ী শ্রমিক। তবে, সোমবার নবান্নে এক বৈঠকে পরিযায়ী শ্রমিকদের ফেরাতে আরও ১২০ টি ট্রেন চাওয়ার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, " ১০০টি ট্রেন বুক করা হয়েছে। এছাড়াও ১৫টি ট্রেন এসেছে।আগামী দু-তিনদিনের মধ্যে আরও ১২০ টি ট্রেন চাইব। সমস্ত খরচ দেবে রাজ্য। মোট ২৩৫ টি ট্রেন আসবে। কেউ রাজ্যের সীমানায় এলে খবর দিন। তবে সন্ধে বেলা আসবেন না। কেন্দ্র কারফিউ জারি করেছে"।

এরপরে বিরোধী দলগুলির প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "বিরোধী দলগুলি শুধু বিরোধিতা করছে। ওঁদের লজ্জা নেই। শুধু বলছে, লক্ষ-লক্ষ মানুষ ফিরছে। বাসের ব্যবস্থা করুন। ট্রেনের ব্যবস্থা করুন। নিজেরাও কিছু দায়িত্ব নিন না।বাংলার নামে বদনাম করা হচ্ছে। নিজেরা অশান্তি করে, বাংলার ঘাড়ে দোষ চাপানো হচ্ছে"।

তেলিনিপাড়ার মানুষের পাশে সিপিআই (এম-এল) লিবারেশন ও এআইসিসিটিইউ

হুগলি, ১৮ মে (হি.স.): হুগলির ভদ্রেশ্বর তেলিনিপাড়ার হিংসাপীড়িত মানুষের পাশে বামপন্থী সংগঠন (এম-এল) লিবারেশন ও শ্রমিক সংগঠন এআইসিসিটিইউ। সোমবার তেলিনিপাড়ার হাজি মহম্মদ মহসিন প্রাইমারি স্কুলেরআশ্রয় শিবির প্রদর্শন করেন (এম-এল) লিবারেশন ও শ্রমিক সংগঠন এআইসিসিটিইউ-এর প্রতিনিধিরা।

এদিন শিবির পরিদর্শনের পর তেলিনিপাড়ার ঘটনায় হামলাকারীদের প্রত্যক্ষ মদতদাতাদের গ্রেফতারের দাবি করেন, সিপিআই (এম-এল) দলের হুগলি জেলা সম্পাদক প্রবীর হালদার। সেইসঙ্গে তিনি আক্রান্তদের প্রশাসনের তরফে আরও খাদ্য সরবরাহ করা, ভাঙা ও পুড়ে যাওয়া বাড়ির পুনর্নির্মাণের দাবি করেন। পাশাপাশি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রমিককে কাজে নিয়োগ করতে মিল মালিকের উপর চাপ জারি রাখবে বলে সংগঠনের তরফে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ড. বেদ প্রতাপ বৈদিক

পাচের পাতার পর

দেশের জনসংখ্যার নিরিখে ১০ শতাংশ। আর যারা কয়েক হাজার এর সংখ্যা আক্রান্ত, রাস্তার মধ্যে মরে পড়ে রয়েছে তারা কারা? এরা দ্বিতীয় ভারতে বসবাসকারী। এরা ইন্ডিয়ার নয়। ভারতের বাসী। এদের মধ্যে ৭০ থেকে ৮০ কোটি ভারতীয় কুয়ো খুড়ে জল পান করে।এক মাস চালানোর মতন ডাল বা রুটিও তাদের কাছে থাকে না। এরা ভয়ঙ্কর গরমে খালিপায়ে মাইলের পর মাইল হাটতে দেখেছি আমরা। ক্লান্ত হয়ে এরাই রেললাইনের ট্রাকে শুয়ে পড়ে।এদের সাহায্য করতে সবরকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে সরকার।দেশবাসীও সাহায্যের হাত এগিয়ে দিয়েছে। না খেতে পেয়ে এখনও কেউ মারা যায়নি। যদি অনেক আগেই সরকার এই সকল পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরানোর ব্যবস্থা করত তবে এরকম হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখতে হতো না। এইসকল ভারতবাসীর জন্য নিজের শস্য ভান্ডার খুলে দেওয়া উচিত প্রশাসনের। ঋণ না দিয়ে এদের আগামী দুই থেকে তিন মাসের জন্য দৈনিক দুই শো থেকে আড়াইশো টাকা ভাতা দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হোক। তা হলে আমাদের ইন্ডিয়ার সেবার জন্য এরা ফের উঠে দাঁড়াতে এই ভারত সক্ষম হবে।

আক্রান্ত পাঁচ চিকিৎসক

পাচের পাতার পর

তাদের শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল। তাদের সংস্পর্শে আসা লোকেদের চিহ্নিত করে কোয়ারেন্টাইনে পাঠানোর কাজ চলছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে, জম্মু ও কাশ্মীরে করোনায় সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১১৮৩। মৃত্যু হয়েছে ১৩ জনের।

পুরনিগমের প্রশাসকের দায়িত্বভার নিলেন বিদায়ী মেয়র অশোক ভট্টাচায

কলকাতা, ১৮ মে (হি. স.) : সোমবারই অভিমান ভুলে শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রশাসকের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন বিদায়ী মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। দায়িত্বভার গ্রহণ করেই অশোক ভট্টাচার্য এবং অন্য সদস্যরা এদিন পুর কমিশনার সোনম ওয়াংদি ভুটিয়া, সচিব সপ্তর্ষি নাগ-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শংকর ঘোষ, রামভজন মাহাতো, কমল আগরওয়াল, মুকুল সেনগুপ্ত, নুরুল ইসলাম, জয় চক্রবর্তী।

প্রসঙ্গত শিলিগুড়ি পুরসভার প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যকে প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। শুক্রবার এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করে নবান্ন।কিন্তু রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক বলে অভিযোগ তুলে প্রশাসক পদ নিতে অস্বীকার করেন সিপিএমের এই প্রবীণ নেতা তথা প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য। তাঁর অভিযোগ ছিল, 'রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক। কলকাতা সহ বিভিন্ন পৌরসভায় যে প্রশাসক মন্ডলীগুলি এখনও পর্যন্ত বসানো হয়েছে সেখানে কোথাও বিরোধী দলের কাউকে রাখা হয়নি তাহলে শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে কেন এই ব্যতিক্রমী সিদ্ধান্ত? রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্ত অগণতান্ত্রিক অনৈতিক এবং শিলিগুড়ির মানুষের প্রতি অমর্যাদাকর এবং অপমান কর।' এরপর শনিবার ওই নির্দেশিকা নতুন করে প্রকাশিত হয় নবান্নের তরফে। তাতে বাদ দেওয়া হয় তৃণমূল কংগ্রেসের ৫ জন নির্বাচিত কাউন্সিলরদের। একে নিজেদের নৈতিক জয় দাবি করে অশোক ভট্টাচার্য একটি দীর্ঘ বিবৃতি প্রকাশ করেন এবং মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে দায়িত্ব নিতে রাজি হয়ে যান। তবে, তাঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে বাম, কংগ্রেসের সঙ্গে তৃণূলের আতাঁত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করেছে বিজেপি।

আমাফান মোকাবিলায় ২৪ ঘন্টা খোলা কলকাতা পুরসভার কন্টোল রুম

কলকাতা, ১৮ মে (হি স): একদিকে করোনা অন্যদিকে ঘূর্ণিঝড় আমাফান।করোনা কাঁটায় এমনিতেই কাঁপছে দেশ থেকে শহর। এরই মাঝে ধেয়ে আসছে আমাফান।রাজ্য সরকারের পর এবার আমাফান মোকাবিলায় প্রস্তুত কলকাতা পুরসভা। আমাফান মোকাবিলায় ২৪ ঘন্টা খোলা হয়েছে কলকাতা পুরসভার কন্টোল রুম।

ইতিমধ্যেই ঘূর্ণিঝড় আমাফান মোকাবিলার জন্য ২৪ ঘন্টার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে রাজ্য সরকারের হেল্পলাইন নম্বর। সজাগ থাকতে বলা হয়েছে রাজ্য সরকারের দুর্যোগ মোকাবেলা বাহিনীকেও। আর এবার আমাফান মোকাবিলায় ২৪ ঘন্টা আমফান মোকাবিলায় তৈরি কলকাতা পুরসভা। সোমবার কলকাতা পুরসভার প্রশাসনিক বোর্ডের বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে আমফান মোকাবিলায় ২৪ ঘন্টা কাজ করবে পাম্পিং স্টেশন গুল। এছাড়াও লোকাল বোরো টিম তৈরি করা হয়েছে। ২৪ ঘন্টার জন্য তৈরি থাকবে থাকবে লাইটিং ডিপার্টমেন্টও।ঝড়ের সময় যাতে কেবল ভেঙে না পড়ে, বা শর্টসার্কিটের বিষয়গুলি না ঘটে সেদিকেও থাকবে নজর।২৪ ঘন্টার জন্য বিশেষভাবে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে দমকল বিভাগকেও।

উদয়পুরে

● প্রথম পাতার পর

আশ্বাস দিয়েছেন। তিনি বলেন, লকডাউনে মজুরি দিতে গিয়ে কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যা হয়েছে। তাই, তাঁরা মজুরি পাননি। কিন্তু খুব শীঘ্রই তাঁদের মজুরি মিটিয়ে দেওয়া হবে। আধিকারিকের কাছ থেকে সুনির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পেয়ে আপাতত শ্রমিকরা তাঁর বাসভবন ঘেরাওমুক্ত করেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে তাঁরা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

জওয়ান

● প্রথম পাতার পর

ধলাই জেলা সদর আমবাসায় জওহরনগস্থিত বিএসএফ ৮৬ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের দুই জওয়ানের কোভিড-১৯ রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। তিনি বলেন, ৪৬৭টি নমুনা পরীক্ষায় ২জনের রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে।

তিনি বলেন, করোনা আক্রান্তদের সঠিক চিকিৎসা চলেছে। তিনি তাদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেন। পাশাপাশি সকলের সুরক্ষা সুনিশ্চিতের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

কলেজে

● প্রথম পাতার পর

সেমিস্টারের পরীক্ষার নম্বর দেওয়ার ক্ষেত্রে পরীক্ষকরা গাফিলতি করেছেন। তাঁদের অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রেই পরিকল্পিতভাবে ছাত্রছাত্রীদের আটকে রাখা হয়েছে। উত্তরপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অন্যথায় তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

দেশের

● প্রথম পাতার পর

তার পর সেখান থেকে বিশ্বের ১৮৫টি দেশে সেই সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যেই এই ভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৪৭ লক্ষ মানুষ। মৃত্যু হয়েছে ৩ লক্ষেরও বেশি মানুষের। সবচেয়ে ভয়ানক পরিস্থিতি আমেরিকার। তার পরই রয়েছে রাশিয়া, ব্রিটেন, ব্রাজিল, স্পেনের মধ্যে মতো দেশগুলি।

দলের

● প্রথম পাতার পর

গোটা বিষয়ে অনুসন্ধান চলছে। অনুসন্ধান শেষে আমরা রাজ্য সরকারের কাছে রিপোর্ট পেশ করব, বলেন তিনি। এদিন অনুসন্ধান শেষে বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যরা আগরতলায় ফিরে গেছেন। আগামীকাল এই বিশেষজ্ঞ দলে গন্ডাছড়ায় করিনা বিওপি ও পার্শ্ববর্তী এলাকা পরিদর্শন করবে।

চাইছেন

● প্রথম পাতার পর

ইন্দোনেশিয়া থেকে ২ জন, ইউ কে থেকে ১ জন, সৌদি আরব থেকে ১ জন, কুয়েত থেকে ১ জন, জর্জিয়া থেকে ১ জন, কাজাখস্তান থেকে ১ জন এবং পর্তগাল থেকে ১ জন। ভারত সরকারের বিদেশ মন্ত্রক তাদের আনার জন্য বিমানের ব্যবস্থা করছে।

শপথ নেবেন উদ্ধব

আটের পাতার পর

মধ্যে তাকে এই দুই কক্ষের মধ্যে যে কোনও একটি র সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আসতে হতো। অবশেষে সেই প্রতীক্ষার অবসান হলো এবং বিধান পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন তিনি।

খোঁজে তল্লাশি

আটের পাতার পর

যাতে কেউ যেতে না পারে সেটিও নিশ্চিত করা হয়।জানা গিয়েছে শোপিয়ানে জঙ্গিদের খোঁজে একই কায়দায় তল্লাশি অভিযান চলছে। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কোন রকমের জঙ্গির খোঁজ পাওয়া যায়নি।

ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

পর্যন্ত। রবিবার বাদ দিয়ে বেলা ১০.৩০ থেকে রোজ পরীক্ষা হবে। চলবে দুপুর ১.৩০ পর্যন্ত। টুইটারে তিনি লেখেন, "উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে পাঠরত দশম শ্রেণির সকল প্রিয় পড়ুয়ারা, তোমাদের বোর্ড পরীক্ষারও এটা নির্ঘণ্ট। শুভকামনা রইল।"

সিবিএসই দশমের বাকি পরীক্ষার সূচি - সিবিএসই দশমের সোশাল সায়েন্স পরীক্ষা ১ জুলাই, সিবিএসই দশমের বিজ্ঞান পরীক্ষা ২ জুলাই, সিবিএসই দশমের হিন্দি পরীক্ষা ১০ জুলাই, সিবিএসই দশমের ইংরেজি পরীক্ষা ১৫ জুলাই।

অপর একটি টুইটে দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার বিস্তারিত সূচি প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ ও উন্নয়নমন্ত্রী। দশম শ্রেণির মত তিনি লেখেন, 'দ্বাদশ শ্রেণির সকল প্রিয় পড়ুয়ারা, তোমাদের বোর্ড পরীক্ষার এটা নির্ঘণ্ট। শুভকামনা রইল।' দেশের অন্যান্য প্রান্ত এবং উত্তর-পূর্ব দিল্লির পরীক্ষার সূচি একইসঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

সিবিএসই দ্বাদশের বাকি পরীক্ষার সূচি ঘোষণা করা হল। হোম সায়েন্স পরীক্ষা ১ জুলাই, কম্পিউটার সায়েন্স পরীক্ষা হবে ৭ জুলাই, বিজনেস স্টাডিজ পরীক্ষা ৯ জুলাই, ১০ জুলাই হবে বায়ো টেকনোলজি পরীক্ষা, সিবিএসই দ্বাদশের ভূগোল পরীক্ষা হবে ১১ জুলাই,১৩ জুলাই হবে সিবিএসই দ্বাদশের সোশিওলজি পরীক্ষা।

দুটি বোর্ড পরীক্ষার জন্যই একাধিক নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষাকেন্দ্রে আসার সময় পড়ুয়াদের কী কী সতর্কাত অবলম্বন করতে হবে, তাও জানানো হয়েছে। সেগুলি হল - ১) ট্রান্সপারেন্ট বোতলে পড়ুয়াদের হ্যান্ড স্যানিটাইজার নিয়ে যেতে হবে। ২) প্রত্যেক পড়ুয়াকে মাস্ক বা কাপড় দিয়ে তাদের নাক-মুখ ঢেকে রাখতে হবে। ৩) প্রত্যেক পড়ুয়াকে শারীরিক দূরত্বের বিধি মেনে চলতে হবে। ৪) করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে সতর্কতা নেওয়ার বিষয়ে অভিভাবকদের তাঁদের ছেলেমেয়েদের সাহায্য করতে হবে। ৫) অভিভাবকদের নিশ্চিত করতে হবে যে তাঁদের ছেলেমেয়ে অসুস্থ নন।

গৃহবধূর

● প্রথম পাতার পর

কোলে ঢলে পড়ে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় এলাকাবাসী অগ্নিদগ্ধ মহিলার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে ঘটনাস্থলে গিয়ে বিশালগড় ফায়ার সার্ভিসে ফোন করে। কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে মহিলার দেহটিকে উদ্ধার না করেই সেখান থেকে চলে যায়।

সেই বিষয়টা নিয়ে জনমনে বিভিন্ন প্রশ্ন। স্থানীয় কয়েকজনের বক্তব্য এমনকি মৃতার মায়ের বক্তব্য স্বামী মিঠুন সাহা বিভিন্ন তির এন্ডিং জুয়া খেলার সঙ্গে জড়িত ছিল এবং সেই খেলাগুলোতে হেরে যাওয়ার পরে বাড়িতে এসে স্ত্রীর উপর অত্যাচার চালাত। মৃতার মায়ের বক্তব্য স্বামী, শ্বাশুরী, ননাস সবাই মিলিত হয়ে পরিকল্পিত ভাবে পায়েল মোদক সাহাকে হত্যা করে। ঘটনা প্রকাশ্যে আসার আগে মৃতার শরীরে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। বিশালগড় থানার এসডিপিও, ওসি, সেকেন্ড ওসি, মহিলা থানার সাব ইন্সপেক্টর বিশালগড় ডিসিএম সেখানে উপস্থিত হয়ে মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

এদিকে, আগরতলা থেকে ছুটে আসেন রাজ্যের বিজেপি সাধারণ সম্পাদিকা পাপিয়া দত্ত। পাপিয়া দত্ত জানিয়েছেন এই হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করার জন্য। তিনি আশা ব্যক্ত করেন পায়েল মোদক সাহার সন্তানকে যারা লুকিয়ে রেখেছে তাকে যেন মৃতার মায়ের হাতে তুলে দেয় সেই বিষয়ে পুলিশকে অবগত করেন।

চেন্নাই

● প্রথম পাতার পর

যাত্রীকে পরীক্ষা করে বাড়িতে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে।

সদর মহকুমাশাসক অসীম সাহা বলেন, রেল স্টেশনে পর্যাপ্ত স্বাস্থ্য কর্মী রয়েছেন। তাছাড়া, বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার জন্য প্রচুর গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিজেদের খরচে যাত্রীরা বাড়ি গিয়েছেন।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আজ সকালে ১,২৩৭ জন যাত্রী নিয়ে একটি ট্রেন চেন্নাই থেকে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। সব যাত্রীর স্ক্রিনিং করা হয়েছে। এই যাত্রীদের মধ্য থেকে ৩৩৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। উপসর্গহীন হওয়ায় সবাইকে বাড়িতে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, তাঁদের মধ্যে ১ জন মহিলা করোনা আক্রান্তের সংস্পর্শে থাকার ফলে তাকে সিপার্ডের প্রাতিষ্ঠানিক একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। ওই মহিলার কামরায় তার সাথের ৭ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। তাঁর দাবি, আগরতলা রেল স্টেশনে যথাযথ চিকিৎসক, ল্যাব টেকনেশিয়ান, ডাটা এন্টি অপারেটর সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। অপর একটি ট্রেন বেঙ্গালুরু থেকে আজ দুপুরে ৮৫৫ জন যাত্রী নিয়ে আগরতলায় এসে পৌঁছায়।

তাঁর কথায়, বেঙ্গালুরু ট্রেনে যাত্রীদের মধ্যে ১৬৮ জনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। মাথা ব্যথা হওয়ার জন্য একজন যাত্রীকে জি বি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বাকি সব যাত্রীদের বাড়িতে একান্তবাসে পাঠানো হয়েছে। তিনি বলেন, ওই ট্রেনেই ৫৯২ জন যাত্রী ধর্মনগর রেল স্টেশনে অবতরণ করেন। যাত্রীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ধর্মনগরে রেল স্টেশনেও চিকিৎসক, ল্যাব টেকনেশিয়ান, ডাটা এন্টি অপারেটর সহ স্বাস্থ্য কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সিদ্ধান্ত

● প্রথম পাতার পর

ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে এক আদেশ জারি করেছে। ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলাশাসক ও সমাহর্তা দ্বারা চিহ্নিত করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকাকে 'রেড জোন' হিসেবে গণ্য করা হবে। পাশাপাশি, জেলাশাসক দ্বারা চিহ্নিত করোনা ঝুঁকিপূর্ণ এলাকার চারপাশের এলাকা 'অরেঞ্জ জোন' বলে গণ্য করা হবে। এছাড়া, ওই দুই এলাকার বাইরের সমস্ত এলাকা 'গ্রিন জোন' বলে গণ্য হবে।

ত্রিপুরা সরকার আরও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের ১৭ মে জারি করা নির্দেশিকার ২ নম্বর অনুচ্ছেদে উল্লিখিত নিষেধাজ্ঞা ছাড়া 'অরেঞ্জ' ও 'গ্রিন জোন'-এ অন্য কোনও বিধিনিষেধ থাকবে না। পাশাপাশি, রাজ্যের ভিতরে যাত্রীবাহী যান চলাচলে কোথাও কোনও নিষেধাজ্ঞা লাগু হবে না। শুধু তা-ই নয়, আন্তঃরাজ্য যাতায়াতের ক্ষেত্রে আটকে পড়া মানুষের জন্য, চিকিৎসার কারণে, বাণিজ্যিক বা অন্য কোনও জরুরি প্রয়োজনে জেলাশাসকের অনুমতিক্রমে যাত্রীবাহী গাড়ি বা বাস চলাচল করতে পারবে।

ভয়ঙ্কর

● প্রথম পাতার পর

৩ থেকে ৪ মিটার।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক মুখপাত্র সন্ধ্যায় বলেন, যে সব এলাকায় ঝড়ের দাপট বেশি হতে পারে সেখান থেকে মানুষকে যথাসম্ভব সরানোর ব্যবস্থা করা হোক। তা ছাড়া অত্যাবশ্যকীয় পণ্য সরবরাহও যেন অটুট থাকে। শুধু তা নয়, ঝড় জলের কারণে বিদ্যুৎ সংযোগ ছিন্ন হওয়া ও টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। ঝড় চলে যেতেই তা দ্রুত ঠিক করার জন্য আগাম বন্দোবস্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক আরও জানিয়েছে, ত্রাণ ও উদ্ধার কাজের জন্য উপকূল বাহিনী এবং নৌবাহিনীকেও প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এই দুই রাজ্যে সেনা ও বায়ুসেনাকে তৈরি থাকতে বলেছে কেন্দ্র। যাতে জরুরি ভিত্তিতে উদ্ধারকাজ করা যায়।

চিকিৎসাধীন ৭৬

● প্রথম পাতার পর

তাঁদেরও চিকিৎসাধীন ১০দিন অতিক্রান্ত হয়েছে।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে জিবি হাসপাতালে ২ জন করোনা আক্রান্ত চিকিৎসাধীন। তবে আজ আরও একজনকে ভগৎ সিং যুব আবাস থেকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। তিনি বলেন, একজন করোনা আক্রান্তের বুকে ব্যথা অনুভব হওয়ায় তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে। কারণ, ভগৎ সিং যুব আবাসে করোনা সহ অন্যান্য চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত নেই। তাই তাঁকে জিবি হাসপাতালে আনা হয়েছে। এখন তাঁকে অন্যান্য পরীক্ষা করেও দেখা হবে।

‘মুককালা মুকাবেলা’ নেচে দেখালেন ওয়ার্নার

নেচেই যাচ্ছেন ওয়ার্নার। না একটুও বাড়িয়ে বলা হচ্ছে না। করোনাভাইরাসের সংক্রমণের সময়টা পার করার জন্য অনেকেই অনেক উপায় খুঁজে নিয়েছেন। তবে ডেভিড ওয়ার্নারের মতো টিকটককে আশ্রয় বানিয়েছেন সম্ভবত শুধু যুজবেন্দ্র চাহাল। ভারতীয় স্পিনারের মতোই টিকটক তারকা হওয়ার সাধ হয়েছে ওয়ার্নারের।
গত কিছুদিন ধরেই প্রায় প্রতিদিন ইনস্টাগ্রামে নিজের ভিডিও দিচ্ছেন। ভারতের সব ধরণের মুভি ইন্ডাস্ট্রিকেই সামাল দিচ্ছেন কখনো তামিল বা হিন্দি ভাষায় গান গেয়ে। এবার নিজের নাচের ভিডিও দিলেন। স্ত্রী ক্যান্ডিসকে নিয়ে তিনি নেচেছেন ৯০ এর দশকের সেই বিখ্যাত ‘মুককালা মুকাবেলা’ গানের সঙ্গে।
ডেভিড ওয়ার্নারের ভিডিওতে দেখা গেছে স্ত্রী ক্যান্ডিস ও ওয়ার্নার বিখ্যাত গানটির সঙ্গে নাচছেন। আর নাচের এক পর্যায়ে তাদের মেয়েও পিছনে এসে তাল মিলাচ্ছে। নাচের ভিডিও দিয়ে ওয়ার্নার আবার বলিউড অভিনেত্রী শিল্পা শেঠীকে ট্যাগ দিয়ে লিখেছেন, ‘কে ভালো নাছে? ক্যান্ডিস, আমি নাকি শিল্পা শেঠী?’
মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, এখানে শিল্পা শেঠী এলেন কোত্থেকে? এ বছরের শুরুতেই এক টিকটক ভিডিওতে এই গানের সঙ্গেই নেচেছিলেন শিল্পা। সেখানে এই গানের মূল শিল্পী প্রভু দেবাও দেখা দিয়েহচিলেন ক্ষনিকের জন্য।
এর আগেও ভক্তদের মজা দেওয়ার জন্য টিকটকে ভিডিও বানিয়েছেন ওয়ার্নার। তাতে অবশ্য সতীর্থ ও অন্য ক্রিকেটাররা তাঁকে নিয়ে উপহাসই করেছেন। মিচেল জনসন যেমন আকারে ইঙ্গিতে ওয়ার্নারকে পাগল বলেছেন, ‘আমি বলতাম তুমি পুরোপুরি গেছ, কিন্তু আমি নিশ্চিত না তুমি কখনোই ঠিক ছিলে কি না।’ এর পরদিনই নাচ ও গানের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ক্রিকেটারের ভাই অপমান করেছেন ওয়ার্নারকে।
নিজেকে ডিজে ব্রাভো বলে পরিচয় দেওয়া ডোয়াইনের ভাই ড্যারেনের কাছেও বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে ওয়ার্নারের এসব ভিডিও। ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান ব্যাটসম্যান বলেছেন, ‘বক্সহেড (বেকুব), ক্রিকেট ফেরাটা তোমার (স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরার জন্য) খুব দরকার।’

ইমরান খান হতে চান বাবর

টি-টোয়েন্টির পাশাপাশি সম্প্রতি ওয়ানডে অধিনায়কও হয়েছেন বাবর আজম। তবে ওয়ানডেতে এখনো দলকে মাঠে নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ হয়নি তাঁর। কিন্তু দায়িত্ব বুঝে পেয়েই নিজের লক্ষ্য ঠিক করে ফেলেছেন বাবর। অধিনায়ক হিসেবে ইমরান খানকেই আদর্শ মানবেন, চাইবেন তাঁর ধরণটাই পাকিস্তান ক্রিকেটে ফেরাতে।ওয়ানডেতে পাকিস্তানের র‍্যাঙ্কিং (ছয়) আরও ভালো করাকে প্রাথমিক দায়িত্ব মানছেন বাবর, ‘আমাকে ওয়ানডে অধিনায়ক বানানোয় বোর্ডের কাছে কৃতজ্ঞ আমি। আমি এর আগে অনূর্ধ ১৯ দল ও টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃতে দিয়েছি।
এই সংস্করণে যখন র‍্যাঙ্কিংয়ের দিকে তাকাই, তখন ব্যাপারটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয় না। তাই আমার প্রথম কাজ হলো সেরা তিনে দলকে তুলে আনা। বোর্ড ভেবেছে আমি প্রস্তুত এবং এ কারণে আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছে। আমি প্রস্তুত।’
সংবাদ মাধ্যমকে বাবর নিজের অদূর ভবিষ্যতের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। আর সেটা হলো দলে সবার মধ্যে আরও ধিরস্থির ভাব আনা। সেটা করার জন্য ইমরান খানকেই তাঁর আদর্শ মনে হচ্ছে, ‘অধিনায়ক হতে চাইলে ঠান্ডা মানসিকতার হতে হয়। দলের ভার বয়ে নেওয়ার ক্ষমতা থাকতে হয়। এবং প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে নিজেদের পরিকল্পনা কাজে লাগানোর ব্যাপারে নিখুঁত হতে হয়। নিজের মধ্যে নিয়ন্ত্রন থাকতে হয়। ভেতরে ভেতরে রাগ হলেও নিয়ন্ত্রণ রাখতে হয়। অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেটে আমি এটা শিখেছি। মাঠে নিজের আগ্রাসণ কমিয়ে আনতে হয় এবং অন্যদের সাহস দিতে হয়। খেলোয়াড়দের এক শ দশ ভাগ সমর্থন দিলে তারা ঠিক ততটাই ফেরত দেবে। আমি আক্রমণাত্মক অধিনায়ক হতে চাই। আমি ইমরান খানের স্টাইল গ্রহণ করতে চাই।’

TRIPURA No .F. 7(1)-EE/RD/STB/DIV/ TENDER(WORK)/2020-21/S-I-200 Dated:.13./05/2020

CANCHLIATION ORDER

The Press Notice Inviting Tender No. PNIeT-XXIV/EURD/ STB/2019-20, Dated: 25.02.2020 subsequent DNIT NO- e-DT-06/DIET(BCM)/ CE/RD/STB-DIV/DNIT/2019-20. Dt.-13/02/2020 which was floated for the purpose of Construction of DIET building at B.0 Manu under South Tripura District during the year 2019-20 is hereby cancelled due to single bidder participation in the online tendering system and following declaration of lockdown due to COVID-19 pandemic. Accordingly, the above mentioned DNIT of aforesaid work is hereby cancelled in order to re-tender again & proper response to the intending bidders.

ICA/C-267/2020-21
Executi Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

CANCELLATION ORDER

The Press Notice inviting Tender No-e-PT-XIV/EE/RD/STB/ 2019-2n dt-29/11/2019 in reference to the DNIT No. 57/ EE/RD/STB/DNIT/2019-20 dt. 29/11/2019 which was floated for the Construction of Cremation Shed at Prakashnagar of Rajnagar GP under Rajnagar RD block under the jurisdiction of RD Santirbazar division has been hereby cancelled due to the following reason:-
1) The lowest bidder is not interested to take up the work as he failed to submit the performance bank guarantee for completion pre-award codal procedures.

ICA/C-266/2020-21
Executi Engineer
RD Santirbazar Division
Santirbazar South Tripura

কনে ছাড়া বিয়েতে রাজি নন শোয়েব

ফুটবল লিগ শুরু হয়ে গেছে ইউরোপে। ক্যারিবীয় অঞ্চলে টি-টেন ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরুর প্রস্তুতি চলছে। তবে দুটি খেলায় পার্থক্য আছে। ফুটবলে ক্লাব প্রতিযোগিতাই মূল আকর্ষণ হলেও ক্রিকেটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট বোর্ডই মাঠে খেলা ফেরানোর মধ্যে একটি উপায় হলো দর্শকবিহীন আয়োজন।সাবেক পাকিস্তানি পেসার পছন্দ হচ্ছে না। একদম খালি মাঠে ধরছে না তাঁর। সামাজিক যোগাযোগ ধারণা, এমন খেলা আর্থিকভাবেও খুব ধরেই ইউটিউব বা হেলো অ্যাপের জানাচ্ছেন শোয়েব। দর্শকবিহীন সেখানেই জানা গেল।
হেলো অ্যাপের লাইভে শোয়েব আয়োজন হয়তো ক্রিকেট টিকে থাকার জন্য জরুরি। কিন্তু আমার সম্ভব হবে। দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে খেলার জন্য আমাদের দর্শক দরকার। করোনা পরিস্থিতি ঠিক হয়ে দর্শকবিহীন মাঠে খেলার ব্যাপারে ইংলিশ ফাস্ট বোলার জফরা আর্চার আওয়াজ সৃষ্টির প্রস্তাবও দিয়েছেন। উপায়ে খালি স্টেডিয়ামের বর্ণনা কেউ হ্যালো অ্যাপে শুধু ভবিষ্যত নয়, শোয়েব। যা শুনে পাকিস্তানের বিশ্বকাপে শচীন টেন্ডুলকারের হাতে

খেলাতেই আগ্রহ বেশি। ফলে অনেক বিভিন্ন উপায় খুঁজে দেখছে। এর মাঠে হবে সব ক্রিকেট শোয়েব আখতারের ব্যাপারটা ঠিক দর্শকের উৎসাহ ছাড়া খেলা মনে মাধ্যমে ব্যস্ত এই সাবেক তারকার একটা সাড়া ফেলবে না। গত কিছুদিন মাধ্যমে লাইভে এসে নিজের মতামত ক্রিকেট নিয়ে তাঁর ধারণাটাও
বলেছেন, ”খালি স্টেডিয়ামে ক্রিকেট বোর্ডগুলোর জন্য সম্ভব হবে এবং মনে হয় না এটা বাজারজাত করা খেলা মানে হলো কনে ছাড়া বিয়ে। আশা করি এক বছরের মধ্যে এই যাবে।”এর আগে বিরাট কোহলিও নিজের অস্বস্তির কথা জানিয়েছেন। তো মাঠে কৃত্রিম উপায়ে দর্শকের তবু শোয়েবের মতো এতটা ভিন্ন করতে পারেননি।
অতীত নিয়েও কথা বলেছেন ভক্তদের ক্ষেপে ওঠার কথা। ২০০৩ বেদম পিটুনি খেয়েছিলেন। কিন্তু ৯৭ রানে থাকা শচীনকে ঠিকই ফিরিয়ে দিয়েছিলেন এই ফাস্ট বোলার। এতদিন পর বলছেন, টেন্ডুলকারকে আউট করে নাকি তাঁর দুঃখ হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল ভারতীয় ওপেনারের সেঞ্চুরি পাওয়া উচিত ছিল।

দর্শকবিহীন ক্রিকেটে রোমাঞ্চ নেই, বলছেন কোহলি

ফুটবল, ক্রিকেট, হকি যেটাই হোক না কেন; খেলার প্রধান অলংকার তো দর্শকই। কিন্তু করোনাভাইরাস মহামারির কারণে সেই অলংকারকে পাশে সরিয়ে রেখেই মাঠে ফেরাতে হচ্ছে খেলা। দর্শকবিহীন ফুটবল আবার ফুটবল নাকিঅনেকেই বলছেন এমনটা! ক্রিকেটের ক্ষেত্রেও একই কথা। ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি তো বলেই ফেলেছেন, দর্শকবিহীন খেলা হলে ক্রিকেটের আসল রোমাঞ্চটাই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।করোনার কারণে মার্চ মাস থেকেই বন্ধ সব ধরনের ক্রিকেট। আইপিএল মাঠে গড়াতে পারেনি এখনো, দোদুল্যমান অক্টোবর-নভেম্বরের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ভাগ্য। এর মধ্যেই ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার (সিএ) চাওয়া, বছরের শেষের দিকে দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে হলেও ভারতের অস্ট্রেলিয়া সফরটা হোক। এই সিরিজে লোভনীয় টিভি স্বত্বের কারণেই সিএ এটা চাইছে।
তবে দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে

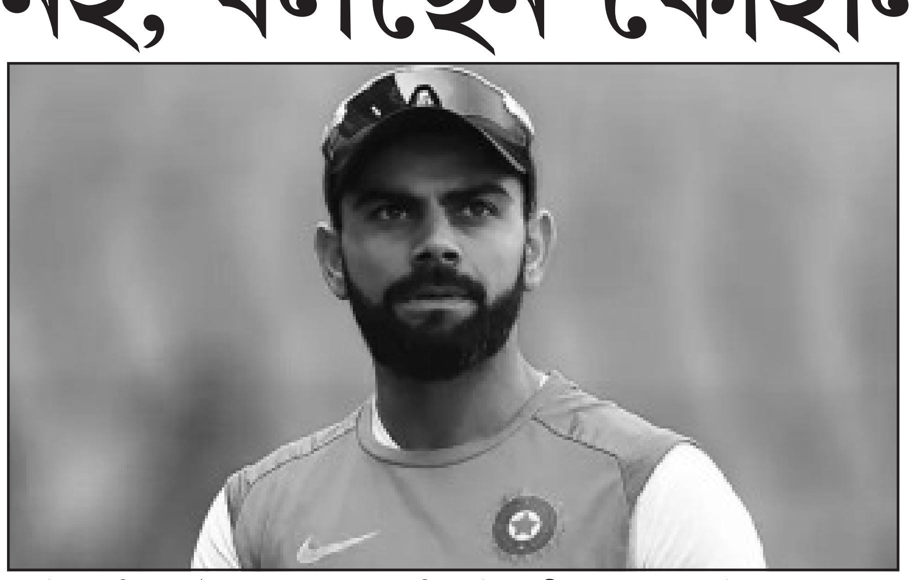

খেলাটা কোহলি অন্তত উপভোগ করবেন না, ”জানি না এটা কে কীভাবে নেবেন। খেলাটার জন্য ভালোবাসা আর আবেগ আছে, আমরা সব সময় এমন মানুষের সামনে খেলি। এটা ঠিক যে খেলোয়াড়দের মনোযোগ আরও বেশি থাকবে, কিন্তু মাঠে দর্শক আর খেলোয়াড়দের মধ্যে যে একটা বন্ধন থাকে, ভরা গ্যালারির সামনে খেলার যে একটা আবেগ, এগুলো আসবে না।”
করোনার কারণে বন্ধ ক্রিকেট মাঠে ফেরাতে হলে কিছু শর্ত তো মানতেই হবে। সেটা মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্যই। তাই দর্শকবিহীন মাঠে খেলা নিয়ে আক্ষেপ থাকলেও সেটা মেনে নিচ্ছেন কোহলি, ”আমাদের যেভাবে খেলতে বলা হবে সেভাবেই খেলব। কিন্তু সেই রোমাঞ্চ, জাদুকরি মুহূর্তগুলো আর থাকবে না।”দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে খেলতে ভালো লাগবে না উইকেটকিপার-ব্যাটসম্যান অ্যালেক্স ক্যারিরও। কিন্তু ক্রিকেট মাঠে ফিরতে দেখলেই খুশি হবেন তিনি, একটা শূন্যতা অনুভূত হবে। কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীরা টেলিভিশনে লাইভ ক্রিকেট ম্যাচ তো দেখতে পাবেন।

ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে ভারত অস্ট্রেলিয়ায় টেস্ট সিরিজ খেলতে গেলে ম্যাচগুলো দর্শকশূন্য স্টেডিয়ামেই হওয়ার কথা। উসমান খাজা এটিকে বলছেন অস্ট্রেলিয়ার জন্য ”শাপেবর”। অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যানের কথা, ”নিঃসন্দেহে এটা অস্ট্রেলিয়ার জন্য একটা সুবিধা!” যেকোনো খেলাতেই নিজেদের মাঠে খেলার বাড়তি সুবিধা থাকে। আর সেটা নিজেদের সমর্থকদের উপস্থিতি। কিন্তু খাজা উল্টোটা কেন ভাবছেন? এর যুক্তি অবশ্য দিয়েছেন অস্ট্রেলীয় ব্যাটসম্যান, ”আবার তারা (ভারত) সর্বশেষ যে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে এখানে এসেছিল, সেবার ওদের সমর্থকই বেশি ছিল। বিশেষ করে মেলবোর্নে। এটা অদ্ভুত এক অনুভূতি। ভারতের মাঠে খেলা হলে অবশ্যই সেখানে ভারতের সমর্থক বেশি থাকবেন। কিন্তু মেলবোর্নেও আপনি একই অবস্থা দেখবেন। কখনো কখনো সিডনি বা অন্য মাঠেও।”

স্ত্রী চায় না আমি রান্নাঘরে যাই

আনা ফ্রাঙ্ক ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় লেখা তাঁর ডায়েরির জন্য।
অনেকে বলেন, করোনাভাইরাস আক্রান্ত এই অনিশ্চিত সময়টাও নাকি বিশ্বযুদ্ধের মতোই। ক্ষুদ্র এক অনুজীবের বিরুদ্ধে সারা পৃথিবী তো যুদ্ধেই নেমেছে! তা এই সময়ে বাংলাদেশের ঘরবন্দী খেলোয়াড়েরা যদি ডায়েরি লিখতেন, কী থাকত তাঁদের লেখায়? খেলোয়াড়দের হাতে কলম তুলে দিয়ে সেটিই জানার চেষ্টা করেছে প্রথম আলো-
সময়টা আমার জন্য এক দিক দিয়ে বেশ ভালো, আরেক দিয়ে খুব খারাপ। ভালোটা হচ্ছে, পরিবারের সঙ্গে আছি।
করোনাভাইরাস শুরু হওয়ার পরই চট্টগ্রামে বাদশা মিয়া রোডের ফ্ল্যাটে চলে এসেছি। জায়গাটা একটু সবুজেঘেরা, বাসা থেকে পাখির কিচিরমিচির শুনি। নগরে থেকেও এ এক কোলাহলমুক্ত জীবন!
আমার মেয়ে কানাডা থেকে এসেছে। সবাই এক জায়গায়, পরিবারকে অনেক সময় দিচ্ছি। আমাকে এভাবে পেয়ে ওরাও অনেক খুশি। পারিবারিকভাবে ভালো সময় যাচ্ছে। ঢাকায় অনেক ব্যস্ত থাকি। পরিবারকে ঠিক মতো সময় দেওয়া হয় না। ওদের স্কুলের সময়, আমার অফিসের সময়- নিজেদের মধ্যে গল্প করা অনেক কম হয়। এখন সেটা খুব ভালোভাবেই হচ্ছে। রাতে ইফতার করার পর একসঙ্গে বসে আড্ডা, নাটক-সিনেমা দেখি। ২৫ বছর আগে পরিবারের সঙ্গে আমার সময় কাটত যেভাবে, এখন সেভাবেই সময় কাটাচ্ছি। যেন ২৫ বছর আগের জীবনটা আবার ফিরে পেয়েছি। এভাবে ভাবলে ভালোই লাগছে। অনেকে দেখছি রান্নাবান্নায়ও হাত লাগাচ্ছে। আমার স্ত্রী আবার পছন্দ করে না যে আমি রান্নাঘরে যাই।
আর খারাপ দিক হচ্ছে, আমি তো লম্বা সময় ধরে ক্রিকেটের সঙ্গেই আছি। কখনো খেলোয়াড়, কখনো নির্বাচক, ক্রিকেট বোর্ডের পরিচালক; যেটাই বলেন, ক্রিকেট থেকে এতটা দূরে কখনও ছিলাম না। ক্রিকেট, ক্রিকেটাঙ্গনের পরিবেশ, মিরপুরে যাওয়া, সাংবাদিকদের সঙ্গে গল্প করা, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলা, বোর্ড পরিচালকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ...সবই খুব মিস করছি। ক্রিকেট থেকে দূরে থাকতে আসলে ভালো লাগে না।
এখন যেহেতু খেলা নেই, খেয়াল করছি পত্রিকা কিংবা টিভিতে আমাদের পুরোনো দিনের অনেক স্মৃতি ফিরিয়ে নিয়ে আসা হচ্ছে। ১৯৯৭ আইসিসি ট্রফির জয় নিয়ে অনেক আয়োজন ছিল, আমাদের পুরোনো ইনিংসগুলো নতুন করে মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছে।
বাংলাদেশের ক্রিকেটের সঙ্গে আমি দীর্ঘদিন ধরেই আছি বলে বেশিরভাগ বড় বড় ঘটনায় আমাকে খুঁজে পাওয়া যাবে। এসব পড়তে-দেখতে ভালোই লাগে। কত ঘটনা তো ভুলেই গিয়েছিলাম, আবার মনে পড়ে যাচ্ছে এই সুযোগে।
এখন আমার পরিচয় বোর্ড পরিচালক। খেলা নিয়ে চিন্তাটাও এখন একটু অন্যভাবে করি। আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ স্থগিত হয়ে গেছে। আয়ারল্যান্ড সফর, অস্ট্রেলিয়া সিরিজ। আমরা কোনো দিনই চিন্তা করিনি যে, এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ব। যে সিরিজগুলো স্থগিত হয়ে গেছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ার পর প্রথমে চিন্তা করব, গুরুত্বের বিচারে কোনটি আগে শুরু করা যায়। সব সূচি তো আর পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হবে না। ফাঁকা সময় বুঝে গুরুত্বপূর্ণগুলো আগে করব।
সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে বর্তমান পরিস্থিতিতে নিস আয়ের মানুষদের কথা ভেবে। যতটুকু পারছি তাদের পাশে দাঁড়াচ্ছি। কিন্তু পরিস্থিতি এমনই হয়ে গেছে, চাইলেও মন খুলে সহায়তা করা যায় না। করোনা সংক্রমণের ভয়ে দূর থেকেই যা করারা করতে হয়।
পরিবার নিয়ে যেমন আতঙ্কে থাকি, ক্রিকেটারদের নিয়েও দুশ্চিন্তা হয়। আমাদের মানসম্পন্ন খেলোয়াড়ের সংখ্যা তুলনামূলক কম। তারা সুস্থ আছে কিনা, ফিটনেস নিয়ে নিয়মিত কাজ করছে কিনা, এসব চিন্তা কাজ করে। এখন পর্যন্ত নেতিবাচক কোনো খবর শুনিনি। সবাই ভালো আছে। ফিটনেসের কাজ করে যাচ্ছে। ফিজিওর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ হচ্ছে। শুধু খেলাটা কবে মাঠে গড়াবে, সেই অপেক্ষায় আছি। আল্লাহর কাছে দোয়া করি যেন দ্রফততম সময়ে ঝুঁকিহীনভাবে আমরা মাঠে ফিরতে পারি। তবে ঝুঁকি নিয়ে মাঠে ফিরতে চাই না।
করোনাপরবর্তী ক্রিকেট নিয়ে এখনই কিছু বলার উপায় নেই। কোনো কিছু পরিকল্পনাও করতে পারছি না। এখন শুধু একটাই অপেক্ষা, আল্লাহ যেন এই বিপদ থেকে দ্রুত আমাদের উদ্ধার করেন। সব কিছু ঠিক হলে অনেক পরিকল্পনা করা যাবে। পরিস্থিতি ঠিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততই আমরা মাঠে ক্রিকেট ফেরাব ইনশাআল্লাহ।

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2020

সোমবার আগরতলায় সারা ভারত কৃষক সভা ত্রিপুরা রাজ্য কাউন্সিল পক্ষ থেকে মানব শৃঙ্খল তৈরী করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

১৫০০ শ্রমিকদের নিয়ে মইনপুরীর উদ্দেশ্যে পাড়ি দিল ট্রেন

অমরাবতী, ১৮ মে (হি. স.): ১৫০০ বেশি পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়া থেকে উত্তরপ্রদেশের মইনপুরীর উদ্দেশ্যে রওনা দিল শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন। প্রায় ২৭০০ কিলোমিটারের সুদীর্ঘ পথ পাড়ি দেবে এই ট্রেনটি।

রবিবার রাতে বিজয়ওয়াড়ার রায়ানাপাদু রেল স্টেশন থেকে ট্রেনটি রওনা দেয়। পতাকা নেড়ে ট্রেনটির যাত্রার সূচনা করেন কৃষ্ণা জেলার জেলাশাসক এবং রাজ্য পুলিশের ডিজি।স্টেশন চত্বরে এছাড়াও ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা। প্রায় ১৫৫০ শ্রমিকদের নিয়ে ট্রেনটি রওনা দেয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে আজ, সোমবার থেকে গোটা দেশজুড়ে জারি করা হয়েছে লকডাউন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শ্রমিকদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ ধরনের ট্রেন চালাচ্ছে রেল কর্তৃপক্ষ। সেই উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ গ্রহণ। স্বস্তির নিঃশ্বাস শ্রমিকদের মধ্যে। রেলের তরফ থেকে জানানো হয়েছে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখেই ট্রেনের মধ্যে শ্রমিকদের তোলা হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে ৪৭ লক্ষ ছাড়ালো করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা

নিউ ইয়র্ক, ১৮ মে (হি. স.): বিশ্বজুড়ে অব্যাহত করোনার মারণ দৌরাত্ম্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় তরফ থেকে জানানো হয়েছে বিশ্বব্যাপী এই মারণ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ছাড়ালো ৪৭ লক্ষ। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা ৪৭,০৮,৪১৫। বিশ্ববিদ্যালয় তরফ থেকে জানানো হয়েছে রবিবার পর্যন্ত পাওয়া সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্বব্যাপী মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩,১৪,৯৫০।করোনায় সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৪,৮৬,৩৭৫।মৃতের সংখ্যা ৮৯৫৪৯। যদিও রবিবার নিজের টুইট বার্তায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দাবি করেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা নিম্নমুখী। যে সকল দেশে আক্রান্তের সংখ্যা ২ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে সেগুলি হল রাশিয়া ব্রিটেনের ব্রাজিল স্পেন ও ইতালি।

শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন এইআইডিএসও'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। অবিলম্বে প্রথম থেকেই পাশ ফেল প্রথা চালু করা, ৩১০৩ পদ অবলুপ্ত করা চলবে না সহ চার দফা দাবিতে সোমবার শিক্ষা ভবনে গিয়ে শিক্ষা অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করল ডি এস ও-র রাজ্য কমিটি। স্কুল গুলিতে শূন্য পদ রয়েছে। তা পূরন না করে অবলুপ্ত করা যাবে না বলে জানান ডি এস ও-র রাজ্য কমিটির সভাপতি মৃদুল কান্তি সরকার। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের মার্কশিট প্রদানের দাবিও জানান তারা। দাবি গুলির মান্যতা দেওয়ার জন্য এই ডেপুটেশন প্রদান বলে জানান তিনি।

পঞ্জাবের দুই নাগরিক ত্রিপুরা থেকে পালিয়ে অসমে, ধৃত পাথারকান্দিতে ডাক্তাররা পাঠালেন কোয়ারেন্টাইনে

চুরাইবাড়ি, ১৮ মে (হি. স.): কোভিড-১৯ নোভেল করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় আজ সোমবার (১৮ মে) থেকে শুরু হয়েছে চতুর্থ দফার লকডাউন। এমতাবস্থায় স্বগৃহের টানে প্রতিবেশী উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর থেকে রেলপথ ধরে পায়ে হেঁটে অসম প্রবেশ করেন পঞ্জাবের দুই নাগরিক। কিন্তু অসমে প্রবেশ করার পর করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দি থানার সোনাখিরা চেরপোস্টের পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন তাঁরা। ধৃতরা পঞ্জাবের গুরুদাসপুর এলাকার বিক্রমজিৎ সিং (৩৫) এবং গুরুলাল সিং (৪৮) বলে পরিচয় দিয়েছেন। ঘটনাটি আজ দুপুরের দিকে সংঘটিত হয়েছে।

জানা গেছে, আজ এই দুই ব্যক্তিকে চাঁদখিরা রেলস্টেশন থেকে আটক করেন সোনাখিরা পুলিশ চেকপোস্টের ইনচার্জ সুখেশ দাস। তিনি তাঁদের হেফাজতে নিয়ে আজই পাথারকান্দি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠিয়ে দেন। স্বাস্থ্য কেন্দ্রে উভয়ের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর চিকিৎসকদের পরামর্শে ১৪ দিনের জন্য কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশি জেরায় তাঁরা নাকি জানান, ধর্মনগরে নানা সামগ্রীর ফেরি করতেন। কিন্তু লকডাউনের জেরে তাদের ফেরি ব্যবসা লটে উঠেছে। গাঁটের টাকাও শেষ হতে চলেছে।

ফলে পরিস্থিতির শিকার হয়ে অগত্যা তাঁরা পায়ে হেঁটে ধর্মনগর থেকে রওয়ানা হন। উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমে করিমগঞ্জ এবং পরে শিলচর যাবেন। সেখান থেকে কোনও রাস্তা বের করে নিজের রাজ্য পঞ্জাবের উদ্দেশে পাড়ি দেবেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, গত ১০ তারিখে অনুরূপ ভাবে আগরতলা থেকে সামসুল আলম, নজির উদ্দিন, সাজু আহমেদ ও নজমুল হক নামের চার শ্রমিক রেলওয়ে সড়ক ধরে পায়ে হেঁটে আসার সময় সোনাখিরায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিল। তাদের প্রত্যেকের অবশ্য বাড়ি পাথারকান্দি এলাকায়। ওই চারজনকেও কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়।

বিহারে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ১৩২৬

পাটনা, ১৮ মে (হি. স.): বিহারের নতুন করে করোনা আক্রান্ত ছয়। ফলে সব মিলিয়ে রাজ্যের আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৩২৬। সোমবার এ খবর দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রকের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি সঞ্জয় কুমার।

সোমবার সকালে নিজের টুইট বার্তায় তিনি জানিয়েছেন, আক্রান্তদের মধ্যে তিনজন সহরসা জেলার। সুপাউল, কাগারিয়া, বেগুসারাইতে একজন করে আক্রান্ত হয়েছে। ফলের রাজ্যে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩২৬। উল্লেখ করা যেতে পারে সম্প্রতি করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের সদর্থক ভূমিকার প্রশংসা করেছেন বিজেপির প্রাক্তন সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। অন্যদিকে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশেষ ট্রেনে করে পরিযায়ী শ্রমিকরা বিহারে ফিরে আসছে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে রাজ্য সরকার।বিহারে করোনা থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৪৭৫ জন।রাজ্যে মারণ এই রোগে মৃত্যু হয়েছে আট জনের।

ওডিশায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৮৭৬

ভুবনেশ্বর, ১৮ মে (হি. স.) : ওডিশায় লাফিয়ে বাড়ছে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা। সোমবার সকাল পর্যন্ত উপকূলবর্তী এই রাজ্যে নতুন করে আক্রান্তের ৪৮। ফলে রাজ্যজুড়ে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৭৬।

এদিন সকালে রাজ্যের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ থেকে এই খবর জানানো হয়েছে। নতুন করে আক্রান্তদের মধ্যে তিনজন কেন্দরপাড়া।স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে এই তিনজন সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ থেকে এর আগে এসেছে। ১৫ জন গঞ্জম জেলার। এদের মধ্যে ১৪ জন গুজরাটের সুরাট থেকে ফিরেছে।একজন সম্প্রতি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু থেকে ফিরেছে। এছাড়াও কটক এক। বোনধ ও খুর্ধায় আক্রান্ত একজন করে আক্রান্ত।বলাঙ্গীরে আক্রান্ত দুই এবং নয়াগরে আক্রান্ত তিন। জাজপুরে ১৬, কান্দামালে দুই, পুরীতে চার. উল্লেখ করা যেতে পারে ওডিশায় যতজন আক্রান্ত হয়েছেন সম্প্রতি তারা প্রত্যেকেই ভিন রাজ্য থেকে এসেছিলেন। প্রশাসনের তরফ থেকে মনে করা হচ্ছে এ রাজ্যে এখনও কোন প্রকারের গোষ্ঠী সংক্রমণ হয়নি। আক্রান্তদের প্রত্যেককেই কোরেনটিনে রাখা হয়েছে।

ভারতে একদিন আক্রান্ত পাঁচ হাজারের বেশি, অব্যাহত করোনার দৌরাত্ম্য

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.): ভারতজুড়ে অব্যাহত করোনার মারণ দৌরাত্ম্য। একদিনে নতুন করে আক্রান্ত ৫২৪২। নিহত ১৫৭। ফলে সোমবার সকাল পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯৬১৬৯। সব মিলিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৩০২৯। এর মধ্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩৬৮২৪। এদিন সকালে এমনই তথ্য জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রক।

উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার থেকে দেশজুড়ে জারি চতুর্থ দফার লকডাউন। কিন্তু ক্রমেই দাপট দেখিয়ে চলেছে করোনা।ইতিমধ্যেই আক্রান্তের নিরিখে প্রতিবেশী চীনকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ভারত। বিশ্বে করোনায় আক্রান্তের নিরিখে একাদশ স্থানে রয়েছে ভারত। গোটা দেশজুড়ে সবথেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের।সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩০৫৩। নিহত ১১৯৮। এর পরেই রয়েছে গুজরাট।সেখানে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে হয়েছে ১১৩৭৯। তামিলনাড়ুতে আক্রান্ত ১১২২৪। তালিকায় চতুর্থ স্থানে রয়েছে আম আদমি পার্টি শাসিত আধা রাজ্য দিল্লি। সেখানে আক্রান্ত ১০০৫৪।

দিল্লিতে দশ হাজার ছাড়াল করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.): আম আদমি পার্টি শাসিত আধা রাজ্য দিল্লিতে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত ২৯৯। ফলে সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১০০৫৪। সোমবার সকালে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে পেশ করা স্বাস্থ্য বুলেটিনে এই খবর জানানো হয়েছে।

রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, করোনা থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছে ৪৪৮৫ জন। এর মধ্যে রয়েছে সোমবার সকালে সুস্থ হওয়া ২৮৩ জন রয়েছে। মারণ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে নিহত ১৬০। দিল্লিতে ২২ জন ভেন্টিলেশনে রয়েছে।ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে রয়েছে ১৬০ জন। গোটা রাজধানী জুড়ে ১,৩৯,৭২৭ জনের করোনা পরীক্ষা হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে দেশজুড়ে চলছে চতুর্থ দফার লকডাউন চলছে। কিন্তু মারণ এই রোগের দৌরাত্ম্য এখন অব্যাহত।

পুলওয়ামার একাধিক গ্রামে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি

নয়াদিল্লি, ১৮ মে (হি. স.) : জঙ্গি লুকিয়ে থাকার খবর পেয়ে জম্মু ও কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলার একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালাল নিরাপত্তা বাহিনী। রবিবার গভীর রাত থেকে এই অভিযান শুরু হয়েছে. অভিযান এখনো চলছে।যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও জঙ্গির খোঁজ পাওয়া যায়নি। গোয়েন্দাদের তরফের গোপন রিপোর্টে প্রশাসনের কাছে খবর আসে যে পুলওয়ামা জেলার একাধিক গ্রামে পাকিস্তান মদতপুষ্ট জঙ্গিরা লুকিয়ে রয়েছে। এই খবর পাওয়ার পরই রবিবার গভীর রাতে তল্লাশি অভিযান চালায় রাষ্ট্রীয় রাইফেলসের ৫৫, ৪৪, ৬২, ৫৩ নম্বর ব্যাটালিয়ন, সিআরপিএফ, জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ। সামরিক পরিভাষায় এই ধরনের তল্লাশি অভিযানকেসিন এন্ড সার্চ অপারেশন বলা হয়। এ ধরনের অভিযানে গোটা এলাকাটি ঘিরে ধরে চিরুনি তল্লাশি চালানো হয়।তল্লাশি চলাকালীন ওই এলাকার ভেতরে এবং বাইরে

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাহুল প্রসঙ্গে পাল্টা অর্থমন্ত্রীর নিন্দায় সরব গেহলট

জয়পুর, ১৮ মে (হি. স.): রাস্তায় বসে পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলা নিয়ে রাহুল গান্ধীর নিন্দায় সরব হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। এবার পাল্টা রবিবার রাতে অর্থমন্ত্রীর নিন্দায় সরব হলেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট।

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে রাহুল গান্ধী যখন দেখা করেছেন, তখন এ বিষয়ে কেন অযথা মন্তব্য করছেন অর্থমন্ত্রী। কোনরকম সঙ্গত কারণ ছাড়াই উসকে দেওয়ার জন্য এই ধরনের মন্তব্য করেছেন তিনি। যা একেবারে নিন্দনীয়। অযথা নিন্দা না করে বিরোধীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা দূর করা উচিত ছিল কেন্দ্রের। ট্রেনে করে পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে যেতে গেলে ছয় থেকে আট মাস সময় লাগবে। কেন তাদের জন্য বাসের ব্যবস্থা করা হচ্ছে না। প্রধানমন্ত্রী কি বিষয়টির ভয়াবহতা বুঝতে পারছেন না।

উল্লেখ করা যেতে পারে রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনের সময় পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে রাস্তায় বসে রাহুল গান্ধীর কথোপকথনকে নাটক বলে কথা কটাক্ষ করেছিলেন নির্মালা। বিরোধী দল হিসেবে আরো দায়িত্ব সম্পূর্ণ আচরণ করতে তিনি কংগ্রেসকে বলেছিলেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিম্নমুখী করোনা আক্রান্তের সংখ্যা, দাবি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৮ মে (হি. স.): উল্লেখযোগ্য হারে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা কমছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। রবিবার হোয়াইট হাউস থেকে নিজের টুইট বার্তায় এমনটাই দাবি করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার সংখ্যা নিম্নমুখী।খবরটি অবশ্যই আনন্দদায়ক।

উল্লেখ করা যেতে পারে বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয় তরফে জানানো হয়েছে সবমিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৪, ৮৬,৪২৩।মার্কিন মুল্লুকে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৮৯৫৫০।এপ্রিল মাসে প্রতিদিন যেখানে ৩৬ হাজার আক্রান্ত হতো সেই সংখ্যাটা নেমে এসেছে।

আজ বিধান পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন উদ্ধব

মুম্বই, ১৮ মে (হি. স.): দেশজুড়ে জারি হয়েছে চতুর্থ দফার লকডাউন। এমন পরিস্থিতিতে আজ, সোমবার দুপুর একটা নাগাদ মহারাষ্ট্রের বিধান পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে। তার সঙ্গে আরও আট নবনির্বাচিত বিধায়করাও শপথ নেবেন।

এর আগে ১৪ মে বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় বিধান পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন উদ্ধব ঠাকরে। তার সঙ্গে একই কায়দায় নির্বাচিত হন আরও আট বিধায়ক। এই তালিকায় রয়েছে শিবসেনার নিলাম গোরহি। উল্লেখ করা যেতে পারে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসলেও এতদিন পর্যন্ত বিধানসভা এবং বিধান পরিষদের সদস্য ছিলেন না উদ্ধব ঠাকরে। ফলে ছয় মাসের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ভিন রাজ্য থেকে আগতদের কোয়ারেন্টাইন কতটা সফল হচ্ছে তার ওপর ভবিষ্যত নির্ভর করছে রাজ্যের : স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

গুয়াহাটি, ১৮ মে (হি.স.) : মহামারি কোভিড-১৯ সৃষ্ট অসমের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে সোমবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। রাজ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ভিন রাজ্য থেকে আগতদের কোয়ারেন্টাইন কতটা সফল হচ্ছে তার ওপর রাজ্যের ভবিষ্যত নির্ভর করছে।

এদিন তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ঘোষণা করেছেন। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ২০ লক্ষ কোটি টাকার সাহায্যে পরিযায়ী শ্রমিকরা কীভাবে উপকৃত হবেন। মহামারির সময় সরকারের এই বৃহৎ পরিমাণের অর্থ সাহায্যের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানান। পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরে আসার পর হতাশ হওয়ার কোনও কারণ নেই। তাঁদের এমজিএনরেগার মাধ্যমে কর্মসংস্থাপনের জন্য সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে বলে তিনি জানান। ভিন রাজ্য ফেরত শ্রমিকরা তিন মাস পর্যন্ত খাদ্য সামগ্রী সরকারের তরফ থেকে পাবেন। এছাড়া অতিরিক্ত ৫ কেজি করে চাল তাঁদের দেওয়া হবে। এনরেগায় কর্মরত শ্রমিকরা আগে ১৮২ টাকা পেতেন, এখন ২০ টাকা বেশি করে যোগ হয়ে ২০২ টাকা করে পাবেন। লকডাউনের সময় তিন মাসের জন্য প্রত্যেক মাসে ৫০০ টাকা করে মোট ১৫০০ টাকা করে অসমের মোট ১ কোটি মহিলার জনধন যোজনার অ্যাকাউন্টে জমা পড়বে। এর ফলে সরকারের ভাঁড়ার থেকে ১,৫০০ কোটি টাকা খরচ হবে। মন্ত্রী জানান, ফুটপাথ ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ফের নতুন করে শুরু করতে ব্যাঙ্ক থেকে ১০ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়া হবে।

গত দুমাস ধরে লকডাউনের জেরে রাজ্যের বেশিরভাগ উপভোক্তা বিদ্যুতের মাশুল না দেওয়ার ফলে অসম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ আর্থিক সংকটে ভুগছে বলে তিনি জানান। তবে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যের প্যাকেজে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ বিতরণ কোম্পানিকে বকেয়া টাকা দিয়ে দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি। সেই সঙ্গে রাজ্যবাসী বিদ্যুৎ পরিষেবাও নিরন্তর পেতে পারবেন বলে মন্ত্রী ড় শর্মা জানান।

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার সাহায্য না করলে অসমের মানুষকে অন্ধকারে থাকতে হতো। গ্রাহকরা দুমাস ধরে বিদ্যুতের মাশুল না দেওয়ার ফলে অসম রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এনএইচপিসি, এনটিপিসি বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোকে টাকা দিতে পারছিল না।

তবে এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক প্যাকেজের সাহায্যে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী কোম্পানিগুলোকে বকেয়া টাকা দেওয়া হয়েছে। তা না হলে রাজ্য জুড়ে লোডশেডিং হতো।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন করে নির্ধারিত ক্ষুদ্র, মধ্যম এবং লঘু শিল্পগুলি বেজায় উপকৃত হবে। এতে অসমের ৬৪ হাজার ক্ষুদ্র শিল্প কোনওধরনের বন্ধক (মর্টগ্যাজ) ছাড়াই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ পেয়ে যাবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

এডিসি ভোটকে প্রহসনে পরিণত করতে এখন থেকেই চেষ্টা চলছেঃ জীতেন্দ্র চৌধুরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। সোমবার সিপিএম রাজ্য দপ্তরে সারা ভারত কৃষক সভা, ত্রিপুরা ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন ও ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের যৌথ উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলন হয়। উক্ত সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভা সম্পাদক নারায়ণ কর। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গণমুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি জিতেন্দ্র চৌধুরী, রাধাচরণ দেববর্মা। এই সাংবাদিক সম্মেলনে জিতেন্দ্র চৌধুরীর অভিযোগ এডিসিতে নির্বাচন কবে হবে জানা না থাকলেও এখন থেকেই ভবিষ্যতে নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করতে চাইছে সরকার। ত্রাণ বণ্টনের শুধু বাধা নয়, ত্রাণ সংগ্রহ করলে প্রাণঘাতী হামলা করা হচ্ছে ভয় দেখানোর জন্য। জীতেন্দ্র চৌধুীর স্পষ্ট বক্তব্যে মহামারীর কারনে অর্থনীতি তো শেষ, এবার গণতন্ত্র শেষ হবে শাসকদলের দুর্বৃত্তায়নের জন্য। সরকারকে গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরি করার জন্য আবেদন জানান তিনি। এদিকে সারা কৃষক সভার সম্পাদক নারায়ণ কর জানান রাজ্যের অবস্থা ভয়াবহ। সরকারের ঘোষণা বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ক্ষুধার জ্বালায় ভাত চুরি হচ্ছে। রোজগার হীন মানুষ দিশেহারা। তার দাবি সংকীর্ণতার উর্ধে উঠে সরকার পাশে দাঁড়াক মানুষের মহা সংকটের সময়ে। বন্ধ হোক রাজনৈতিক প্রতিহিংসা।

বাজার ইন্ডিয়া শপিং মল খোলা নিয়ে বিশালগড়ে চাপানউতোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ মে।। বাজার ইন্ডিয়া শপিং মল খোলা নিয়ে বিশালগড়ে রীতিমতো টানাপোড়েন। এই শপিং মল টি খোলার ফলে বিভিন্ন জায়গা থেকে লোকের সমাগম দেখা দিয়েছে। যার ফলে একপ্রকার আতঙ্ক গ্রস্থ হয়ে পড়েছেন পার্শবর্তী এলাকার জনগণ।

এই শপিং মল খোলা নিয়ে বিশালগড় ব্যবসায়ীরা এবং এলাকার জনগণরা একত্রিত চড়াও হয় বাজার ইন্ডিয়া শপিংমলে। সেখানে বাজার ইন্ডিয়া বাজার ম্যানেজার কাছে জানতে চাওয়া হয় সারা ভারতবর্ষে শপিং মল বন্ধ থাকার নির্দেশ থাকার পরও বিশালগড়ে কেন শপিংমল খোলা রয়েছে। প্রতিউত্তরে ম্যানেজার কোনরকম জবাব দিতে পারেননি।

এদিকে এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ডিএম অফিস থেকে জানিয়ে দেওয়া হয় আজ চারটা থেকে বাজার ইন্ডিয়া সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। কিন্তু খোজ নিয়ে জানা যায় যে এই বাজার ইন্ডিয়া খোলার জন্য জেলাশাসক এই অনুমোদন দিয়েছিল আজ থেকে দুদিন পূর্বে। কিন্তু ব্যবসায়ীদের চাপে পড়ে আজ হঠাৎ সেই আদেশ স্থগিত করে দেন।

এদিকে ডিএমের অনুমতি পাওয়ার পর অনেক রকমের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী বাজার ইন্ডিয়ার কর্তৃপক্ষ কেনেন। কিন্ত হঠাৎ করে ডিএম সাহেবে দোকান খোলা অর্থাৎ শপিংমল খোলার যে অনুমতি দিয়েছে তা স্থগিত করেছেন সে ব্যাপারে শপিং মলের কর্তৃপক্ষ তার ক্ষতিপূরণের দাবি জানাচ্ছেন। বিষয়টি নিয়ে তারা উচ্চ পদস্থ আধিকারীকের নিকট যাবেন এমনটাই জানান বাজার ইন্ডিয়ার ম্যানেজার।

বাড়ি ফেরার দাবিতে গুজরাটের পুলিশ-শ্রমিক খণ্ডযুদ্ধ

আহমেদাবাদ, ১৮ মে (হি. স.): দেশজুড়ে চতুর্থ দফার লকডাউন জারি হলেও কাটছে না পরিযায়ী শ্রমিকদের সংকট। রেলের তরফ থেকে শ্রমিক স্পেশাল ট্রেন চালানো হলেও এখনো দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আটকে পড়েছে পরিযায়ী শ্রমিকেরা। খাদ্য, পানীয় ও নগদ যোগানের টান পড়েছে বহু শ্রমিকের। এমন পরিস্থিতিতে শ্রমিক-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধ বাঁধলো গুজরাটের আহমেদাবাদে শহরে।

সোমবার সকাল থেকে বাড়ি যাওয়ার দাবিতে আহমেদাবাদের রাস্তায় দাঁড়িয়ে রাস্তা আটকে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে পরিযায়ী শ্রমিকেরা। পুলিশ বাধা দিতে গেলে দুপক্ষের মধ্যে লাগে খণ্ডযুদ্ধ।পুলিশকে দেখে পাথর ছুড়তে থাকে শ্রমিকেরা। ভাঙচুর করা হয় দুটি গাড়িতে। ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন দুই পুলিশকর্মী।পুলিশের ডেপুটি কমিশনার প্রবীণ মাল জানিয়েছেন, শ্রমিকদের শান্ত করতে গেলে পুলিশদের লক্ষ্য পাথর ছোড়া হয়। ভাঙচুর করা হয় পুলিশের দুটি গাড়িতে। যে নির্মীয়মান বহুতলে সামনে এ ঘটনা ঘটেছে সেখানকার স্থানীয় একটি অফিসে ভাঙচুর করা হয়। এই ঘটনায় ২৫০ জনকে চিহ্নিত করে আটক করা হয়েছে।অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

রাজস্থানে ১৪০ বেড়ে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়াল ৫৩৪২জন

জয়পুর, ১৮ মে (হি. স.): মরু রাজ্য রাজস্থানে নতুন করে মারণ রোগ করোনায় আক্রান্ত ১৪০। নিহত দুই। ফলে সোমবার সকাল পর্যন্ত সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৫৩৪২জন।মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩৩। এদিন সকালে এই তথ্যই তুলে ধরেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রক। প্রশাসনের তরফ থেকে আরও জানানো হয়েছে যে সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরেছেন ২৬৬৬।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সোমবার থেকে গোটা দেশজুড়ে জারি হয়েছে চতুর্থ দফার লকডাউন। ৩১ মে পর্যন্ত চলবে এই লকডাউন। যদিও কয়েকটি ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। রেড, গ্রীন এবং অরেঞ্জ জোনের পুনর্মূল্যায়নের ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে বিশেষ ক্ষমতা দিয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

গোয়ালিয়রে বহুতলে আগুন, চার শিশুসহ নিহত সাত

ভোপাল, ১৮ মে (হি. স.): বহুতল আবাসনে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে চার শিশুসহ সাত জনের মৃত্যু। সোমবার মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে। এছাড়াও গুরুতর জখম হয়েছেন চারজন।

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সত্যেন্দ্র সিং তোমর জানিয়েছেন, গোয়ালিয়রের ইন্দের গঞ্জ এলাকায় রোশনি ঘর রোড বহুতলের একতলায় থাকা রং-এর দোকানে আগুন লেগে যায় সোমবার সকাল ১০ টা নাগাদ। দ্রুত সেই আগুন বহুতলের দুই তলায় ছেয়ে যায়। রঙের জন্য আগুন আরো ভয়াবহ আকার ধারণ করে।আবাসনের দোতলায় দুটি পরিবার আগুনের জেরে আটকে পড়ে। ফলে অগ্নিকাণ্ডে ঝলসে গিয়ে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চারজন শিশু ও তিনজন মহিলার। এছাড়াও আরও চারজন গুরুতর জখম হয়। তাদেরকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।দমকলের দুই ঘন্টার তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।কি কারণে আগুন লেগেছে তা এখনো জানা যায়নি। তদন্ত চলছে।

জানা গিয়েছে এই দোকানটির মালিক তিন ভাই ভাই. তাদেরই পরিবার দোতলায় থাকতো। অগ্নি কান্ডের জেরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছেছে জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পৌরসভার আমলারা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।